

কাব্যসিদ্ধ তত্ত্বসার ।

অর্থাৎ

বেদসার শিবসুত্র, মণ্ডনভট্টসার, মণিকর্ণিকাটক
ব্রহ্ম ভবভট্ট সংবাদ, লক্ষ্মীভট্ট, ত্রিহৃত
লক্ষ্মীকেশবসংবাদ, পরাশর মৈত্রেয়
সংবাদ, মুকুন্দমালা, ব্রহ্মবিহার,
পদ্যসংগ্রহ, মহাপদ্য, এবং

মেঘদূত একত্রে

সংগ্রহীত ।

—*—

“গুণানামন্তরং প্রায় শুদ্ধজ্ঞো জ্ঞানান্তি নেতর ।

মালভীমল্লিকাসৌদং দ্বাণং বেত্তি ন লোচনম্ ॥ ১১

(দ্বিতীয় শতক)

শ্রীভোলানাথ মুখোপাধ্যায়

কর্তৃক সংগ্রহীত ও

পছান্নবান্ধিত ।

প্রকাশক ।

শ্রীকিশোরলাই ।

কলিকাতা চিত্রশিল্প প্রকল্প, বাতলা ১৭ নং ভবন ।

সন ১৯৮০ খ্রিঃ ১০ মাস ২৫ তারিখ ।

ইউজি. ১৯৮০ খ্রিঃ ২১ নং ।

মূল্য ১.০০ টাকা

কাব্যসিদ্ধ তত্ত্ব সার ।

অর্থাৎ

বেদসার শিবশোভা, সপ্তশতীসার, মণিকণিকাষ্টক
ব্রহ্ম ভরদ্বাজ সংবাদ, লক্ষ্মীশোভা, শ্রীমুক্ত
লক্ষ্মীকেশবসংবাদ, পরাশর মৈত্রেয়
সংবাদ, মুকুন্দমালা, ব্রজবিহার,
পদ্যসংগ্রহ, মহাপদ্য, এবং
মেঘদূত একত্রে

সংগ্রহীত ।

“ গুণানামন্তরং প্রায় স্তজ্জ্ঞো জানাতি নেতর ।
মানভীমল্লিকামোদং শ্রাণং বেত্তি ন লোচনম্ ॥ ”
(দৃষ্টান্ত শতক)

শ্রীভোলানাথ মুখোপাধ্যায়

কর্তৃক সংগ্রহীত ও

পছানুবাদিত ।

প্রকাশক ।

শ্রীবিষ্ময়র লাহী ।

কলিকাতা চিৎপুর রোড বটতলা ১১৫ নং ভবন ।

সন ১৯৮৩ সাল । তারিখ ২ জ্যৈষ্ঠ ।

ইংরাজী ১৮৭৬ সাল ২১ মে ।

মূল্য ১ একটাকা

১৮-৭ *

সূচীপত্র ।

প্রকরণ	পত্র হইতে পত্র পর্য্যন্ত ।	
বেদসার শিবস্তুত্র ১ নাং ১১ শ্লোক ।		১ ৪
(শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য বিরচিত)		
সপ্তশতীসার । ১নাং ৯ শ্লোক		৫ ৯
অর্থাৎ ছুর্গার স্তব ।		
মণিকর্ণিকাষ্টক । ১ নাং ১০ শ্লোক ।		১০ ১২
(মহোদয়গঙ্গাধর কবি রচিত)		
ব্রহ্ম ভরদ্বাজ সংবাদ । ১ নাং ৩০ প্রস্তোতুর ।	১০	২৩
অর্থাৎ অধর্ম বেদান্তর্গত নিরলম্বো উপনিষদ		
লক্ষ্মীস্তুত্র ১ নাং ২ শ্লোক ।	২৪	২৬
শ্রীমুক্ত ১ নাং ১৫ শ্লোক	২৫	৩০
লক্ষ্মী কেশব সংবাদ ১ নাং ৪০ শ্লোক	৩০	৪০
পরশর মৈত্রেয় সংবাদ ১ নাং ৩১ শ্লোক	৪১	৪৮
অর্থাৎ লক্ষ্মীর স্তুত্র		
মুকুন্দমালা ১ নং ২২ শ্লোক	৪২	৫৫
(কুলশেখররাজ বিরচিত)		
ব্রজবিহার ১ নাং ১১ শ্লোক ।	৫৬	৫৯
(মহোদয় শ্রীধরস্বামি বিরচিত)		
পদ্য সংগ্রহ ১ নাং ১১ শ্লোক	৬০	৬৩
মহাপদ্য (কালীদাস রচিত)	৬৪	৭১
মেঘদূত ১ নাং ১১৪ শ্লোক	৭২	১৩০
(কালীদাস রচিত)		
সূচিপত্র সমাপ্ত ।		

পদ্যানুবাদকের নিবেদন

এই “কাব্যসিক্তস্মার,” পুস্তক খানি সম্বন্ধে পাঠক মহোদয়গণকে অপর নূতন কিছু বলিবার নাই। যেহেতু ইহার সূচিপত্র পাঠ করিলেই সে সকলই জানিতে পারিবেন। তৎপর “কাব্যরত্নসার সংগ্রহে,” যাহা ২ বলিয়াছি ইহাতেও আমার তাহাই উদ্দেশ্য; এক্ষণে পাঠকগণের পাঠোপযোগ্য হইলে শ্রম সকল অনুতব করিব। নিবেদন ইতি ॥

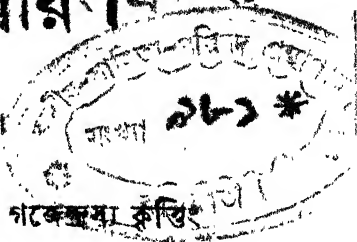
মুখোপাধ্যায়োপাধিক

শ্রীভোলানাথ শর্মা

আপনার মুখ আপনি দেখ, কিছু কিছু বুঝি গ্রহণ,
প্রভাসযজ্ঞ ১ম ২য় এবং তৃতীয় খণ্ড পদ্য শ্রীমদ্ভাগবত ১ম ও
২য় স্কন্দ চিত্তরঞ্জন পাচালী, প্রভাসমিলন, মৈথিলীমিলন,
কৃষ্ণাশ্বেষণ, নলদময়ন্তি, ধ্রুবযোগাখ্যান, দুর্কাসার পারণ,
রামের রাজ্যপ্রাপ্ত, কলকভঞ্জন, মান ভিক্ষা, বামন ভিক্ষা,
পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসাদি নাটক, কবিতাদপণ, কাব্যরত্নসার
সংগ্রহ ও আর ২ কএক খানি পুস্তক প্রণেতা।

কাব্যসিদ্ধান্তসার ।

বেদসার শিব স্তোত্র ।



পশূনাং পতিং পাশনাশং পরেশং, গজেন্দ্রম্বা কুন্তিঃ
বসানাং বরেণ্যম্ । জটাজুট মধ্যে ক্ষুব্ধদাজ্জবারিঃ
মহাদেব মেকং সুর্য্যমি সুর্য্যরিম্ ॥ ১ ॥

যিনি পশুদেরপতি, পাশনাশকর । পরম ঈশ্বর, পরিধান
ব্যাঘ্রাশ্বর ॥ উদীপ্ত জাহ্নবীজল জটে রন ধরি । সেই এক সুর-
রিপু মহাদেবে সুরি ॥ ১ ॥

পরেশং সুরেশং সুর্য্যরাতিনাশং, বিভুং বিশ্বনাথং বি-
ভূতাক্তভুং । বিরূপাক্ষ মিন্দুক বহু ত্রিনেত্রং সদা-
নন্দ মীড়ে প্রভুং পঞ্চবজ্রং ॥ ২ ॥

যিনি পরমেশ, দেবগণের ঈশ্বর । সুরসমুহেররিপুচরনাশ-
কর ॥ বিহু ও বিশ্বের পতি ; কলেবর য়ার । বিভূতিতে বিভূষিত
অতি চমৎকার ॥ বিরূপ নয়ন, চন্দ্র সূর্য্য ছতাশন । এই তিনে
য়ার তিন নেত্র সুশোভন ॥ সেই পঞ্চমুখ সদানন্দ মহেশ্বরে ।
সর্ব্বক্ষণ স্তব করি পবিত্র অন্তরে ॥ ২ ॥

গিরীশং গণেশং গলে নীলবর্ণং, গবেন্দ্রাধিরূঢ়ং গুণা-
তীতরূপং । ভবং ভাস্বরং ভস্ম ভূষিতাক্ষং ভবানীকলত্রং
ভজে পঞ্চবজ্রং ॥ ৩ ॥

গিরি সমুহের যিনি হন ঈশরূপ । রুদ্র নিকরের যিনি ঈশ্বর
স্বরূপ ॥ গলদেশে নীলবর্ণ য়ার সুশোভন । স্বয়াক্ষ গুণাতীত
বিরূপ যে জন ॥ ভস্মাবৃত দেহ য়ার সেই পঞ্চানন । ভাস্বর
ভবের করি সর্ব্বদা ভজন ॥ ৩ ॥

শিবাকান্ত শস্ত্রো শশাঙ্কার্জুনমৌল্যে মহেশান শূলিন্
জটাজুট ধারিন্ । স্বমেকো জগদ্ব্যাপকো বিশ্বরূপা
প্রসাদ প্রসাদ প্রতো পূর্ণরূপ ॥ ৪ ॥

হে শিবানীপতে ! শস্ত্রো ! চন্দ্রার্জুণশেখর । হে মহেশ ! হে
শূলিন জটাজুটধর ! ॥ সমস্ত জগৎ আছ আপনি ব্যাপিয়া ।
ওহে বিশ্বরূপ ! রূপা প্রদান করিয়া ॥ প্রসন্ন হউন ওহে পূর্ণরূপ-
নয় । প্রসন্ন হউন দেব ! ইহাই বিনয় ॥ ৪ ॥

পরআনমেকং জগদ্বীজমাদ্যং নিরীহং নিরাকার মো-
ক্ষারবেদ্যং । যতো জায়তে পাল্যতে যেন বিশ্বং,
তমীশং ভজে লীয়তে যত্র বিশ্বং ॥ ৫ ॥

যিনি এক পরমাত্মা বলিয়া নিশ্চয় । জগতের আত্মবীজ যেই
সদাশয় ॥ নিশ্চেষ্ট ও নিরাধার যেই সদাচার । ওঙ্কার মাত্রের
বেদ্য যিনি হন আর ॥ যাঁহা হোতে এই বিশ্ব হোয়েছে স্বজন ।
যিনি করিছেন এই বিশ্বকে পালন ॥ যাঁহাতে এ বিশ্ব পুনঃ
হইবে বিলীন । সেই ঈশ উপাসনা করি অনুদিন ॥ ৫ ॥

ন ভূমি নচাপো ন বহ্নি ন বায়ু, নচাকাশ আন্তে ন তদ্রা
ন নিদ্রা । ন গ্রীষ্মো ন শীতো ন দেশো ন বেশো, ন
যস্যান্তি মূর্ত্তি ত্রিমূর্ত্তিঃ তমীড়ে ॥ ৬ ॥

ভূমি জল অগ্নি ব্যোম সমীরণ আর । তদ্রা আর নিদ্রা নাহি
এ সব যাঁহার ॥ শীত গ্রীষ্ম এ উভয় যিনি বিবর্জিত । দেশ বেশ
শূন্য আর আকার রহিত ॥ অথচ ত্রিমূর্ত্তিধর মহিমা অপার ।
সযতনে করিতেছি স্তবন তাঁহার ॥ ৬ ॥

অজং শাস্ততং কারণং কারণানাং, শিবং কেবলং ভাসকং
ভাসকানাং । তুরীয়ং তমঃ পার মাদ্যন্ত হীনং, প্রপদ্যে
পরং পাবনং দ্বৈতহীনং ॥ ৭ ॥

যিনি অজ, নিত্য আর কারণ-কারণ, শিব সর্ব মঙ্গলের
পরম সদন। প্রকাশিত পদার্থের প্রকাশক আর ॥ আদ্যন্ত
বিহীন, তমঃ, পারন্ত আকার ॥ তিনিই তুরীয়া ব্রহ্ম ; তাঁহার
শরণ । লইলাম, তাঁর রূপা দৃষ্টির কারণ ॥ ৭ ॥

নমস্তে বিভো বিশ্বমূর্ত্তে, নমস্তে নমস্তে চিদানন্দ মূর্ত্তে ।

নমস্তে নমস্তে তপোযোগ গম্য, নমস্তে নমস্তে শ্রুতি
জানগম্য ॥ ৮

ওহে বিভো ! ওহে বিশ্বমূর্ত্তি সদাচার । আপনাকে নমস্কার
পুনঃ নমস্কার ॥ ওহে চিদানন্দ মূর্ত্তে ! তোমার সদনে । প্রণত
হোতেছি দেখ পরম যতনে ॥ তপঃ ও যোগের গম্য প্রভু সদা-
চার । আপনাকে নমস্কার পুনঃ নমস্কার ॥ ৮ ॥

প্রভো শূলপাণে বিভো বিশ্বনাথ, মহাদেব শস্ত্রো ত্রি-
নেত্রো মহেশ । শিবাকান্ত শান্ত সুরারে পুরারে
ঋদন্যো বরেণ্যো ন মান্যো ন গণ্যঃ ॥ ৯ ॥

হে প্রভো ! হে শূলপাণে ! বিভো ! হে বিশ্বেশ । ওহে মহা-
দেব শস্ত্রো ! ত্রিনেত্রো মহেশ ! ॥ হে শিবানীপতে ! শান্ত !
সুরারে ! পুরারে । বরেণ্য ও মান্য তুমি যিনি সবাকারে ॥ ৯ ॥

শস্ত্রো মহেশ করুণাময় শূলপাণে, গৌরীপতে পশুপতে
পশুপাশনাশিন্ । কাশীপতে করুণয়া জগদেতদেক
স্ত্বং হংসি পাসি বিদধাসি মহেশ্বরোসি । ১০ ॥

ওহে শস্ত্রো ! হে মহেশ ! হে করুণাময় । ওহে শূলপাণি
গৌরীপতি ওণময় ॥ ওহে পশুপতে ! পশুপাশনাশকারি ।
ওহে কাশীপতে ! তুমি করুণা বিস্তারি ॥ একাকী এ জগতের
সৃষ্টি স্থিতি লয় । করিতেছ, মহেশ্বর ! তুমিই নিশ্চয় ॥ ১০ ॥

তত্ত্বো জগৎ ভবতি দেব ভব স্বরূপে, স্বয়ং তিষ্ঠতি
জগন্মুখ বিশ্বনাথ । স্বয়ং গচ্ছতি লয়ং জগদেতদীশ
লিঙ্গাক্রকো হর চরাচর বিশ্বকপিন্ ॥ ১১ ॥

হে দেব ! হে ভব ! ওহে মদননিধন । তোমা হতে হইতেছে
জগৎ রচন ॥ হে মুখ ! হে বিশ্বনাথ ! আপনাতে আর । বর্তমান
রহিয়াছে জগত সংসার ॥ হে ঈশ ! তোমাতে ইহা হইবেক
লয় । নিশ্চয় ইহাই নাহি তাহাতে সংশয় ॥ হে হর ! যদিচ
তুমি লিঙ্গাক্রক রূপ । তথাচ সমস্ত বিশ্ব আপন স্বরূপ ॥

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বিরচিত বেদসার শিবস্তোত্র সমাপ্ত ।

সপ্তশতীসার।

লক্ষ্মীশে যোগনিদ্রাং প্রভজতি ভুজগাধীশ তপ্তেন মন-
পাছুৎপন্নো দানবৌ তচ্ছু বণ মলময়াদৌ মধুং কৈটভক।
দৃষ্ট। ভীতস্য ধাতুর্নতিতি রতিমুতা মাশু তৌ নাশয়ন্তীং
ছুর্গাং দেবীং প্রপদ্যে শরণ মহ মশেষা পছন্নুলনায় ॥ ১ ॥

ভগবান নারায়ণ শেষশর্বোপর। যোগনিদ্রা সমাশ্রয় করিলে
তৎপর ॥ তাঁর কর্ণমূল মলা হইতে তখন। মধু ও কৈটভ জনে
দানব দুজন ॥ তৎকালীন জৈশ্বরের নাতিপছোপর। বসিয়া-
ছিলেন বিধি চারি মুখ ধর ॥ ঐ ছুই দানবেরে করিয়া দর্শন।
বিশেষ ভয়াস্ত তার হোয়েছিল মন ॥ বিবিধ স্তবন তিনি
করিয়া প্রয়োগ। করিয়াছিলেন আদ্যা ভবানীর যোগ ॥ তা-
হাতে প্রসন্না যিনি হইয়া সত্বরে। বিনাশ করের ঐ ছুই দৈত্য-
বরে ॥ অশেষ আপদে মুক্ত হইতে এখন। আমি লইতেছি সেই
দুর্গার শরণ ॥ ১ ॥

বুদ্ধে নির্জিত্য দৈত্যঃ স্তরকুলমধিলং বস্তনীয়েষু
ধিক্যেদ্বাহ্যাপ্য স্থান্ বিধেয়ান স্বয়মগমন্নৌ শক্তত্যাং
বিক্রমেণ। তং সামাত্যাগুমিত্রং মহিষ মভিনিহত্যাশা
মূর্দ্ধাধিকৃতাং ছুর্গাং দেবীং প্রপদ্যে শরণ মহ মশেষাপছ-
ন্নুলনায় ॥ ২ ॥

মহিষ নামেতে দৈত্য অতি দুরাশর। সমরে অমরগণে করি
পরাজয় ॥ বশীভূত দৈত্যদলে তাঁদের কার্যেতে। নিযুক্ত
করিয়া নিজ ভুজ বিক্রমেতে ॥ আপনি ইচ্ছা পূর করে অধি-
কার। সেই মহিষেরে, তার সঙ্গীগণে আর ॥ দমন করিয়া
মহিষের শিরোপর। বামাকুষ্ট দ্বারা যিনি করিলেন তার ॥
অশেষ আপদে মুক্ত হইতে এখন। আমি লইতেছি সেই
দুর্গার শরণ ॥ ২ ॥

বিশ্বোৎপত্তি প্রকাশ হিতি বিহতি পরেদেবী ঘোরা-
 অরারিত্রাসাং ত্রাতুং কুলং নঃ পুনরপি চ মহাসঙ্কটে-
 স্বীকৃশেষু । আবিভূয়াঃ পুরস্তাদিতি চরণ নমং সৰ্ব
 গীর্জাং বর্গাং দুর্গাং দেবীং প্রপদ্যে শরণ মহ মশেষাপ
 ছন্দ্যলায় ॥ ৩ ॥

বিশ্বের যে ক্রীড়া, সৃষ্টি, স্থিতি, আর লয় । হে দেবি । আপনি
 কর সেই সমুদয় ॥ তুমিই নিরতা আছ তাহে অনুক্ষণ । ওগো
 মা । পুনশ্চ যদি সঙ্কট এমন ॥ উপস্থিত হয় এই অমুরের ভয়
 আমাদের কুল রক্ষা জন্য সে সময় ॥ আবিভূতা হইবেন, এই
 নিবেদন । এ প্রকার দেবগণ করিয়া স্তবন । প্রীতমনে স যতনে
 চরণে যাঁহার । প্রণাম করেন হোয়ে বিপদে উদ্ধাব ॥ অশেষ
 আপদে মুক্ত হইতে এখন । আমি লইতেছি সেই দুর্গার
 শরণ ॥ ৩ ॥

হস্তং শুভ্রং নিশুভ্রং ত্রিদশগণমুতাং হেমদোলাং হি-
 মাদ্রাবাক্ষতাং ব্যাসৈন্যান্য যুধি নিহতবতীং ধ্বজদৃক চণ্ড-
 মুণ্ডান্ । চামুণ্ডাখ্যাং দধানা মুপসমিতমহারক্তবীজো-
 পসর্গাং দুর্গাং দেবীং প্রপদ্যে শরণ মহ মশেষাপদু-
 অন্দলায় ॥ ৪ ॥

শুভ্র ও নিশুভ্র দৈত্যে বধিতে সমরে । দেবগণ রূত যিনি স্তুত
 হোয়ে পরে ॥ হিমালয়ে গিয়া মনোহর রূপ ধরি । সুবর্ণ পর্য্যঙ্কে
 রন অবস্থিতি করি ॥ আর যিনি চমৎকার ব্যূহের দ্বারায় ।
 যে যে সব সৈন্য ছিল সংস্থিত তথায় ॥ ধ্বজলোচনাখ্যা চণ্ড মু-
 ণ্ডাদি ভীষণ । শুভ্র নিশুভ্রের সৈন্ত সংরক্ষক গণ ॥ সমরে তাদের
 তিনি করেন নিহত । আর যিনি চণ্ড মুণ্ডে রণে করি হত ॥
 তাহাদের ছিন্ন মুণ্ড করি আনয়ন । লোক মাঝে চামুণ্ডা নামেতে
 খ্যাত হন ॥ রক্তবীজ অমুরের উপদ্রব আর । উপশম হয় এক

রূপাতেই য়ার ॥ অশেষ আপদে মুক্ত হইতে এখন । আমি
নইতেছি সেই দুর্গার শরণ ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মেশ কন্দ নারায়ণ কিটি নরসিংহেন্দ্রশক্তিঃ স্বভূত্যাঃ
কৃদ্ধা হৃদ্ধা নিশুভ্তঃ জিত বিবুধগণং ত্রাসিতাশেষ লোকং ।
একীভূত্যাথ শুভ্রং রণশিরসি নিহত্য স্থিতা মাত্ত খড়্গাং
ছুগাং দেবীং প্রপদ্যে শরণ মহ মশেষাপদমূলনায় ॥ ৫

সমরে অনুরসেনা করিতে নিধন । বিধি,হর কার্ত্তিকের আর
নারায়ণ ॥ বরাহ ও নরসিংহ শক্তি সবাকায় । অর্থাৎ ব্রহ্মাণী
আদি অষ্টমাতৃকায়) ॥ নিযুক্তা করিয়া যিনি নিশুভ্র দানবে
নিহত করেন রণে তুচ্ছ দেব সবে ॥ দেবগণে ঐ দৈত্য করি
পরাজিত । কোরেছিল সকল ভুবন সম্বাসিত । পরে যিনি একা-
কিনী শূল ধরি করে । কোরেছেন শত্ৰু দৈত্যে নিহত সমরে ॥
অশেষ আপদে মুক্ত হইতে এখন । আমি নইতেছি সেই
দুর্গার শরণ ॥ ৫ ॥

ত্রায়স্ব স্বামিনীতি ত্রিভুবন জননি প্রার্থনা স্বর্ঘ্যপার্থী
পাল্যন্তেহুত্বার্থনায়াং ভগবতি শিশবঃ কিং স্বদন্যা জনন্যা ।
তত্ত্ব ভ্যং ন্যান্নমস্যেত্যবনত বিবুধাঙ্গলাদিবীক্ষা বিসর্গাং
ছুগাং দেবীং প্রপদ্যে শরণ মহ মশেষাপদমূলনায় ॥ ৬ ॥

ওগো সর্বেশ্বর ! ওগো ত্রিলোকজননি ! । আমারিগে সং-
রক্ষণ করুন আপনি ॥ একপ প্রার্থনা করা তোমার সদনে ।
প্রয়োজন নাহি তাহা জানিতেছি মনে । কারণ ঈশ্বরী তুমি
জননী ও তায় । পালন করিছ, কিবা কার্য্য প্রার্থনায় ॥ ওগো
ভগবতি ! তোমা বিনে কি কখন । অন্য মাতা অভিলষ করিয়া
অবণ ॥ একপ পালন কি করেন শিশুগণে । কখনই নহে
তাহা জানিতেছি মনে ॥ স্বভাবত জনকীরা প্রার্থনা বিহনে ।
শিশুগণে পালন করেন সবতনে ॥ অতএব প্রার্থনা করিব মাই

আর। আপনাকে কেবল করি মানসকার ॥ এ প্রকার স্তব
করি বড় দেবগণ। বিনয় হইলে, যিনি তাঁদের তখন ॥ অনি-
র্কচনীর রূপা করি বিতরণ। সাদরে তাঁদের প্রতি করেন দর্শন
অশেষ আপদে মুক্ত হইতে এখন। আমি লইতেছি সেই
দুর্গার শরণ ॥ ৬ ॥

ত্রৈলোক্যানাং গুণানামনুসরণরতাং কেলিনানাবতারাং
ত্রৈলোক্যজ্ঞানশীলাং দম্বজকুলবনৌ বহ্নিকীলাসনীলাং।
দেবীং সচ্চিদানন্দীং তাং বিপুলিত বিনয়ং সত্ৰিবর্গাপবর্গাং
দুর্গাং দেবীং প্রপদ্যে শরণ মহাশেষাপদুন্নয়নায় ॥ ৭ ॥

যিনি নিত্যজ্ঞান ও আনন্দরূপা হন। নিষ্কাম যে সব যজ্ঞ
রত ব্যক্তিগণ ॥ আনন্দে প্রণমি স্তব করয়ে বিধান। তাহা-
দের অপবগ করেন প্রদান ॥ অপর যাঁহারে মায়ামস্তব বলয়।
সব রজ তমঃ যে ত্রিগুণ ব্যাখ্যা হয় ॥ ইহাদের অনুসরণেতে
মন যাঁর। যাঁহা হোতে ক্রীড়া জ্ঞান নানা অবতার ॥ আপনার
বিনির্মিত প্রপঞ্চ পালন। যাঁর স্বভাবতঃ কার্য্য বিদিত এমন ॥
দৈত্যকুল রূপ ক্ষুদ্র বনেতে যাঁহার। দক্ষাশি শিখার সম স্বভাব
প্রচার ॥ অশেষ আপদে মুক্ত হইতে এখন। আমি লইতেছি
সেই দুর্গার শরণ ॥ ৭ ॥

সিংহাক্ষতা ত্রিনেত্রাং করতল বিলসচ্চক্র শঙ্খাদিরম্যাং
ভক্তাভীষ্টপ্রদাত্রীং ত্রিভুবনজননীং সর্বলোকৈক বন্দ্যাতাং।
সর্বলোককার দীপ্তাং বিধুষত মুকুটাং শ্যামলাঙ্গীং কুশাঙ্গীং
দুর্গাং দেবীং প্রপদ্যে শরণ মহাশেষাপদুন্নয়নায় ॥ ৮ ॥

যিনি সিংহাক্ষতা ত্রিনয়না বলি আর। শঙ্খ চক্র আদি অস্ত্র
করে শোভে যাঁর ॥ তাহাতে বিশেষ তাঁর শোভা মনে গলি।
জন্মের অভীষ্টদাত্রী ত্রিলোক জননী ॥ তিনি এক বন্দনীয়
লোক সবার। সর্ব রূপ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত আর ॥ শ্যামা ও

রুশাকী, যাঁর মুকুটেতে আর। শশধর বসি করে কীরণ বিস্তার
অশেষ আপদে মুক্ত হইতে এখন। আমি, লইতেছি সেই
দুর্গার শরণ ॥ ৮ ॥

এতং সন্তঃ পঠন্তু স্তব মখিলবিপজ্জালতুলানলাভং হ্রয়ো-
হধ্বাস্তভানু প্রতিম মখিল সঙ্কল্প কল্পদ্রুপকল্পং ।
দৌগং দৌর্গত্যঘোরাতপ তুহিনকরপ্রথ্য মংহোগজেন্দ্র
শ্রেণী পঞ্চাস্য দেশ্যং বিপুলভয়দ কালাহিতাক্ষ্য-
প্রতাপং ॥ ৯ ॥

এই শ্রীদুর্গার স্তব অতুল্য অমূল্য। তুলারানি রূপ বিপদের
বহি তুল্য ॥ ধ্বাস্ত রূপ মানস মোহ যে ঘোর অতি। তাহাও
বিনাশে ইহা সম দিনপতি ॥ মানসীক বিষয় যে আছে সমু-
দয়। কল্প রূপ সম তাহে জানিবে নিশ্চয় ॥ দারিদ্র স্বরূপ যে
সন্তাপ ক্লেশকর। তাহা নিবারণ জন্য যেন শশধর ॥ পাপ-
রূপ গজেন্দ্র শ্রেণীর পশুপতি। কালরূপ সর্পের জানিবে খণ্ড-
পতি ॥ অতএব ওহে সাধু পুরুষ নিকর। সদা পাঠ কর হোয়ে
পবিত্র অন্তর ॥ ১০ ॥

(সপ্ত শতীসার দুর্গার স্তব সমাপ্ত।)

মণিকর্ণিকাষ্টক ।

বিকোঃ সূতপ্ততপসা চলিতোত্তমাঙ্গা দ্বিশ্বে শিতু স্তুড়ি-
দিবায়রতঃ স্ককর্ণাৎ । যা চক্রতীর্থ মলিলে ললিতা
পপাত সা মে সদা শিবকরী মণিকর্ণিকাস্তু ॥ ১ ॥

ভগবান্ বিষ্ণুর তপেতে যে সময় । শঙ্করের উত্তমাঙ্গ বিচ-
লিত হয় ॥ গগণ হইতে পড়ে বিছ্যাৎ যেমন । তদ্রূপ শিবের
কর্ণ হইতে তখন ॥ চক্রতীর্থ নীরে যিনি হোলেন পতিত ।
তিনিই ললিতা ‘মণিকর্ণিকা’ বিদিত ॥ অধিক তাঁহারে আমি
কি বলিব আর । শিবকরী হোন্ তিনি সতত আমার ॥ ১ ॥

চিন্তামণি স্তনুভূতাং সহসান্তকালে তত্তারকং ব্যপদিশ-
ত্যথ কর্ণিকায়্যাৎ । যস্যাত্ম মৃতো ন ভব মেতি ভবপ্রসা-
দাৎ সা মে সদা শিবকরী মণিকর্ণিকাস্তু ॥ ২ ॥

চিন্তামণি ঋপ যিনি দেহধারিদের । অন্তঃকালোদয়ে যিনি
মনুষ্যাগণের ॥ প্রসিদ্ধ তারক মন্ত্র মাহাত্ম্য অশেষ । শ্রবণ কুহরে
যিনি দ্যান উপদেশ ॥ আর যথা জীবন করিলে পরিহার ।
শিবের প্রসাদে প্রাপ্ত না হয় সংসার ॥ সেই মণিকর্ণিকাখ্যা
সর্বদা আমার । শিবকরী হউন কি কব আমি আর ॥ ২ ॥

চন্দ্রাংশুকা সুনয়না ধবলা কুমারী, বেদাশ্চ পাণি কমলে
বর মৌক্তিকাঢ্যা । যা দৃশ্যতে স্ককৃতিভি বরকর্ণি-
কায়্যাৎ সা মে সদা শিবকরী মণিকর্ণিকাস্তু ॥ ৩ ॥

সুনয়না স্ককুমারি অধিষ্ঠাত্রী য়ার । চন্দ্রসম শুভ্র বাস পরা
চমৎকার ॥ য়ার করপদ্মে শোভে বেদ সমুদায় । গলদেশে
মুক্তাহার সদা শোভা পায় ॥ পুণ্যবাণ জনগণ য়ারে অনুক্ষণ ।
সুপবিত্র কাশীধামে করেন দর্শন ॥ সেই মণিকর্ণিকাখ্যা সর্বদা
আমার । শিবকরী হউন কি কব আমি আর ॥ ৩ ॥

মালাং সুপঙ্কজময়ীং করকণ্ঠয়ো য়া ধত্তে বরোদ্যত করে
শুভমাতুল্যজং । বদ্ধধ্বপানি যুগলে শুভ পশ্চিমাঙ্গ্যং
স। মে সদা শিবকরী মণিকর্ণিকাস্তু ॥ ৪ ॥

যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সদা সৰ্বক্লেশ । করে, কণ্ঠে পদ্মমালা
করেন ধারণ ॥ বর দানে উদ্বৃত্ত যাঁহার কর আর । তাহাতে
ধুতুরাকল শোভে চমৎকার ॥ যাঁর হস্ত একত্রে বদ্ধিত অনুক্লেশ ।
পশ্চিম দিকেতে সদা যাঁহার বদন ॥ সেই মণিকর্ণিকাখ্যা সতত
আমার । শিবকরী হউন কি কব আমি আর ॥ ৪ ॥

দানাবগাহ সুরপূজন তর্পণাদি যস্যামনস্ত ফলদং ভবতি
প্রসঙ্গাৎ । ভক্ত্যা ক্লুতং যদি তদেব জগৎ পুনাতি সা
মে সদা শিবকরী মণিকর্ণিকাস্তু ॥ ৫ ॥

স্নান, দান দেবার্চণ তর্পণাদি আর । যথায় করিলে হয় ফল
লাভ তার ॥ ভক্তিমনে যদি তাহা করয়ে সাধন । জগত পবিত্র
হবে বিদিত এমন ॥ সেই মণিকর্ণিকাখ্যা সতত আমার । শিব-
করী হউন কি কব আমি আর ॥ ৫ ॥

স্বর্গ স্তূণং ভবতি চীরধরোপি রাজা মৃত্যুঃ সখা সুখ-
হরোপি শবঃ শিবঃ স্যাৎ । পাতোপি যত্র সুরসম্মত উত্ত-
মাদ্যা সা মে সদা শিবকরী মণিকর্ণিকাস্তু ॥ ৬ ॥

যে স্থানেতে তৃণ তুল্য ভাবয়ে অমরা । রাজ সম জ্ঞান কে
কোপীন যে পরা ॥ সুখ ধ্বংসি শব সেও শিবরূপ হয় । দেবে
সম্মত যথা লভিবে বিলয় ॥ সেই মণিকর্ণিকাখ্যা সতত আমার ।
শিবকরী হউন কি কব আমি আর ॥ ৬ ॥

স্তূপ্তোপি যোগিসমতাং সমুপৈতি যত্র মগ্নঃ স্মরেদ্যদি
শিবঃ সহি কাল কালঃ । যদ্যানতোহপ্যভয় মেতি চ
দূর বাসী, সা মে সদা শিবকরী মণিকর্ণিকাস্তু ॥ ৭ ॥

যোগিসম হয় যথা সূপ্ত ব্যক্তি জন । মগ্ন হয়ে যথা শিব
করিলে সুরণ ॥ আপনি কালের কাল সমরূপ হয় । যাঁর ধ্যানে
দূরবাসী লভয়ে অভয় ॥ সেই মণিকর্ণিকাখ্যা সতত আমার ।
শিবকরী হউন কি কব আমি আর ॥ ৭ ॥

যৎসজ্জি বায়ুরপি দূরগতঃ সুসূক্ষ্মঃ পাতালগঃ সুরগণঃ
দিবিগং করোতি । জন্তুন্ পুনাতি সকলানপি গাং গত-
বা সা মে সদা শিবকরী মণিকর্ণিকাস্তু ॥ ৮ ॥

যাহার সংসর্গ লাভ করি সমীরণ । সূক্ষ্ম হয়ে দূরান্তরে করয়ে
গমন ॥ পাতাল হইয়া গত দেখ তথাকার । দূরগণে স্বর্গস্থ
করায় চমৎকার ॥ ধরাগত হোয়েও তত্রস্থ প্রাণিগণে । পবিত্র
করিছে দেখ যাহার কারণে ॥ সেই মণিকর্ণিকাখ্যা সতত
আমার । শিবকরী হউন কি কব আমি আর ॥ ৮ ॥

সংসার চিন্তামণি রেব যস্যাং তত্তারকং সজ্জন কর্ণি-
কায়াং । শিবোভিধত্তে সহসান্ত কালে তল্লীয়তে বুধ-
জ্ঞৈ মণিকর্ণিকেতি ॥ ৯ ॥

সংসারের চিন্তামণি রূপে যিনি রণ । যে হেতু সে স্থানে
অন্তঃকালে ত্রিলোচন ॥ আপনি তারকমন্ত্র সজ্জন অবনে ।
প্রদান করেন এই প্রধান কারণে ॥ মণিকর্ণিকাখ্যা তার হো-
য়েছে কীর্ত্তন । নিশ্চয় জানিবে ইহা স্থির নিরূপণ ॥ ৯ ॥

মোক্ষলক্ষ্মী মহাপীঠ মণি স্তম্ভরণ্যজ্জয়োঃ । কর্ণিকেতি
ততঃ প্রাচ্চ যাং জনা মণিকর্ণিকাং ॥ ১০ ॥

যিনি মোক্ষলক্ষ্মীরূপা হোয়েছে নিশ্চিত । মহাপীঠ মণি
যাহা আছেয়ে বিদিত ॥ তাঁর পাদপদ্মের কর্ণিকা তাহা হয় ।
তাহে মণিকর্ণিকা বলিয়া লোক কয় ॥

গঙ্গাধর কবি রচিত মণিকর্ণিকা স্তোত্র সমাপ্ত ॥

অথর্ব বেদান্তগত নিরলঙ্ঘ্যোপনিষদ্।

ব্রহ্ম ভরদ্রাজ সংবাদ ।

ভরদ্রাজ উবাচ ।

১ প্রশ্ন । কিং ব্রহ্মেতি ।

তাষা । ভরদ্রাজ প্রশ্ন করি ব্রহ্মা প্রকি ~~ব্রহ্ম~~ ব্রহ্মা কহা ,
রূপাকরি কহ সদাশয় ॥

ব্রহ্মোবাচ । অচিন্ত্যোপাধি বিনিমুক্তমনাদ্যোহং শুদ্ধং শাস্তং
নিগুণং নিরবয়বং নিত্যানন্দং অখণ্ডৈকরসং অদ্বিতীয়ং চৈতন্যং
ব্রহ্ম ॥

তাষা । ভরদ্রাজে ব্রহ্মা কন শুন বিবরণ । অচিন্ত্য উপাধি
তিনি মায়াবৃত নন ॥ আদ্যন্ত রহিত, শুদ্ধ, শূন্য অহংকার
কর্তৃত্বাদি কিছু মাত্র নাহিক তাঁহার ॥ শাস্ত্যাব রাগদেব সকল
রহিত । নিগুণ নির্মল সত্ত্বরজ গুণাতীত ॥ আকার রহিত তিনি
নিত্যানন্দময় । অখণ্ডৈকরস, সুখ ভিন্ন কিছু নয় ॥ এই সব
বাক্য দ্বারা যে চৈতন্য হয় । তিনিই জানিবে ব্রহ্ম, আর কিছু
নয় ॥

২ প্রশ্ন । কি সকলং ব্রহ্ম (সর্বংখলিদং ব্রহ্ম)

তাষা । পুনশ্চ ব্রহ্মার প্রতি ভরদ্রাজ কয় । “সকল ব্রহ্ম
কি ? , তাহা কহ রূপাময় ॥

উত্তর । অব্যক্তাশ্রমহদহঙ্কার পৃথিব্যপ তেজো বায়্বাকাশা-
অক তেন ব্রহ্মপেণাণ্ডকোষেণ কৰ্ম জ্ঞানার্থরূপতয়া ভাসমানং
সকল শব্দ্যুপবৃংহিতং সকলং ব্রহ্ম ॥

তাষা । প্রকৃতি, জীবাত্মা, মহত্ত্ব অহঙ্কার । পৃথিবী উদক,
অগ্নি বায়ু বোম, আর ॥ নানা কৰ্ম নানা জ্ঞান রূপে প্রকাশিত ।

সকল শক্তি বিশিষ্ট যে ব্রহ্মাণ্ড রচিত ॥ সমস্ত জগৎ যাহা হয়
ইয়খন । সকল ব্রহ্মই তাহা শুন তপোধন ॥

৩ প্রশ্ন । কঃ ঈশ্বরঃ ।

ভাষা । ভরদ্রাজ কহে দেব সদয় হইয়া । “ ঈশ্বর কে ”,
কহ তাহা বিশেষ করিয়া ।

উত্তর । ~~ব্রহ্ম~~ প্রকৃতি শক্ত্যভিলেশমাশ্রিত্য লোকান্
দৃষ্টবান্ধ্যামিহেন প্রবিশ্য ব্রহ্মাদীনাং বুদ্ধাদীন্দ্রিয় নিয়ন্তৃ-
দীশ্বরঃ ॥

ভাষা । প্রকৃতি শক্তির করি আশ্রয় গ্রহণ । সমস্ত সৃষ্টির
প্রতি করিয়া ঈক্ষণ ॥ সবার্কার অন্তর্ধামী সবার অন্তরে । প্রবেশ
করিব চিন্তি, প্রবেশে সত্তরে ॥ ব্রহ্মা আদি জগতের যত জীবগণ
ইচ্ছাদি বুদ্ধি অশ্রুতাঁদের যেজন ॥ যে ব্রহ্ম ঈশ্বর তিনি
প্রভেদ কি তায় । কহিলাম বিশেষিয়া সমস্ত তোমায় ॥

৪ প্রশ্ন । কো জীবঃ ।

ভাষা । ভরদ্রাজ পুনঃ কহে হে চতুরানন । “ কেবা জীব ”
রূপাকরি করুন কীর্তন ॥

উত্তর । ব্রহ্মৈব ব্রহ্মা বিষ্ণু বিশ্বেশেন্দ্রাদি নামরূপ দ্বারা-
মিত্যধ্যাসবশাৎ স্থলে জীবাঃ সৌরমেকোপি দেহাহং ভেদ-
বশাদংশা বহবো জীবাঃ ॥

ভাষা । ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আদি পুরন্দর । ব্রহ্মই আপনি
সব ধরে কলেবর ॥ আমি ব্রহ্মা চতুর্গুণ রক্তাক্ত সুন্দর । আমি
বিষ্ণু চারি মুখ শ্রামাকলেবর ॥ আমি শিব শ্বেতকান্তি শোভে
পঞ্চানন । আমি ইন্দ্র সহস্রাক্ষ সুন্দর বরণ ॥ একপ চিন্তার দ্বারা
স্থল জীব হয় । স্থলজীব হইতেই জীব সমুদয় ॥

৫ প্রশ্ন । কা প্রকৃতিঃ ।

ভাষা । ভরদ্রাজ কহিলেন, হে কমলাসন ।। “প্রকৃতি কে ”
রূপা করি করুন কীর্তন ॥

উত্তর । ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ নানাবিধ জগদ্বিচিত্র নির্মাণ সমৰ্থা
বুদ্ধিরূপা ব্রহ্মশক্তিরেব প্রকৃতিঃ ॥

ভাষা । ব্রহ্ম হোতে সৃষ্টির হে বিচিত্র নির্মাণ । বুদ্ধিরূপা
ব্রহ্মশক্তি প্রকৃতি বিধান ॥

৬ প্রশ্ন । কঃ পরমাত্মা ।

ভাষা । পুনঃ ভরদ্রাজ কহে করিয়া বিনয় । “পরমাত্মা ,,
কিবা ,, তাহা কহ সদাশয় ॥

উত্তর । দেহাদেঃ পরসুাৎ ব্রহ্মৈব পরমাত্মা ।

ভাষা । ভৌতিক যে দেহ তাহা মায়াব ব্যাপার । দেহান্তে
যে ব্রহ্ম ; নাম পরমাত্মা তাঁর ॥

৭ প্রশ্ন । কে ব্রহ্মাদ্যাঃ ।

ভাষা । ভরদ্রাজ কহিলেন করিয়া বিনয় । “ব্রহ্মাদি ,, ইহারা
কেবা বল সদাশয় ॥

উত্তর । স ব্রহ্মা স শিবঃ সোক্ষর স ইন্দ্রঃ স বিষ্ণুঃ স রুদ্রঃ
তৎমনঃ স সূর্য্যঃ স চন্দ্রমাঃ তে সুরাঃ তে পিশাচাঃ তে জীবাঃ
তাঃ প্রিয়ঃ তে পঞ্চাদয়ঃ তদিতর সৰ্ব্বমিদং ব্রহ্মণো না নান্তি
কিঞ্চন ॥

ভাষা । ব্রহ্মাই ব্রহ্মের রূপে হন বিষ্ণু । ব্রহ্মই আপনি
শিব জানিবে নিশ্চিত ॥ ব্রহ্মই হে পরমেশ্বর । ব্রহ্মই বাসব ।
ব্রহ্মই হে রুদ্র রূপ । ব্রহ্মই কেশব ॥ ব্রহ্মই জানিবে মনঃ ব্রহ্ম
দিনকর । ব্রহ্মই শশাঙ্ক, ব্রহ্ম দেবতানিকর ॥ ব্রহ্মই জানিবে

যত পিণ্ডাচ নিচয় । ত্রক্ষাই জানিবে বিদ্যে জীব সমুদয় ॥ ত্রক্ষাই
কমলা, ত্রক্ষ পদ্মাদি সকল । বাবদীয় বস্তু আছে ত্রক্ষই কেবল ॥
বাবদীয় বস্তু বিদ্যে হয় দরশন । ত্রক্ষ ভিন্ন কিছু নাই গুন
তপোধন ॥

৮ প্রশ্ন । কা জাতিঃ ।

ভাষা । ভরদ্বাজ কহে পুনঃ বিনয় করিয়া । “ কিবা জাতি ,
কহ দেব বিশেষ করিয়া ॥

উত্তর । চর্ম্ম রক্ত বসা মাংস মজ্জা অস্থি ধাতু নিত্যান্তানি জাতিরা-
জ্ঞানো ব্যবহারোপ কল্পিতা ॥

ভাষা । ত্রক্ষা কন চর্ম্ম রক্ত বসা মাংস আর । মজ্জা অস্থি
ধাত্যাদিতে জীবের আকার । সেই দেহে করে বাহ্য লৌকীক
ব্যভার । তাহাই জানিবে মাত্র জাতি জীবাত্মার ॥

৯ প্রশ্ন । কিমকর্ম্ম ।

ভাষা । ভরদ্বাজ কহিলেন, হে কমলাসন । “ কি অকর্ম্ম ,
কুলা করি করুন কীর্তন ।

উত্তর । ইন্দ্রিয় ক্রিয়মাণঃ নাহঙ্কারা কারইত্যধ্যাননিষ্ঠ তয়া
তত্ত্বং কর্ম্ম অকর্ম্ম ।

ভাষা । ইন্দ্রিয় কর্তৃক জীব হোয়ে ক্রিয়মান । আশ্রম কিছু করি
না যাহার এ বিধান ॥ এ প্রকার পরমার্থ নিষ্ঠ মনস্কীর । ক্লত
কর্ম্ম অকর্ম্ম বলিয়া তাহা স্থির ॥

১০ প্রশ্ন । কিমকর্ম্ম ।

ভাষা । ভরদ্বাজ কহিলেন করিয়া বিনয় । “ কর্ম্ম কিবা , কুলা
করি কহ দয়াময় ।

উত্তর । কর্তৃ হু ভোক্তৃ আহঙ্কার স্বরূপবন্ধনং জন্মাদি কর্ম
নিত্য নৈমিত্তিক যাগাদি ব্রত তপো দানেষু ফলানুসন্ধানং যৎ
তৎ কর্ম ॥

ভাষা । আমি কর্তা আমি ভোক্তা হেন অহঙ্কার । তৎ স্বরূপ
যে বন্ধন কারণ তাহার ॥ জন্ম, মৃত্যু, করে আর কারণাশ্লেষণ ।
নৈমিত্তিক যাগ ব্রত, তপঃ দানে মন ॥ ইহাই জানিবে কর্ম
ওহে তপোধন । করিলাম বিশেষিয়া তাহা সংকীর্ণন ॥

১১ প্রশ্ন । কিং তপঃ ।

ভাষা । ভরদ্রাজ বিনয় করিয়া পুনঃ কয় । “ তপ কিবা ,,
বিশেষিয়া কহ সদাশয় ॥

উত্তর । ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যেতি অপরোক্ষ জ্ঞানাৎ অখিল
ব্রহ্মাদ্যৈশ্বর্য্য শান্তি সংকল্প বীজ সম্যাসমুপঃ ॥

ভাষা । মিথ্যা বিশ্ব সত্য ব্রহ্ম যার হেন মন । সেই জন করে
সত্য তপ আচরণ ॥

১২ প্রশ্ন । কিমান্সুরমিতি ।

ভাষা । ভরদ্রাজ কহিলেন, হে কমলাসন । “ আন্সুরিক
তপ কিবা ,, করুন কীর্ণন ॥

উত্তর । অত্যাগ্ৰ রাগ দ্বেষাহঙ্কারোপেতং হিংসা দম্ভযুক্ত
তপ আন্সুরং ॥

ভাষা । রাগ দ্বেষ, অহংকার হিংসা দম্ভে মন । এ প্রকারে
আরাধনা করে যেই জন ॥ সেই আন্সুরিক তপ শুন সমাচার ।
কহিলাম বিশেষিয়া নিকটে তোমার ॥

১৩ প্রশ্ন । কিং জ্ঞানমিতি ।

ভাষা । ভরদ্রাজ কহিলেন, দেব পিতামহ । “ জ্ঞান কিবা ,,
রূপা প্রকাশিয়া তাহা কহ ॥

উত্তর । একাদশেশ্বর্য নিগ্রাহেণ সদগুরুপাসনয়া জ্ঞানমনন
নিদিধ্যাসন দিক্‌দৃশ্য প্রকারং সর্বং নিরম্য সৰ্বান্তরস্থং
ঘটপটাদি বিকার পদার্থেষু চৈতন্যং বিনা ন কিঞ্চিদস্তীতি
সাক্ষাৎকারানুভবো জ্ঞানং ॥

ভাষা । একাদশ ইন্দ্রিয়েরে অধীন করিয়া । সদগুরুর
উপদেশ যে জন পাইয়া ॥ ঘট পট প্রভৃতিতে যার ব্রহ্ম জ্ঞান ।
ওহে তপোধন ! বলি সেই জ্ঞান, জ্ঞান ॥

১৪ প্রশ্ন । কিমজ্ঞানং ।

ভাষা । সম্বোধিয়া বিধাতারে ভরদ্রাজ কয় । “ অজ্ঞান কি , ”
রূপা করি কহ মহাশয় ॥

উত্তর । রজ্জু সর্প জ্ঞানমিবাঙ্ঘ্রীতীয়ে সৰ্ব্বানুয্য তে সৰ্ব্বময়ে
ব্রহ্মণি দৈবে তিৰ্য্যগবানর জ্রীপুরুষ বর্ণাশ্রম বন্ধ মোক্ষাদি
নানা কল্পনায় জ্ঞানমজ্ঞানং ॥

ভাষা । যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রম উপজয়ে । সেই রূপ সর্ব
চিন্ত্য ব্রহ্ম সৰ্ব্বময়ে ॥ দেব পশু পক্ষ আদি পুরুষ অঙ্গনা । বর্ণা-
শ্রম, বন্ধ, মুক্ত, প্রভৃতি কল্পনা ॥ অজ্ঞানতা হেতু হয় সে সব
কেবল । নতুবা ব্রহ্মই সত্য, সত্যত নির্মল ॥ তদতীত বস্তু আর
নাহি সদাচার । অজ্ঞান জানিবে ব্রহ্মাতীত জ্ঞান যার ।

১৫ প্রশ্ন । কঃ সংসারঃ ।

ভাষা । ভরদ্রাজ কহিলেন, হে চতুরানন । “ সংসার কি , ”
রূপা করি কর্কশ বর্ণন ॥

উত্তর । অনাত্মবিচ্ছা বাসনায়া জাতোহং মৃতোহহমিত্যাदि
ষড়্ভাব বিকারঃ সংসারঃ ॥

ভাষা । অনাদি অবিদ্যা অহং বুদ্ধিতে যে হয় । জন্মিলাম মরি-
লাম ইত্যাদি যে কয় ॥ সেই ষড়্ভাব বিকার যে আছেয়ে কথিত
সংসার তাহার নাম জানিবে নিশ্চিত ॥

১৬ প্রশ্ন । কো বন্ধঃ ।

ভাষা । ভরদ্বাজ কহিলেন দেব পিতামহ । “বন্ধন কি ”
রূপা করি বিশেষিয়া কহ ॥

উত্তর । পিতৃ মাতৃ সহোদরাপত্য গৃহারামাদি ক্ষেত্রাদি সংসা-
রাবরণ সংকল্পো বন্ধঃ কামাদি সংকল্পে কর্তৃত্বাত্তাহকার শঙ্কা
লজ্জা ভয় গুণ সংশয়াদি সংকল্পো দেব মনুষ্যাদি রূপ নানা
যজ্ঞ ব্রত দান নানা কর্ম সংকল্পো আচ্ছাদ্যাত্ম যোগাত্মস
সংকল্পঃ সংকল্পমাত্রং বন্ধ ॥

ভাষা । পিতা, মাতা ভ্রাতাপত্য, গৃহ উপবন । ক্ষেত্র আদি
যে সকল সংসারাবরণ ॥ তাহাতে মানস, তাহা জানিবে বন্ধন
কামাদি সংকল্প আর এতপ বর্জন ॥ কর্তৃত্বাদি অহঙ্কার শঙ্কা
লজ্জা, ভয় । গুণ ও সংশয় যাহা চিন্তনীয় হয় ॥ দেবতা মনুষ্য
রূপ যজ্ঞ ব্রত দান । নানা কল্প সংকল্পাদি অদৃষ্ট জন্মান ॥
যোগাত্ম্যস সংকল্প তাহাকে বলা যায় । কহিলাম বিস্তারিয়া
ইহাও তোমার ॥

১৭ প্রশ্ন । কো মোক্ষ ইতি ।

ভাষা । পুনঃ ভরদ্বাজ কহে ব্রহ্মার সদনে । “মোক্ষ
কিবা ,” রূপা করি বলুন এক্ষণে ॥

উত্তর । নিত্যানিত্য বস্তু বিচারাদি নিত্য সংসার সমস্ত
সংকল্পক্ষয়ো মোক্ষঃ ।

ভাষা । অনিত্য সংসার এই বোধ হয় যায় । নিত্যানিত্য
বস্তু যেবা করয়ে বিচার ॥ তাহাই জানিবে মোক্ষ ওহে তপো-
ধন । মম উপদেশে কর সংশয় ছেদন ।

১৮ প্রশ্ন । কিং সুখং ।

ভাষা । ভরদ্বাজ কহিলেন, ওহে পিতামহ । “সুখ কিবা ,”
রূপা করি এইক্ষণে কহ ॥

উত্তর । সচ্চিদানন্দরূপতয়া জ্ঞানানন্দাবস্থা দুঃখং সুখং ।

ভাষা । সচ্চিদানন্দের রূপ চিন্তিয়া যে জন । জ্ঞানানন্দে রহে
সদা মুক্ত করি মন ॥ ভ্রমেও না মনে জন্মে মিরানন্দ যার । সেই
সুখ বিনা কিবা সুখ আছে আর ॥

১৯ প্রশ্ন । কিং দুঃখং ।

ভাষা । ভরদ্বাজ কহে শুন হে কমলাসন । “ দুঃখ কিবা ,
রূপা করি করুন বর্ণন ।

উত্তর । অনাত্ম বস্তু সংকল্প এব দুঃখং ।

ভাষা । অনাত্ম বস্তুর করে সংকল্প যে জন । সেই দুঃখ
আর দুঃখ কি আছে এমন ॥

২০ প্রশ্ন । কঃ স্বর্গঃ ।

ভাষা । পুনঃ ভরদ্বাজ কহে বিনয় করিয়া । “ স্বর্গ কিবা ,
কহ দেব বিস্তার করিয়া ॥

উত্তর । সৎ সঙ্গঃ স্বর্গঃ ।

ভাষা । সৎসঙ্গেতে সহবাস করি সদা রয় । তাহাই জানিবে
স্বর্গ ওহে সদাশয় ॥ (তত্ত্ব পথে মুক্ত হোয়ে য়ারা সদা রন ।
তাহারাই সৎ বলি হোয়েছে কীর্তন ॥)

২১ প্রশ্ন । কো নরকঃ ।

ভাষা । ভরদ্বাজ কহিলেন, ওহে সদাচার । “ নরক কি ,
তাহা করিয়া বিস্তার ॥

উত্তর । অসৎ সংসারি বিবরী সংসর্গ এব নরকঃ ।

ভাষা । অসৎ সংসর্গে কাল করয়ে হরণ । নরক বলিয়া
হয় তাহাই কীর্তন । (সংসারে অত্যন্ত মুখ হোয়ে য়ারা রয় ।
অসৎ বলিয়া তাহারাই বাচ্য হয় ॥)

২২ প্রশ্ন । কিং পরমপদং ।

ভাষা । পুনঃ ভরদ্বাজ কহে ওহে কৃপাময় । “ কি পরম-
পদ , কহ হইয়া সদয় ॥

উত্তর । প্রাণেন্দ্রিয়ান্তঃ করণাদেঃ পরতরং সচ্চিদানন্দম্ দ্বি-
তীয়ং সৰ্বসাক্ষিণং সৰ্বগতং নিত্যমুক্ত ব্রহ্মস্বরূপং পরমং পদং ॥

ভাষা । প্রাণের ও ইন্দ্রিয়ের অন্তরের আর । অতীত সচ্চিদা-
নন্দ সম নাহি য়ার ॥ সৰ্বসাক্ষি সৰ্বময় নিত্য মুক্ত জ্ঞান । ব্রহ্ম-
রূপ বলি হয় যে পদ বিধান ॥ তাহাই পরমপদ ; ওহে সদা-
চার । এ বিষয়ে নাহি কোন সংশয় তোমার ॥

২৩ প্রশ্ন । ক উপাস্যঃ ।

ভাষা । পুনঃ কহিলেন, ভরদ্বাজ তপোধন । “ উপাস্য কে ,
কৃপা করি করুন কীর্তন ॥

উত্তর । সৰ্ব শরীরস্থ চৈতন্য প্রাপকো গুরুরূপাস্যঃ ।

ভাষা । যে গুরু সকল দেহে চৈতন্য পাওয়ান । তিনিই
উপাস্ত বালি হোয়েছে বিধান ॥

২৪ প্রশ্ন । কো বিদ্বান্ ।

ভাষা । ভরদ্বাজ কহিলেন, ওহে পিতামহ । “ বিদ্বান
কে , কৃপা করি বিশেষিয়া কহ ॥

উত্তর । সৰ্বাস্তরস্থং সচ্চিদুরূপং পরমাৰ্হানং যে বেত্তি স
বিদ্বান্ ।

ভাষা । নিত্যজ্ঞান রূপ পর-মাআকে যেজন । সৰ্বাস্তঃকরণ
স্থিত জানেন এমন ॥ অর্থাৎ বিশেষরূপ পরমআত্মার । জানি-
য়াছে যে জন বিদ্বান বলি তার ॥

২৫ প্রশ্ন । কো মুক্তঃ ।

ভাষা । ভরদ্বাজ জিজ্ঞাসিল পুনঃ বিধাতারে । কৃপাকরি
বল, দেব ! মুক্ত বলি কারে ॥

উত্তর। কর্তৃত্ব ভোক্তৃ স্বাদহংকার ভরণাক্রমঃ মৃতঃ ।

ভাষা। আমি কর্তা আমি ভোক্তা মত্ত অহংকারে। সেই জন মৃত বলি বিদিত সংসারে ॥

২৬ প্রশ্ন। কঃ সন্ন্যাসী ।

ভাষা। বিধাতারে ভরদ্রাজ কহে পুনর্কার । “ সন্ন্যাসী কে,”
রূপাকরি কহ সদাচার ॥

উত্তর। স্ব স্বরূপাবস্থায় সর্ব কর্ম ফলত্যাগী সন্ন্যাসীতি ।

ভাষা। সর্ব কর্ম ফলত্যাগী সর্বদা যে জন। তাঁরেই
সন্ন্যাসী বলি শুন তপোধন ॥

২৭ প্রশ্ন। কিং গ্রাহ্যং ।

ভাষা। পুনর্কার ভরদ্রাজ সবিনয়ে কয়। “ গ্রাহ্য কিবা,”
কহ দেব হইয়া সদয় ॥

উত্তর। দেশ কাল বস্তু পরিচ্ছদ রহিতং চিন্মাত্র বস্তু গ্রাহ্যং ।

ভাষা। দেশ কাল বস্তু পরিচ্ছদ হীন আর। চিন্মাত্র যে বস্তু
গ্রাহ্য অভিধেয় তার ॥

২৮ প্রশ্ন। কিংগ্রাহ্যং ।

ভাষা। ভরদ্রাজ কহিলেন হে কমলাসন। “ অগ্রাহ্য কি,”
রূপাকরি করুন কীর্তন ॥

উত্তর। দেশ কাল বস্তু পরিচ্ছদ রহিতং স্ব স্বরূপং ব্যতি-
রিক্ত মায়াময়ং মনো বুদ্ধীন্দ্রিয় গোচরং জগৎসত্যং ইত্যর্থ
চিন্তনং অগ্রাহ্যং ।

ভাষা। দেশ কাল বস্তু আর পরিচ্ছদ হীন। আপন আপন
রূপ হইয়া বিহীন ॥ মায়াময় মন, বুদ্ধীন্দ্রিয় ষোণে আর।
কেবল জগৎ সত্য এই চিন্তা যার ॥ তাহাই অগ্রাহ্য বলি
হয়েছে বর্ণন। সংশয় নাহিক তাহে শুন তপোধন ॥

২৯ প্রশ্ন । কঃ সমাধিঃ ।

ভাষা । ভরদ্বাজ তপোধন পদ্মাসনে কয় । “ সমাধি কিং,
রূপাকরি কহ সদাশয় ।

উত্তর । সৰ্ব্বমন্যং পরিত্যজ্য নির্ঘমো নিরহঙ্কারো ভূহা
ব্রহ্মনিষ্ঠ শরণমধিগম্য তত্ত্বমস্যাদি মহা বাক্যার্থঃ নিশ্চিত্য-
নিবিকল্প সমাধিনা স্বতন্ত্র সময়শ্চরতি সমুক্তঃ স পূজ্যঃ
স পরমহংসঃ সোবধূতঃ স ব্রাহ্মণঃ স সত্যঃ সান্দিস সৰ্ববিৎ ।

ভাষা । পরিত্যাগ করিয়াছে সমস্ত যেজন । অহঙ্কার প্রভৃ-
তিতে রত নহে মন ॥ ব্রহ্মনিষ্ঠা করি, লয় ব্রহ্মের শরণ ।
জানিয়াছে মনে সত্য নিশ্চয় কারণ ॥ বিকল্প রহিত হোয়ে
সমাধি ধরিয়া । রহিয়াছে অনুক্ষণ নিঃক্লিষ্ট হইয়া ॥ সেই মুক্ত
সেই পূজ্য সৰ্ব্বজ্ঞ সে জন । সেই অবধূত সেই জানিবে ব্রাহ্মণ ॥
কে হবে পরমহংস তিনি ভিন্ন আর । তিনিই জানিবে সত্য ,
কেবা সম তাঁর ॥

৩০ প্রশ্ন । কো ব্রাহ্মণ ।

ভাষা । ভরদ্বাজ কহিলেন ব্রহ্মাকে এমন । “ কে ব্রাহ্মণ ,
রূপাকরি করুন কীর্তন ॥

উত্তর । ব্রহ্মবিৎ স এব ব্রাহ্মণঃ ॥

ভাষা । ব্রহ্মাকে যে জানিয়াছে ওহে তপোধন । নিশ্চয়
তোমাকে বলি তিনিই ব্রাহ্মণ ॥

ব্রহ্ম ভরদ্বাজ সংবাদ সমাপ্ত ।

লক্ষ্মীস্তোত্র ।

ত্বং শ্রী কপেন্দ্র সদনে মদনৈক মাতা,
জ্যোৎস্নাসি চন্দ্রমসি চন্দ্রমনোহরাস্যে ।
সূর্য্যে প্রভা সিতজগজ্জিতয়ে প্রভাসি,
লক্ষ্মী প্রসাদ সততং নমতাং শরণ্যে ॥ ১ ॥

হে লক্ষ্মি ! ইন্দ্রের বাসে তুমি শ্রীস্বরূপা । হে মদন মাতাঃ !
চন্দ্রমধ্যে জ্যোৎস্নারূপা ॥ ওগো চন্দ্রচাক্রাস্যে ! তপনেতে
আর । প্রভাকপে আপনিই করেন বিহার ॥ অপর যে স্ত্রী-
ভুত আছে ত্রিভুবনে । প্রভাকপে আপনি সে সব জানি মনে ॥
আপনি প্রসন্ন হও এই নিবেদন । হে দেবি ! যাহারা করে
তোমার বন্দন ॥ তাঁদের শরণ্যা হন আপনি নিশ্চয় । রূপা
করি মম প্রতি হউন সদয় ॥ ১ ॥

ত্বং জ্ঞাতবেদাস সদা দহনাত্মশক্তি বৈধা
স্তূয়া জগদ্বিদং বিবিধং বিদধ্যাৎ ।
বিশ্বস্ত রোপি বিভূয়াদখিলং ভবত্যা লক্ষ্মি
প্রসাদ সততং নমতাং শরণ্যে ॥ ২ ॥

হে দেবি ! আপনি মহালক্ষ্মী নারায়ণী । অধিতে দহনাত্ম-
শক্তিই আপনি ॥ আপনাতে ভক্তি বিধি করি সমর্পণ ।
অখিল জগৎ আদি করেন সৃজন ॥ তব দ্বারা বিশ্বস্তর অখিল
সংসার । পালন করেন, কিবা অন্যথা তাহার ॥ আপনি প্রসন্ন
হও এই নিবেদন । হে দেবি ! যাহারা করে তোমার বন্দন ॥
তাঁদের শরণ্যা হন আপনি নিশ্চয় । রূপা করি মম প্রতি হউন
সদয় ॥ ২ ॥

শ্রীসূক্ত ।

হিরণ্যবর্ণাং হরিণীং স্তবর্ণ রজতস্রজাং ।

চন্দ্রাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাত জোদা ম আবহ ॥ ১ ॥

ওহে জাতবেদঃ ওহে অগ্নি সদাশয় ! যার বর্ণ স্তবর্ণ সদৃশ শোভা-
ময় ॥ হরিণী রূপেতে যিনি করেন বিহার । স্বর্ণ রৌপ্য পুষ্প মালা
শোভে গলে যার ॥ চন্দ্রের সদৃশ যিনি হন প্রভাঞ্চিত । হিরণ্ময়
কলেবর যাহার শোভিত ॥ সেই শ্রীকে মম জন্য স্মর বার বার ।
হে অগ্নি ! আপনি হোতা সব দেবতার ॥ তোমার অধীন জানি
শ্রীর আবাহন । সবিনয় করি, কর এ কার্য সাধন ॥ ১ ॥

তাং ম আবহ জাতবেদো লক্ষ্মী মনপগামিনীং ।

যস্যাং হিরণ্যং বিন্দয়েং গা মশ্বং পুরুষানহং ॥ ২ ॥

হে অনল ! অপগতি হীনা কমলায় । আত্মান করুন মম
মঙ্গল বিধায় ॥ আভ্রতা হইলে যিনি স্বর্ণ, ধেনু, হয়, । পুত্র
পৌত্র দাস দাসী পাইব নিশ্চয় ॥ ২ ॥

অশ্বপূৰ্ব্বাং রথমধ্যাং হস্তিনাদ প্রবোধিনীং ।

শ্রিয়ং দেবী মুপহ্বয়ে শ্রী মা দেবী জুষতাং ॥ ৩ ॥

যার অগ্রগামী হয় তুরঙ্গ নিচয় । যার মধ্যে বিমান সকল
শোভাময় ॥ হস্তিরবৃংহিত ধ্বনিদ্বারা যার তরে । প্রকৃষ্ট
রূপেতে বোধ জন্মান অন্তরে ॥ দেবনবিশিষ্টা যিনি ও
আশ্রয়নীয়া । ডাকিতেছি, সেই শ্রীকে আত্মান করিয়া ॥ আ-
মার সমীপে তিনি করি আগমন । করুন আমাকে সেবা এই
নিবেদন ॥ ৩ ॥

কাং সন্মিতাং হিরণ্য প্রাকারা মাদ্রীং স্নলভীং

ভৃগুং তপস্বিনীং পশ্বে স্থিতাং পশু বর্ণাং তামি-

হোপহ্বয়ে শ্রিয়ং ॥ ৪ ॥

যিনি ব্রহ্মরূপা, মৃচ্ছাস্য মুখে যার । সুবর্ণ সদৃশ যার সুন্দর
আকার ॥ কীরোদ সাগরে যিনি উৎপন্ন হওয়াতে । স্বভাবতঃ
আদ্রভাব তাঁহার তাহাতে ॥ সদা প্রকাশিতা যিনি, প্রীতা হয়ে
আর । ভক্তদের মনোরথ দ্বারা আপনার ॥ করেন সম্প্রীত ;
যিনি রূপ পছোপরে । কমল বরণ যার অতি শোভাকরে ॥ সেই
শ্রী দেবীকে ডাকিতেছি কায় মনে । আসুন এখন তিনি আমার
সদনে ॥ ৪ ॥

চন্দ্রাং প্রভাসাং যশসা অনন্তীং ত্রিযং লোকে
দেবজুষ্টামুদারাং । তাং পদ্মিনী মীং শরণং
প্রপদ্যে হলক্ষ্মী র্মে নশ্যতাং দ্বাং ব্রণোমি ॥ ৫ ॥

চন্দ্রের সমান যিনি সদা প্রকাশিতা । যার প্রভা প্রকৃষ্টা বিশেষ
সুশোভিতা ॥ প্রকাশিতা যিনি সদা কীর্তির কারণ । যারে স্বর্গে
সেবে ইন্দ্র আদি দেবগণ ॥ যিনি দানশীলা, পদ্মলতা রূপা আর
ঈকার বাচ্যতে যার মহিমা অপার ॥ সেই শ্রীর সমীপেতে বিনয়
করিয়া । হলেম শরণাগত রক্ষিত্রী বলিয়া ॥ অতএব হে কমলে !
করি নিবেদন । অলক্ষ্মীকে অবিলম্বে করুন হরণ ॥ তাহার কা-
রণ আমি এই আপনাকে । শরণার্থে বরিতেছি রাখুন
আমাকে ॥ ৫ ॥

আদিত্য বর্ণে তপসোহভিজাতো বনম্পতি স্তব
বৃক্ষো হর্থ বিলুঃ । তস্য কলানি তপসা নুদন্ত মা
যা অন্তরী যাস্ট বাহ্য্য অলক্ষ্মীঃ ॥ ৬ ॥

হে লক্ষ্মি ! সূর্যের সম তোমার বরণ । তোমার নিয়মে কলবান্
তরুগণ ॥ বিনা পুষ্প সমুদ্ভব হয়েছে সুন্দর । তব জন্য হইয়াছে
বিলু তরুবর ॥ সেই সে বৃক্ষের পক্ব ফল রূপায় তোমার । অন্তর
ইন্দ্রিয় ও মা বাহ্যেন্দ্রিয় আর ॥ সম্বন্ধিনী অলক্ষ্মীকে করুন
বিদায় ॥ ইহাই প্রার্থনা মম তব রাক্ষা পায় ॥ ৬ ॥

উপেতু মাং দেবসখঃ কীর্তিষ্ঠ মণিনা সহ ।

প্রাহুভুতোহস্মি রাষ্ট্রে হকীর্তিমুচ্চিং দদাতুমে ॥ ৭ ॥

হে লক্ষ্মি ! শিবের সখা, কুবের উদার । কীর্ত্যাভিমানিনী
শুভ দেবপত্নী আর ॥ কোবাধ্যক্ষ সহ মম অসুন সদনে । উৎপন্ন
হয়েছি আমি এস্থানে এক্ষণে ॥ তাঁহারা আমার মনে সঙ্কত
হইয়া । কীর্তি আর সর্ব বস্তু সমৃদ্ধি করিয়া ॥ সদা সুখ সৌ-
ভাগ্যেতে রাখুন আমায় । ইহাই প্রার্থনা মম তব রাজা
পায় ॥ ৭ ॥

ক্ষুৎপিপাসামলাং জ্যেষ্ঠালক্ষ্মীং নাশয়াম্যহং ।

অভূতি মনমুচ্ছিক্তং সর্বাং নির্গুদ মে গৃহাৎ ॥ ৮ ॥

ক্ষুধায় তৃষ্ণায় নানা জ্যেষ্ঠা অলক্ষ্মীকে । সহরে বিনাশ আমি
করি, সদাঙ্গিকে ॥ তুমি মম অসমৃদ্ধি কর নিবারণ । ইহাই
প্রার্থনা মম জানিবে এখন ॥ ৮ ॥

গন্ধদ্বারাং ছুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্ঠাং করীষিণীং ।

ঈশ্বরীং সর্বভূতানাং দ্বামিহোপলব্ধয়ে শ্রিয়ং ॥ ৯ ॥

যাঁহার লক্ষণ গন্ধ, আর কেহ যাঁরে । কখন ধর্ষণ নাহি পারে
করিবারে ॥ সদা গাভী অশ্বাদিতে যিনি সমৃদ্ধিনি । সকল প্রাণির
হন অধিকাত্রী যিনি ॥ সেই ভূমিকপা ত্রীকে করি আবাহন ।
ইহ লোকে আমি তিনি দিন দরশন ॥ ৯ ॥

মনসঃ কাম মাকুতিং বাচঃ সত্যমশামহি ।

পশুনাং রূপমন্নস্য ময়ি ত্রীঃ শ্রয়তাং যশঃ ॥ ১০ ॥

হে ত্রী এই আশীর্বাদ করুন এজনে । বাসনা হইবে পূর্ণ
যাহা হবে মনে ॥ সংকল্প করিব যাহা হবে সুসাধন । বাগে-
ক্ষিয় সত্যপথে করিবে গমন । গাভী মহিষাদিদের ক্ষীরাদি
সকল । চতুর্বিধ ভক্ষ্য দিব্য হইবে সচ্ছল । আর এই নিবেদন
কহি বিবরিয়া । সম্পত্তিও কীর্তি রবে আশ্রয় করিয়া ॥ ১০ ॥

কর্দমেন প্রজা ভূতা ময়ি সম্ভব কর্দম ।

শ্রিয়ং বাসয় মে কুলে মাতরং পদ্মমালিনীং ॥ ১১ ॥

কর্দম পুঞ্জের দ্বারা হে শ্রী যশোমতি ! । প্রকৃষ্ট রূপেতে হই-
য়াছ প্রজাবতি ॥ হে কর্দম ! আপনি শ্রীপুত্র যশোধন । আমার
গৃহেতে বাস করুন এখন ॥ পদ্মমালারূতা তব মাতাকে আ-
নিয়া । বসাত্তে আমার বংশে রূপা প্রকাশিয়া ॥ ১১ ॥

আপঃ স্বজন্তু স্নিগ্ধানি চিক্লীত বস মে গৃহে ।

নিত্যং দেবী মাতরং তে শ্রিয়ং বাসয় মে

কুলে ॥ ১২ ॥

জলাতিমানিনী দেবতার। অনুক্ষণ । স্নেহযুক্ত কার্য্য সব
করুন সাধন ॥ হে চিক্লীত শ্রীতনয় রূপা প্রকাশিয়া । আমার
গৃহেতে বাস করুন আসিয়া ॥ শ্রীদেবীকে জানি তিনি তোমার
জননী । নিত্য তাঁরে মম বংশে বসাত্তে আপনি ॥ ১২ ॥

আদ্র্যং পুষ্করিণীং পুষ্টিং পিঙ্গলং পদ্মমালিনীং ।

হিরণ্যীং লক্ষ্মীং জাত বেদো ন আবহ ॥ ১৩ ॥

আদ্র্যং ও অভিষেক উদযুক্ত কপিনী । কমলমালিনী,
পদ্মলতা স্বকপিনী ॥ পৃষ্ঠ্যাতিমানিনী আর পিঙ্গলবরণা ।
হিরণ্যী শ্রীদেবীকে কর আরাধনা ॥ ওহে জাতবেদ ! তাহা এ
জন কারণে । আহ্বান করুন তারে আমার সদনে ॥ ১৩ ॥

আদ্র্যং যঃ করিণীং যষ্টিং সুবর্ণাং হেমমালিনীং ।

সূর্য্যাং হিরণ্যায়ীং লক্ষ্মীং জাত বেদো ন

আবহ ॥ ১৪ ॥

যিনি আদ্র্যং আর লণ্ডধারিণী । দণ্ডকপা, সুবর্ণা,
কাঞ্চনমালিনী ॥ সূর্য্যসম প্রকাশিতা কাঞ্চন বরণ । সেই শ্রীল-
ক্ষ্মীকে তুমি আমার কারণ ॥ ওহে জাতাবেদঃ ! কর আহ্বান
করুন । বিশেষ সন্তুষ্টি আমি হই তবে মনে ॥ ১৪ ॥

তাং ম আবহ জাতবেদো লক্ষ্মী মনপগামিনীং ।
যস্য্যং হিরণ্যং প্রভুতং গাবো দাস্যোহশ্বান্ বি
দ্দেয়ং পুরুষানহং ॥ ১৫ ॥

ওহে জাতাবেদঃ ! তুমি আমার কারণে অনপগামিনী শ্রীকে
কর আবাহন ॥ যাঁহা হোতে হিরণ্য গো অশ্ব দাস দাসী ।
সম্প্রাপ্ত হইব, আমি যাঁহা অভিলাষী ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীসূক্ত সমাপ্ত ।

লক্ষ্মীকেশব মণ্ডবাদ ।

মেরুপৃষ্ঠে সুখাসীনাং লক্ষ্মীং পৃচ্ছতি কেশবঃ ।

কেনোপায়েন দেবি ত্বং নৃণাং ভবসি নিশ্চলা ॥ ১ ॥

সুমেধ শৈলের পৃষ্ঠে নারায়ণ মনে । বিরাজ করেন লক্ষ্মী পু-
লকিত মনে ॥ তৎকালীন কেশব কহেন কমলায় । হে লক্ষ্মি !
নরের কিবা কর্মের দ্বারায় ॥ সদা সুখে থাক তুমি নিশ্চলা
হইয়া । শুনিতে বাসনা মম বল বিশেষিয়া ॥ ১ ॥

শ্রীউবাচ ।

শুভ্রাঃ পারাবতা যত্র গৃহিণী যত্রচোজ্জলা ।

অকলহা বসতি যত্র তত্র কৃষ্ণ বসাম্যহং ॥ ২ ॥

ওহে কৃষ্ণ ! যার গৃহে ধবল আকার-পারাবত রহে, নারি
কপবতী যার ॥ কলহ না থাকে, এই তিন যথা রয় । তথায় আ-
মার স্থিতি জানিবে নিশ্চয় ॥ ২ ॥

ধান্যং সুবর্ণ সূদৃশং তণ্ডুলাং রজতোপমাঃ ।

অন্নাক্ষৈব ভুষং যত্র তত্র কৃষ্ণ বসাম্যহং ॥ ৩ ॥

হে কৃষ্ণ ! যেজন ধান্যে ভাবয়ে কঞ্চন । তণ্ডুলেরে মনে
করে রজত যেমন ॥ অন্তেতে যাহার ভুষ দর্শন না হয় । তার
গৃহে থাকি আমি জানিবে নিশ্চয় ॥ ৩ ॥

যঃ সন্নিভাগী প্রিয়বাক্যভাষী বৃদ্ধোপসেবী প্রিয়

দর্শনশ্চ ।^১ অল্প প্রলাপী ন চ দীর্ঘসূত্রী তন্মিন

সদাহং পুরুষে বসামি ॥

হে কৃষ্ণ ! যে জন খাদ্য দ্রব্যাদি পাইয়া । আপনি সকল
নাহি ভক্ষণ করিয়া ॥ বিতরণ করি তাহা করয়ে ভক্ষণ । প্রিয়-
বাক্য সকলেরে কহে অনুক্ষণ ॥ বহুদশী লোকের সংসর্গে সদা
রহে । কপবান আর বহু বাক্য নাহি কহে ॥ কার্য উপ-

স্থিত হোলে করে সমাপন । সেই পুরুষেতে থাকি, শুন
নারায়ণ ! ॥ ৪

যো ধর্মশীলো বিজিতেন্দ্রিয়শ্চ বিদ্যাবিনীতো ন
পরোপতাপী । অগর্বিতো যশ্চ জনানুরাগী তস্মিন
সদাহং পুরুষে বসামি ॥ ৫ ॥

ধার্মিক ও রিপুগণে যেন করে জয় । বিদ্যাবান হোয়ে, হয়
স্তাবক নিশ্চয় ॥ পর-পীড়নেতে আর নাহি ধায় মন । অহঙ্কার
মনোমধ্যে করে না কখন ॥ সকলের অনুরাগ করয়ে প্রকাশ ।
সেই মনুষ্যেতে আমি সদা করি বাস ॥ ৫ ॥

চিরং স্নানি ক্রতং ভুঙক্তে পুষ্পং প্রাপ্যন জিব্রতি ।

যোন পসেৎ স্ত্রিয়ং নদ্যাং নিয়তং সচ মে প্রিয়ঃ ॥ ৬ ॥

দীর্ঘকালাবধি স্নান করে যেইজন । অল্পকাল মধ্যে করে
সমাপ্ত ভোজন ॥ পুষ্প পাইলেই তার নাহি লয় স্রাণ । উলঙ্গ
নারীর দিকে ফিরিয়ে না চান ॥ ওহে ভগবান ! আমি বলিছে
নিশ্চয় । সেই জন আমার অত্যন্ত প্রিয় হয় ॥ ৬ ॥

ত্যাগঃ সত্যঞ্চ শৌচঞ্চ ত্রয় এতে মহাগুণাঃ । যঃ

প্রাপ্নোতি গুণানेतান্ অন্ধাবান্ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ৭ ॥

দান, সত্য, শুচিৎসব এ গুণ ত্রয় সার । আর এক অন্ধা আছে
মতি তাতে বার ॥ সেইজন আমার অত্যন্ত প্রিয় হয় । ওহে
ভগবান ! ইহা জানিবে নিশ্চয় ॥ ৭ ॥

সর্বলক্ষণ মধ্যে তু ত্যাগ এব বিশিষ্যতে ।

কালেচ দেশেচ পাত্রেচ স চ ত্যাগঃ প্রশংস্যতে ॥ ৮ ॥

আমার বাসের যে লক্ষণ প্রকরণ । তার মধ্যে দান এক প্র-
ধান কারণ ॥ সেই দান শুদ্ধকালে কাশ্যাদি ভীর্ষেতে । যেই নয়
দ্যায় কোন উত্তম ব্যক্তিতে ॥ ওহে ভগবান ! সেই প্রেষ্ঠ দান
হয় । সেই দানকর্তা মম প্রিয় অতিশয় ॥ ৮ ॥

নিত্যঃ আমলকে লক্ষ্মী নিত্যঃ বসতি গোময়ে ।

নিত্যঃ শঙ্খে চ পদ্মে চ নিত্যঃ শ্রীঃ শুক্লাবাসি ॥ ৯ ॥

নিত্য আমলকী বৃক্ষে গোময়েতে আর । শঙ্খেতে ও শুক্ল
বস্ত্রে স্থিতি কমলার ॥ ৯ ॥

বসামি পদ্মোৎপল শঙ্খ মধ্যে বসামি চন্দ্রে চ

মহেশ্বরে চ । নারায়ণে চৈব বস্তুক্করায়্যাং বসামি

নিত্যোৎসব মন্দিরেষু ॥ ১০ ॥

পদ্মরক্তোৎপলে, শঙ্খে, রেবতীমোহনে । রুষভবাহনশিবে,
নারায়ণে, ধনে ॥ পৃথিবীতে নৃত্যগীত যে যে গৃহে হয় ।
হে কৃষ্ণ ! তথায় থাকি জানিবে নিশ্চয় ॥ ১০ ॥

যথোপদিষ্টা গুরুভক্তিয়ুক্তা পত্ন্যর্কচো নাক্র-

মতে চ নিত্যং । নিত্যঞ্চ ভুংক্তে পতিভুক্ত শেষং

তস্যাঃ শরীরে নিয়তং বসামি ॥ ১১ ॥

যে প্রকার গুরুভক্তি শাস্ত্রমতে কর । সেইরূপ ভক্তিয়ুক্ত যে
রমণী হয় ॥ পতির অনুজ্ঞা সদা করয়ে পালন । পতির ভুজা-
বশেষ করয়ে ভোজন ॥ সেই স্ত্রীর দেহে আমি সদা করি
বাস । স্বরূপ তোমারে এই বলি পীতবাস ॥ ১১ ॥

ভুক্তা চ ধীরা প্রিয়বাদিনী চ সৌভাগ্য যুক্তা চ

সুশোভনা চ । লাভণ্যযুক্তা প্রিয়দর্শনা যা পতিব্রতা

যা চ বসামি তান্মু ॥ ১২ ॥

হে কৃষ্ণ ! যে নারী সদা হর্ষযুক্তা হয় । স্থিরা, ও সর্বদা
লোকে প্রিয়বাক্য কর ॥ সৌন্দর্য্য বিশিষ্টা হয়, ভাগ্যশীলা
আর । লাভণ্যের দ্বারা প্রীত জন্মায় সবার ॥ সর্বদা যতনে
করে পতির সেবন । সেই স্ত্রীলোকেতে আমি থাকি অন্ত-
র্জ্ঞ ॥ ১২ ॥

শ্যামা মৃগাক্ষী ক্লেশমধ্যভাগা সূত্রঃ সূকেশী সূগতিঃ
সুশীলা । গভীর নাভিঃ সমদন্তপংক্তি স্তম্ভাঃ
শরীরে নিয়তং বসামি ॥ ১৩ ॥

শ্যামবর্ণা, মৃগসম শোভন নয়ন । ক্ষীণমধ্যা, ক্র মৃগল বি-
শেষ শোভন ॥ সূকেশী, সূগতি আর সুশীলা স্বভাব । সুগভীর
নাভি, দন্তপংক্তি সমভাব ॥ এ প্রকার সুশোভনা রমণী যে হয় ।
তাহাতে আমার স্থিতি শুন দয়াময় ! ॥ ১৩ ॥

যা পাপরক্তাপি শুনস্বভাবা, স্বাধীন কান্তং
পরিভূতয়ে চ । অমর্যকামা কুচরিত্রশীলা,
তামঙ্গনাং প্রেতমুখীং ত্যজামি ॥ ১৪ ॥

যে নারী কুটীলা, আর পাপাচারে রত । আপনি হইয়া
কর্ত্তা কার্য্য করে যত ॥ আপনার পতিকে করিতে পরাজয় ।
ক্রোধ পরবশা হোয়ে অনুক্ষণ রয় ॥ সদা কাল হরে মন্দ আচার
আচরি । সেই প্রেতমুখী স্ত্রীকে আমি ত্যাগ করি ॥ ১৪ ॥

পুষ্পং পর্ষ্যু্যমিতং পূতিং শয়নং বহুভিঃ সহ ।

ভগ্নাসনং কুনারীঞ্চ দূরতঃ পরিবজয়েৎ ॥ ১৫ ॥

বাসিপুষ্প, অনেকের সহিত শয়ন । ভাঙ্গা পিড়ি, ছুটা নারী
করিবে বর্জন ॥ তাহা হোলে মম রূপা হইবে নিশ্চয় । আল-
ক্ষীর চিহ্ন উপরোক্ত চতুষ্টয় ॥ ১৫ ॥

চিতাঙ্কারক মন্থীনি বহিঃ ভস্ম দ্বিজঞ্চ গাং ।

ন পাদেনম্পৃশেৎ পাদং কাপাসাস্তি তুবৎ গুরুং ॥ ১৬ ॥

চিতার অঙ্কার, হাড়, আর ছতানন । ব্রাহ্মণ, গোধন, আর
অপর চরণ ॥ কাপাসের কাটি, আর গুরুতর জনে । করিবেনা
কভু স্পর্শ এ সব চরণে ॥ এ সকল পদ দ্বারা যেরূপ স্পর্শ করে ।
সেই নরাধমে আমি ত্যজিব সহরে ॥ ১৬ ॥

নথ কেশোদকৈধ্বম মৈথুনং পর্ব সন্ধ্যায়োঃ ।

বজ্রৈন্নগ্নশায়ি ভুং মেকাকী মিষ্ট ভোজনং ॥ ১৭ ॥

নথ আর কেশধৌতবারি ব্যবহার । পর্বাদিতে সংক্রান্তিতে সন্ধ্যা কালে আর ॥ বিলাস; ও বস্ত্র ত্যাগ করিয়া শয়ন । অন্যেরে না দিয়ে করে মিষ্টান্ন ভোজন ॥ এই কয় দোষ যে জনাতে উপ-
জয় । তাহাতে আমার কভু রূপা নাহি হয় ॥ এই কয় দোষে
লিপ্ত না রহে যেজন । আমি তারে রূপাকরি ওহে নারায়ণ ॥ ১৭

শিরঃ সুপুষ্পং চরণৌ সুপূজিতৌ নিজাক্রনাসেবন

মণ্ডপভোজনং । অমগ্নশায়িত্ব মপর্ব মৈথুনং চির

প্রণক্টাং শ্রিয়মানয়ন্তি বট্ ॥ ১৮ ॥

শুক্রপুষ্প মস্তকেতে যে করে ধারণ । সর্বদা পবিত্র রাখে
আপন চরণ ॥ আপন বনিতা ভিন্ন অন্য বনিতায় । কখন না
জন্মে মতি, আর অঙ্গ খায় । উলঙ্গ হইয়া কভু করেনা শয়ন ।
পঞ্চ পর্ব যথা মতে করয়ে পালন ॥ বহুকাল কমলা ত্যজিলে
সেই জনে । তথাচ এ ছয় রূপ আচার কারণে ॥ পুনর্ব্বার লক্ষ্মী
লাভ করে সেই জন । নিশ্চয় এ কহিলাম ওহে নারায়ণ ! ॥ ১৮ ॥

সম্ব্যাজনী রজোবাতং নিগুণ্ডীন্ লকুচস্তথা ।

রাত্রৌ বিলুপলাশঞ্চ কপিথং বজ্রয়েদধি ॥ ১৯ ॥

কাঁটার ধূলী ও বায়ু নাহি লাগে গায় । নীল সেকালিকা
পুষ্প না লয় নিশায় ॥ বেল, শাক, দধি, আর কপিথ মাংসার ।
রাত্রি কালে যেই জন না করে আহার ॥ সেই জনে মম রূপা
হইবে নিশ্চয় । অন্যথা নাহিক তাহে শুন দয়াময় ! ॥ ১৯ ॥

অগ্নাত্রাসনয়োর্বাদ্যং অপূজা মুর্ছপাদায়াঃ ।

উচ্ছ্রিক্তং স্পর্শনং মূর্ছা স্নানাত্যজ্ঞঞ্চ বজ্রয়েৎ ॥ ২০ ॥

আপনার অঙ্গ আর আপন আসন । যেই জন কভু নাহি
করয়ে বাদন ॥ সর্বদা পবিত্র রাখে শিরঃ পাদদ্বয় । উচ্ছ্রিক্ত

দ্রব্যাদি কভু গন্তুকে না লয় ॥ স্নান করি পুনঃ তৈল না করে
মর্দন । আমার কুপার পাত্রী হয় সেই জন ॥ ২০ ॥

শয়নঞ্চাক্ষকারে চ রাত্রিবাসো দিনে তথা ।

স্নানান্নর কুবেশঞ্চ বজ য়েৎ শুদ্ধভোজনং ॥ ২১ ॥

অক্ষকারে শয়ন করিয়া কাল হরে । দিবসেতে রাত্রিবাস
পরিধান করে ॥ মলিন বসন আর কুবেশেতে থাকে । শুদ্ধান্ন
ভোজন করে ; ত্যাগ করি তাকে ॥ এসকল অবশ্যই করিবে
বর্জন । তাহা হোলে হবে মম কুপার ভাজন ॥ ২১ ॥

পরেণোদ্বর্তিতং বন্ধঃ স্বয়ং মালাপকর্ষণং ।

আলস্য মবসাদঞ্চ ন কুর্য্যাল্লোক্য মর্দনং ॥ ২২ ॥

অন্যের দ্বারায় বন্ধ করায় মর্দন । অন্যায় রূপেতে করে
মাল্য আকর্ষণ ॥ আলস্য ও অবসন্ন হোয়ে সদা থাকে । কঠিন
মূর্ত্তিকা মাখে ; ত্যাগ করি তাকে ॥ এসকল অবশ্যই করিবে
বর্জন । তাহা হোলে হবে মম কুপার ভাজন ॥ ২২ ॥

শুক্রবারে চ যত্নৈলং শিলা পিষ্টঞ্চ দর্শকে ।

স্বয়ং বামে ন মূর্ছানং পানিনা নৈব সংস্পৃশেৎ ॥ ২৩ ॥

শুক্রবার আর অমাবস্যার যে জন । গন্ধ দ্রব্য আর তৈল
করে না স্পর্শন । বাম করে নাহি স্পর্শে শির আপনার । নিশ্চয়
সে কুপাকত্রী হইবে আমার ॥ ২৩ ॥

তারকাঃ পুষ্পবন্তৌ চ ন পশ্যেদ শুচিঃ পুমন্ ।

নেক্ষেদ্যুতং পরস্ত্রীণাং নাস্তং যাত্তং দিবাকরং ॥ ২৪ ॥

অশুচি হইয়া তারা, শশাঙ্ক, তাকর । দর্শন যে নাহি করে
সেই ভাগ্যধর ॥ তাহাতে আমার কুপা উপলব্ধি হয় । সেই মম
প্রিয়পাত্র শুন দয়াময় ! ॥ ২৪ ॥

কুর্য্যান্য ধনাকাজ্যাং পরস্ত্রীণা তথৈব চ ।

পরেষাং প্রীতিকুলঞ্চ উদিতার্কে প্রবোধনং ॥

নখ কণ্টক রক্তৈশ্চ মৃত্তিকাক্ষার বারিভিঃ ।

বৃথাবিলেখনং ভূমৌ ন কুর্য্যাম্মমকাঙ্ক্ষয়া ॥ ২৫ ॥

মম রূপা লাভ আশা করয়ে যে জন । পরধনে পরস্রীতে রা-
থিবে না মন । অন্যের অনিষ্ট নাহি সাধন করিবে । স্বর্ঘ্যোদয়
মাত্রে শয্যা ত্যজিয়া উঠিবে ॥ নখ কি কণ্টক কিম্বা রক্ত মৃত্তি-
কায় । অক্ষার কি জল দ্বারা কখন ধরায় ॥ অনর্থক লিখিবে
না শুন নারায়ণ । তাহা হোলে হবে মম রূপার ভাজন ॥ ২৫ ॥

গ্রীথিতঞ্চ স্বয়ং মাল্যং স্বয়ং যুক্তঞ্চ চন্দনং ।

নাপিতস্য গৃহে ক্ষৌরং শক্রাদপি হরেৎ

শ্রিয়ং ॥ ২৬ ॥

আপনি গাঁথিয়া মালা পরয়ে গলায় । আপনি চন্দন ঘষি
মাখে নিজ গায় ॥ নাপিতের নিকেতনে করিয়া গমন । ক্ষৌরি
কার্য্য সাক্ষ করে এমন যে জন ॥ তাহার বিষয়ে আর কি বলিব
বাড়া । ইন্দ্রতুল্য হোলেও সে হবে লক্ষ্মীছাড়া ॥ ২৬ ॥

ন নিন্দাং গণকে বিপ্রে পাদয়ে নর্ত্তনং তথা ।

প্রতিকুলং চরেৎস্রীণাং ভুক্তা চ দন্তধাবনং ॥ ২৭ ॥

নিন্দিবেনা গণক ও ব্রাহ্মণে কখন । নাচাবেনা পদদ্বয় অতি
অলক্ষণ ॥ স্ত্রীলোকের প্রতি না করিবে কোপাচার । ভোজন
করিয়া দন্ত মাজিবেনা আর ॥ এই চারি কার্য্য যেই জন নাহি
করে । আমার বিশেষ রূপা তাহার উপরে ॥ ২৭ ॥

অঘৃতং মাংস শুপঞ্চ নগ্নাশ্চৈব শ্রিয়ং তথা ।

ভক্ষণাদর্শনাক্ষেব শক্রাদপি হরেৎ শ্রিয়ং ॥ ২৮ ॥

বৃথা মাংস বৃথা অন্ন ব্যঞ্জনাদি আর । অর্থাৎ অনিবেদিত
যে করে আহার ॥ নগ্না স্ত্রী যে জন আর দরশন করে । ইন্দ্র
তুল্য হইলেও তার লক্ষ্মী হরে ॥ ২৮ ॥

মস্তৈরযুক্তঃ পরদার সেবী আচার হীনঃ পরসেবকশ্চ ।
সঙ্কীর্ণাচারী পরিবাদ শীলস্তুং নিষ্ঠুরং দত্ত ময়ং
তাজামি ॥ ২৯ ॥

গুরুদত্ত-মঙ্গল্যাগী, পরস্রীতে রত । বিহীন পবিত্রমার্গ আ-
চার বিরত ॥ সেবনীয় ব্যক্তিকে না করিয়া সেবন । অন্যের
করয়ে সেবা হইয়া মগন ॥ ইতর লোকের সম আচরণ করে ।
সদা পরিবাদ যুক্ত হোয়ে কাল হরে ॥ সে নিষ্ঠুর অহঙ্কারী
মানবে নিশ্চয় । পরিত্যাগ করি আমি শুন দয়াময় ॥ ২৯ ॥

শয়নধাত্রী পাদেন রাত্রিবাসে দিনে তথা ।

নো উত্তমধমঃ কুর্য্যাৎ শুদ্ধ পাদেন ভোজনং ॥ ৩০ ॥

আদ্রপদে গিয়া করে অমনি শয়ন । দিবসেতে রাত্রিবাস
বসন ধারণ ॥ অর্থাৎ গামছা পরিধান করি রয় । ভোজন করয়ে
না ধুইয়া পদদ্বয় ॥ এই সব আচরণ করে যেই নর । নিশ্চয়
তাহারে ত্যাগ করি গদাধর ! ॥ ৩০ ॥

অশুচি স্নান বস্ত্রাঞ্চ ছুর্গন্ধা ম স্তথাবহাং ।

অভূষণা মপুষ্পঞ্চ ন কুর্যাদানন্তহুং ॥ ৩১ ॥

আপন শরীর রাখে অশুচি করিয়া । ছুর্গন্ধ সংযুক্ত বস্ত্র থা-
কয়ে পরিয়া ॥ ছুঃখযুক্ত অলঙ্কার ; এ সব ত্যজিবে । প্রসাদিত
পুষ্প শিরে ধারণ করিবে ॥ তাহা হোলে মম রূপা হইবে নিশ্চয়
নতুবা তাহার ছুঃখ চিরস্থির হয় ॥ ৩১ ॥

কর্ণে চ আননে ত্রাণে তথা করতলেহপি চ ।

পাদে পূর্তে তথা নেত্রে ন কুর্যাদনুলে পনং ॥ ৩২ ॥

করে মুখে নাসিকায় আর হস্তে পায় । পূর্তে নেত্রে চন্দন
লেপিলে কষ্ট পায় ॥ ৩২ ॥

চক্ষুর্লগ্নে হস্তাং ত্রয়ো মুখ লগ্নে ধনকয়ঃ দরিদ্র কণ

লগ্নে চ পাদ পূর্তে তথাযুশঃ । করে চ নাসিকারঞ্জে

বুদ্ধিনাশোল্পেপনং । তসাদ্বিবজয়ে দেতাননু-
লেপন ভাজনঃ ॥ ৩৩ ॥

চক্ষুতে যদিপি করে চন্দন লেপন । হইবে মঙ্গল নষ্ট নিশ্চয়
এমন ॥ যদিপি চন্দন করে লেপন বদনে । ধন নষ্ট হইবেক
তাহার কারণে । অবনে চন্দন দিলে দরিদ্রতা পায় । পদে পৃষ্ঠে
দিলে আয়ু ক্ষয় হয় তায় ॥ হস্তে ও নাসিকারক্লে লেপিলে
চন্দন । বুদ্ধি নাশ হইবেক নিশ্চয় এমন ॥ অতএব ঐ সব স্থানে
কদাচিত । চন্দন লেপন করা না হয় উচিত ॥ ৩৩ ॥

গন্ধং পুষ্পং তথা তোয়ং রত্নঞ্চৈব মহোদধিৎ ।

গৃহীতং প্রথমং বস্ত্রং বর্জয়েন কদাচনঃ ॥ ৩৪ ॥

গন্ধ, পুষ্প, জল, রত্ন বহুমূল্যবান । কিম্বা বস্ত্র ; যদি কোন
ব্যক্তি করে দান ॥ প্রাপ্ত হোয়ে পুনঃ তাহা ত্যাগ যেবা করে ।
নিশ্চয় অশুভ তার ঘটিবে সঙ্গরে ॥ ৩৪ ॥

অজরজঃ খররজঃ স্তথা সংমার্জ্জনীরজঃ ।

স্ত্রীণাং পাদরজো রাজন্ শক্রাদপি হরেৎ স্ত্রিয়ং ॥ ৩৫ ॥

ছাগলের পদধূলি, গর্জবের আর । ঝাঁটার ও পদধূলি ঘোষিৎ
জন্য ॥ স্পর্শ করিবেনা, যদি স্পর্শ কেহ করে । ইন্দ্রতুল্য
হোলেও তাহার লক্ষ্মী হরে ॥ ৩৫ ॥

কুচেলিনং দন্তমলং প্রধারিণং মহাশঠং নির্ভুর

বাক্যভাষিণং । সূর্য্যোদয়ে চান্তমিতে তু শাস্ত্রিনঃ

বিমুঞ্চতি শ্রীরপি চক্রপানিনং ॥ ৩৬ ॥

মলিন বসন পরি যেই জন রয় । দন্ত না ধাবন করে খায়
অতিশয় ॥ সকল লোকেরে বলে কঠিন মচন । সূর্য্য অস্তোদয়
কালে করয়ে শয়ন ॥ বিষ্ণুর স্পৃশ যদি হয় সেই নয় । কমলা
তাহাকে ত্যাগ করেন মন্তর ॥ ৩৬ ॥

নিত্যং ছেদ স্তৃণানং ক্ষিতি নথ লিখনং পাদয়োঃ পূজা । দন্তানাম্পশৌচং বসন মলিনতা ক্লৃপ্ততা মুৰ্ছ-
জানং ॥ হেসম্ভোচাপি নিদ্রা বিবসন শয়নং গ্রাস
হাসাতিরেকঃ । স্বাঙ্গে পীঠে চ বাদ্যং হরতি
ধনপতেঃ কেশবস্যাপি লক্ষ্মী ॥ ৩৭ ॥

হস্তদ্বারা তৃণভঙ্গ করা অনুক্ষণ । নখের দ্বারায় করা ধরণী
লিখন ॥ পদ অপবিত্র রাখা, দন্তে মলা আঁরা । স্নান বস্ত্র পরে
কেশ নহে পরিষ্কার ॥ নিদ্রানীত হয় প্রাতঃ সঙ্ক্যার সময় ।
শয়ন সময়ে অঙ্গে বস্ত্র নাহি রয় ॥ উচ্চ হাস্য বড় গ্রাসে
করয়ে ভোজন । নিজ দেহ নিজাসন করয়ে বাদন । কুবের ও
কেশবের এই কার্য্য জন্য । হতশ্রী হইয়া থাকে কেবা আর
অন্য ॥ ৩৭ ॥

এবং যঃ কুরুতে নিত্যং ময়োক্তানি চ কেশবঃ ।

তুষ্ঠা ভবামি তস্যাং ত্রয়োষা নিশ্চলা যথা ॥ ৩৮ ॥

হে কেশব ! করিলাম যে সব কীর্ত্তন । যে জন পালিবে মম
নিষেধ বচন ॥ আর যাহা আচরিতে বলেছি তোমায় ।
যে জন সঙ্গদা হবে নিরত তাহায় ॥ তাহার উপরে তুষ্ঠ হইব
নিশ্চয় । যেমত নিশ্চলা তব আছি দয়াময় ! ॥ ৩৮ ॥

শ্রীভাষিত মিদং স্তোত্রং প্রাতঃ কুপ্যঃ যঃ পঠেৎ ।

তদগৃহং বিপুলং রম্য নিত্যং ভবতি নান্যথা ॥ ৩৯ ॥

শ্রীভাষিত এই মহা স্তব যেই জন । প্রাতঃ আর সঙ্ক্যাকালে
করেন পঠন ॥ ষড়ৈশ্বর্য্যে পূর্ণ হয় তাহার ভবন । সংশয় নাহিক
তাঁহে জানিবে এমন ॥ ৩৯ ॥

ব্যাধিতো মুচ্যতে রোগী বন্ধো মুচ্যতে বন্ধনাৎ ।

আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সুর্য্যোদয়ে যথা ॥ ৪০ ॥

এই স্তব প্রীতমনে করিলে পঠন । রোগ হোতে পরিমুক্ত
 হবে রোগীগণ ॥ বন্ধন বিমুক্ত হয় বন্ধক জনার । সকল আপদ
 হবে নিশ্চয় সংহার ॥ যে প্রকার দিনকর হইলে উদয় । সমুদয়
 অন্ধকার পরিত্যাগ হয় ॥ ৪০ ॥

ইতি লক্ষ্মীকেশব সংবাদ সমাপ্ত ।

পরশর মৈত্রেয় সংবাদে লক্ষ্মীস্তোত্র ।

ইন্দ্র উবাচ ।

নমামি সর্বভূতানাং জননীমঙ্গলসম্বাং ।

ত্রিয়ম্মান্দ্র পদ্মাক্ষীং বিষ্ণু বক্ষস্থল স্থিতাং ॥ ১ ॥

বিনি সর্বলোকমাতা, পদ্মোৎপন্না আর । প্রকুল কমল
তুল্য নয়ন যাঁহার । বিষ্ণুর হৃদয় ধামে যাঁহার বসতি । তিনিই
কমলা ; করি তাঁহাকে প্রণতি ॥ ১ ॥

ত্বং সিদ্ধি স্ত্বং স্বধা স্বাহা সধাত্বং লোক-পালিনী ।

সম্ভ্যা রাত্রিঃ প্রভা ভূমির্মেধা শ্রদ্ধা সরস্বতী ॥ ২ ॥

হে দেবি ! তুমিই সৰ্ব মঙ্গল স্বরূপা । শ্রাদ্ধে স্বধাকৃপা আর
হোমে স্বাহা কৃপা ॥ স্বর্গ মর্ত্য পাতাল যে এই ত্রিভুবন ।
সর্বদা করিছ তাহা আপনি রক্ষণ ॥ চন্দ্রের অমৃত তৎ স্বরূপা
নারায়ণি । সম্ভ্যা আর রাত্রিকাল তাহাও আপনি ॥ শঙ্ক-
রের অনিমা দি অষ্টৈশ্বর্যা স্বাহা । ওগো মা ! বিশেষ জানি
আপনিই তাহা ॥ সবার ধারণাবতী, বুদ্ধিকৃপা আর । তাহাও
আপনি তব মহিমা অপার ॥ সাধুদের শ্রদ্ধাকৃপা তুমি নারায়ণী
সকলের বাক্যকৃপা তুমিগো জননী ॥ ২ ॥

যজ্ঞবিদ্যা মহাবিদ্যা গৃহ্যবিদ্যা চ শোভনে ।

আত্মবিদ্যা চ দেবিত্বং বিমুক্তি কলদায়িনী ॥ ৩ ॥

যজ্ঞ, জ্ঞান কৃপা তুমি ওগো নারায়ণি । মহাজ্ঞান কৃপা স্বাহা
তাহাও আপনি ॥ আপনিই গৃহ্যজ্ঞান-রূপে বিরাজিতা । মুক্তি
বিদায়িনী রূপে আপনিই স্থিতা ॥ আত্মজ্ঞান আর স্বাহা তাহাও
আপনি । সর্ব জ্ঞান কৃপা তুমি ওগো নারায়ণি ॥ ৩ ॥

আত্মিকী ত্রয়ী বার্তা দণ্ডনীতি জ্ঞানমেব চ ।

সৌম্য সৌম্যে জর্গজপৈ-স্তুতৈতদেবি পুণ্ডিতং ॥ ৪ ॥

(২)

তর্ক বিহীনা কৃপা তুমি ওগো নারায়নি । ঋক্, সাম, যজুর্বেদ
তাহাও আপনি ॥ জীবিতা স্বরূপা তুমি আছি মা বিদিত । দণ্ড
নীতি শাস্ত্ররূপা তুমিই নিশ্চিত ॥ পাপ ও পুণ্যের দ্বারা জগৎ
সংসার । পূর্ণ হইতেছে, তুমি সুলভার তার ॥ ৪ ॥

কাম্বুজা স্বামতে দেবি সর্ব যজ্ঞময়ং বপঃ ।

অধ্যাত্তে দেব দেবস্য যোগি চিন্ত্যং গদাভূতঃ ॥ ৫ ॥

হে দেবি ! যে গদাপাণি হরি সর্বময় । তাঁর সর্ব যজ্ঞরূপা
তুমিই নিশ্চয় ॥ যোগীদের চিন্তনীয় দেহে ওমা আর । তুমি
ভিন্ন স্থিতি মাধ্য কোন্ অবলার ? ॥ তুমিই অচিন্ত্য শক্তি তাহার
কারণ । যোগীর দেহেতে রহিয়াছ সর্বক্ষণ ॥ ৫ ॥

অয়া দেবি পরিত্যক্তং সকলং ভুবনত্রয়ং ।

বিনষ্ট প্রায় স ভবেৎ স্বয়েদানীং সমেধিতং ॥ ৬ ॥

হে দেবি ! ভুবনত্রয় বখন ত্যজিয়া । সমুদ্রের মধ্যে বাস
কোরেছিলে গিয়া ॥ নষ্ট হোয়েছিল প্রায় ত্রিলোক তখন ।
অমৃত বর্ষিণী দৃষ্টি দ্বারা ত্রিবভুন ॥ সম্যক প্রকারে তুমি কোরেছ
বর্জিত । তোমার মহিমা আছে ত্রিলোকে বিদিত ॥ ৬ ॥

দ্বারাঃ পুজাস্তথাগারং সুহৃদ্বান্যং ধনাদিকং ।

ভবত্যে তন্মাহাত্মাগে নিত্যং স্বদীক্ষণান্ ॥ ৭ ॥

দেবি ! তব রূপাদৃষ্টি অতি চমৎকার । বহু স্ত্রী ও বহু পুত্র
বহু ঘর দ্বার ॥ বহু বন্ধু বহু ধন লভ্য হয় তার । অতএব রূপা-
দৃষ্টি করুন আশ্রয় ॥ ৭ ॥

শরীরারোগ্য মৈথর্য্য মরিপক্ষ ক্ষয়ঃ সুখং । দেবি

স্বদৃষ্টি দৃষ্টানাং পুরাণাং মচুলভং ॥ ৮ ॥

হে দেবি ! যাহার প্রতি করুণা করিয়া । রূপাকলা বিত-
রিয়া দেখেছ চাহিয়া ॥ আরোগ্য, মৈথর্য্য শত্রুক্ষয় সুখ আর ।
এ সকল চুলভ না হয় কভু তার ॥ ৮ ॥

স্বমম্বা সর্বভুতানাং দেব দেবো হরিঃ পিতা ।

দ্বয়েতদ্বিগুনাচাম্ অগস্ত্যাপ্তং চরাচরং ॥ ৯ ॥

সকল প্রাণির এক তুমি প্রসবিতা । দেবের দেবতা হরি
সকলের পিতা ॥ আপনার আর সেই বিষ্ণুর রূপায় । ব্যাপ্ত
হইয়াছে অম্বে ! বিশ্ব সমুদায় ॥ ৯ ॥

মানং কোষং তথা কোষ্ঠং মাগুহং মা পরিচ্ছদং ।

মাশরীরং কলত্রঞ্চ ত্যজেথাঃ সর্ব পাবনি ॥ মা-

পুজান্ মা সুহৃদগান্ মাগশুন্ মা বিভূষণং ।

ত্যজেথা দেব দেবস্য বিষ্ণো বন্ধঃ স্থলাভ্যস্তে ॥ ১০ ॥

ওগো নারায়ণি ! বিষ্ণু-হৃদয়-শোভনে । ওগো মাতঃ ! তুমি
ত্যাগ কর যেই জনে ॥ মান্য ধনাগার, বাসী, বাসস্থান আর ।
নববস্ত্র, কলেবর, বনিতা, কুমার ॥ বন্ধুবর্গ, গো, মহিষ আদি
অলঙ্কার । সম্বরে সকল হয় বিনষ্ট তাহার ॥ ১০ ॥

সত্যেনানাশৌচ সত্বাভ্যাং তথা চ শীলাদিগুণৈঃ ।

ত্যজন্তে তে নরাঃ সদ্য সন্ত্যজ্ঞা যে ভ্রাম্যমলে ॥ ১১ ॥

হে অমলে ! তুমি ত্যাগ কর যে জনায় । নিতান্ত ছুতাপ্য-
বান্ জানি মা তাহার ॥ সত্য ও শুচিত্ব, বল, শীলতাদি আর ।
যাবদীয় গুণ থাকে শরীরে তাহার ॥ তবে এক রূপাদৃষ্টি বিনা
সমুদয় । সকল বিনষ্ট তার সেই ক্ষণে হয় ॥ ১১ ॥

তুয়া বলোকিতাঃ সন্তঃ শলা ইত্যরখিলৈঃ গুণৈঃ ।

কুলৈশ্চৈবৈশ্চ যুজ্যন্তে পুরুষানি ও বাপি চ ॥ ১২ ॥

হে মাতঃ ! যে জনে কর রূপা বিতরণ । অস্ত্রান্ত নিগুণ যদি
হয় সেই জন ॥ শীলাদি ও গুণ, কুল ঐশ্বর্যাদি আর । তবে
রূপা অন্য হবে অবশ্য তাহার ॥ সতএব রূপাকণা করি বিতরণ
রূপাদৃষ্টি কর, মাতঃ ! এই নিবেদন ॥ ১২ ॥

কাব্যাসকুতত্ত্বসার ।

স স্নাহাঃ স গুণী ধন্যঃ স কুলীনঃ সবুদ্ধিমান্ ।

স শূরঃ সচ বিক্রান্তো যন্তুয়া দেবি বীক্ষিতঃ ॥ ১৩ ॥

হে মাতঃ ! যে জনে কর রূপা বিতরণ । লোক মধ্যে স্নাহা-
নীয় হয় সেই জন ॥ সেই গুণবান্ সেই সংকুলীন আর । সেই
বুদ্ধিমান্ মহা প্রতাপ তাহার ॥ ১৩ ॥

পদ্যোবৈগুণ্য মায়াস্ত শীলাদ্যাঃ সকলা গুণাঃ ।

পরাং মুখি জগদ্ধাত্রী যস্য ত্বং বিষ্ণু বল্লভে ॥ ১৪ ॥

হে বিষ্ণুবল্লভে মাতঃ জগৎজননি ! । যে জনার প্রতি হও
বিমুখা আপনি ॥ শীলাদি সকল গুণ সেই ক্ষণে তার । বিনষ্ট
হইবে নাহি সংশয় তাহার ॥ ১৪ ॥

ন তে বগ্ন য়িত্ব শক্তঃ গুণান্ জিহ্বাপি বৈধন্যঃ ।

প্রসাদ দেবী পদ্মাহি মাস্মাংস্ত্যাক্ষীঃ কদাচন ॥ ১৫ ॥

হে দেবি ! হে কমলাক্ষীঃ কি কব তোমারে । বিধাতার
জিহ্বা তব গুণ বর্ণিবারে ॥ সমর্থ না ধরে বলিতেছি একারণ ।
আমাদিগে ত্যাগ তুমি কোরনা কখন ॥ বিনয় করিয়া বলি
চরণে তোমার । প্রসন্ন হউন এই প্রার্থনা সবার ॥ ১৫ ॥

পরশর উবাচ ॥

পরশরমুনিঋষিগণের প্রতি কহিতেছেন ।

এবং শ্রীঃ সংস্কৃতা সম্যক প্রাহ হৃক্ শতক্রতু ।

শূণতাং দেব দেবানাং সর্বভূত স্থিতা দ্বিজ ॥ ১৬ ॥

পরশর মৈত্রেয়কে করি সম্বোধন । কহিলেন দেবরাজ
অদিতীনন্দন ॥ এইরূপ শুবন করিতে কমলায় । শ্রবণ
করিয়া লক্ষ্মী তুষ্টা হোয়ে তায় ॥ সকল দেবের প্রেষ্ঠ ইন্দ্রকে
তখন । সকলভূতহা লক্ষ্মী কহেন এমন ॥ ১৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণাচ ।

পরিতুষ্টাস্মি দেবেশ স্তোত্রেনানেন হেতুনা ।

বরং ব্রহ্ম বরস্তিষ্ঠৌ বরদাহং ত্বাংগতা ॥ ১৭ ॥

লক্ষ্মী কহিলেন, ওহে দেব দেবপতি ! তব কৃত স্তবে তুষ্টা
হইলাম অতি ॥ অতীত যে বর হয় আমার সদনে । বাচঞা
করহ আমি দিব এইক্ষণে ॥ আপনাকে বর দান করিবার তরে
দাগমন করিয়াছি তোমার গোচরে ॥ ১৭ ॥

ইন্দ্র উবাচ ।

বরদা যদি দেবি ত্বং বরাহে । যদি বাপ্যহং ।

ত্রৈলোক্যং ন ত্বয়া ত্যজ্য মেব মেহস্ত বর পারঃ ॥ ১৮ ॥

ইন্দ্র কহিলেন দেবি ! আমার কারণ । বর দানে যদি তুমি
নরিয়াছ মন ॥ তবে এই বলিতেছি করিয়া বিনয় । যদ্যপি এ
্যক্তি বর লাভে যোগ্য হয় ॥ কোরোনা ত্রিলোক ত্যাগ কখন
দাপনি । এই বর দেহ যাহা মনে প্রার্থ গনি ॥ ১৮ ॥

স্তোত্রেণ যন্তবৈভেন ত্বাং স্তোষ্যত্যন্ধি সন্তবে ।

সমুদ্রা ন পরিত্যজ্যো দ্বিতীয়স্ত বরো মম ॥ ১৯ ॥

হে মাতঃ সমুদ্রোৎপন্ন ! বলি আর বার । এই স্তবে যে
রিবে স্তবন তোমার ॥ পরিত্যাগ করিওনা তাহাকে কখন ।
হাই দ্বিতীয় বর করি নিবেদন ॥ ১৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণাচ ।

ত্রৈলোক্যং ত্রিদশপ্রার্থ ন সং ত্যাজ্যামি বাসব ।

দত্তোবরো ময়া বস্তুং স্তোত্রেণ স্মিৎসুতরা ॥ ২০ ॥

ইন্দের একপ বাক্য করিয়া শ্রবণ । বাসবে সমুদ্র লক্ষ্মী
গন তখন ॥ হে ইন্দ্র ! হে দেবপ্রার্থ ! স্তবনে তৌমার । যথো-
ত তুষ্টি লাভ হোয়েছে আমার ॥ তাহাতেই বরদান কৌরেছি
গিয়ায় । এক্ষণে তোমার বাক্যে বলি পুনরায় ॥ কুত্ৰাপি ত্রি-

লোক ত্যাগ করিব না আর। অতীত হউক সিদ্ধি এক্ষণে
তোমার ॥ ২০ ॥

যশসায়ঃ তথা প্রাতঃ স্তোত্রেমানেন মানবঃ ।

মাং স্তোভ্যতি ন তম্যাহং ভবিষ্যামি পরাং মুখী ॥ ২১ ॥

যে মহুখা নায়ঃকালে প্রাতঃকালে আর । এই স্তবে করি-
বেক স্তবন আমার ॥ বিমুখী হবনা আমি তাহাকে কখন।
নিশ্চয় জানিবে এই আমার বচন ॥ ২১ ॥

পরশর উবাচ ।

ঋষিগণকে পরশর মুনি কহিতেছেন ।

এবং বরং দদৌ দেবী দেবরাজায় বৈপুরা ।

মৈত্রেয় শ্রীমহাভাগা স্তোত্রাধ্বন তোষিতা ॥ ২২ ॥

পরশর মৈত্রেয়কে করি সন্মোধন । কহিলেন হে মৈত্রেয় ।
করহ অৰণ ॥ ভাগ্যদাত্রী লক্ষ্মী স্তবে সন্তুষ্টা হইয়া । যে বর
ইন্দ্রকে দ্যান রূপা প্রকাশিয়া ॥ পূর্বকালে জানিবেন তাহার
কারণ । লক্ষ্মীযুক্ত পুনঃ হয় সকল ভুবন ॥ ২২ ॥

ভূগোঃ ধাতাত্যঃ সমুৎপন্না শ্রীঃ পূর্ব যুদ্ধবেঃ পুনঃ ।

দেব দানব যজ্ঞেন প্রসূতাস্মৃত মনুমে ॥ ২৩ ॥

হে মৈত্রেয় ! সম দাক্য করহ অৰণ । পূর্বে লক্ষ্মী ভূ-
বংশে সমুৎপন্না হন ॥ ব্রহ্মশাপে পরিত্যাগ করেন সংসার
ইন্দ্রে বর দান করি পশ্চাতে তাহার ॥ যে সময়ে দেবাসুরে
একত্র হইয়া । সমুদ্র মন্থন করে যতন করিয়া । তৎকালীন সমুদ্র
হইতে পুনর্বার । কমলা উদ্ভব হন গুণ সম্বলিত ॥ ২৩ ॥

এবং যদা জগৎস্থামী দেব দেবো জনাৰ্দ্দিনঃ ।

সবতারং করোত্যো য তথা শ্রীভঃ মহামুনি ॥ ২৪ ॥

হে মৈত্রেয় ! কহি শুন বিশেষ করিয়া । সমুদ্র হইতে লক্ষ-
উৎপন্না হইয়া ॥ নারায়ণে বাস করি আছেন এখন । যদ্য-
ক

লীন বিশ্বকর্ভা দেব জনাঙ্গন ॥ অবতার হইবেন, লক্ষ্মী সে সময়
শ্রীকৃষ্ণের সহায়িনী হবেন নিশ্চয় ॥ ২৪ ॥

পুনশ্চ পদ্মভূতা যদাদিতোহভবদ্ধরিঃ ।

যদ্য চ ভার্গবো রাম স্তম্ভা ভুদ্ধরণী দ্বিয়ং ॥ ২৫ ॥

হে মৈত্রেয় ! কোন্ স্থানে পুনর্বার । উৎপন্ন হবেন লক্ষ্মী ;
কিৰূপেতে আর ॥ সহায়তা করিবেন, সেই সমুদয় । বলিতেছি
শুন হোয়ে পবিত্র হৃদয় ॥ যেকালে হবেন হরি আদিত্যাবতার ।
পাদ্য হোতে আবির্ভাব হবে কমলার ॥ যখন পরশুরাম হইবেন
হরি । উৎপন্ন হবেন লক্ষ্মী ক্ষিতি রূপ ধরি ॥ ২৫ ॥

রাঘবস্তে তবেৎ সীতা রুক্মিণী কৃষ্ণজয়নি ।

অন্যেযু চাবতারেষু বিষ্ণোরেষা সহায়িনী ॥ ২৬ ॥

হে মৈত্রেয় ! রাম অবতার হোলে হরি । আবির্ভূতা হবে
লক্ষ্মী সীতা রূপ ধরি ॥ অন্য অশ্ল রূপে বিষ্ণু জন্মাবে যখন ।
অন্য অন্য রূপ ধরি কমলা তখন ॥ সহায়তা করিবেন ইহাই
নিশ্চয় । এ বিষয়ে কিছু মাত্র নাহিক সংশয় ॥ ২৬ ॥

দেব ত্বে দেবদেহেয়ং নানুযতে চ নানুযী ।

বিষ্ণোদ্যোহানুরূপাবৈ করোত্যেষাঙ্গন স্তনুং ॥ ২৭ ॥

হে মৈত্রেয় ! আর তুমি করহ অবণ । ধরিবেন যে প্রকারে
রূপ নারায়ণ ॥ কমলাও সেই স্থানে তরূপ আকারে । প্রকাশ
হবেন, আমি বলিছু তোমারে ॥ যে স্থানেতে দেবরূপ হবেন
শ্রীহরি । উৎপন্ন হবেন লক্ষ্মী দেবীরূপ ধরি ॥ মনুষ্য
আকারে হরি হোলে অবতার । মানবী রূপেতে জন্ম হবে
কমলার ॥ ২৭ ॥

যশৈস্তৎ শূনু আজয় লক্ষ্যাঃ স্তোত্রং পঠেমরঃ ।

শ্রিয়ো ন বিচ্যুতিস্তস্য গৃহে যাবৎকুলত্রয়ং ॥ ২৮ ॥

এই কমলার স্তব জন্ম কথা তাঁর । যে জন অবণ করে,

কিন্মা পঠে আর ॥ কখন কমলা তার বিচ্যুতি না হয় । তিন-
কুলাবধি লক্ষ্মী স্থির হোয়ে রয় ॥ ২৮ ॥

পঠ্যতে যেষু চৈবৈষু গৃহেষু শ্রীস্তবো মুনে ।

অলক্ষ্মী কলহ বাধান্ ন তেষান্তে কদাচন ॥ ২৯ ॥

হে মৈত্রেয় ! বলিতেছি তোমাকে নিশ্চিত । যে গৃহে এ
লক্ষ্মীস্তোত্র হইবে পঠিত ॥ অলক্ষ্মী কখন তথা হবেনা উদয় ।
রবেনা কলহ, ইহা জানিবে নিশ্চয় ॥ উৎপাতাদি অমঙ্গল হবে
তিরোহিত । সর্বদা হইবে তথা মঙ্গল উদিত ॥ ২৯ ॥

এতন্তে কথিতং ব্রহ্মন্ যস্মাতঃ পরিপৃচ্ছসি ।

ক্ষীরাকৌ শ্রীর্ষথা জাতা পূর্বং ভৃগুস্তুতা মতী ॥ ৩০ ॥

হে ব্রহ্মণ ! বোলেছিলে করিতে কীর্তন । যে লক্ষ্মী ক্ষীরাক্ষি
হোতে সমুৎপন্ন হন ॥ তিনিই কি পূর্বে ভৃগুস্তুতা রূপ ধরি ।
আবিভূতা হন, সর্বজীবে রূপা করি ॥ তোমার সংশয় আমি
করিতে ছেদন । করিলাম তব স্থানে তাহাই কীর্তন ॥ ৩০ ॥

ইতি সকল বিভূত্যবাগ্ধি হেতুঃ স্তুতি রিয়হিন্দ্র

মুখোৎপত্তাহি লক্ষ্ম্যাঃ । অনুদিন মনুপঠ্যতে যু-

ভির্ধৈর্কসতি ন তেষু কদাপিদপ্য লক্ষ্মীঃ ॥ ৩১ ॥

সুখ সুখোৎপন্ন সর্ব ঐশ্বর্যাদি আর । প্রাপ্তির কারণ এক
কমলাই সার ॥ সেই কমলার এই স্তব যেই জন । প্রীত মনে
প্রতিদিন করেন পঠন ॥ অলক্ষ্মী না হয় কভু তাহার উদয় ।
অচলা হইয়া লক্ষ্মী চিরদিন রয় ॥ ৩১ ॥

ইতি বিষ্ণু পুরাণোক্ত পরাশর মৈত্রেয় সংবাদে ইন্দ্র কর্তৃক
লক্ষ্মীস্তোত্র সমাপ্ত ॥

মুকুন্দমালা ।

বন্দে মুকুন্দ মরবিন্দদলায়তাকং কুন্দেন্দুশঙ্খদশনং
শিশুগোপবেশম্ । ইন্দ্রাদি দেবগণবন্দিতপাদ
পীঠং, বৃন্দাবনালয়মহং বসুদেবসুখম্ ॥ ১ ॥

বসুদেবসুত স্থিত বৃন্দাবনালয়ে । তিনিই মুকুন্দ, বন্দি তাঁহাকে
বিনয়ে ॥ তাঁহার নয়নদ্বয় অতি মনোহর । পদ্মদল তুল্য আর
আয়ত সুন্দর ॥ কুন্দ, কিম্বা ইন্দু কিবা শঙ্খের সমান । দশন স-
মূহ শুভ্র অতি শোভমান ॥ সেই ভগবান গোপবাল বেশধর ।
তথাচ বাসব আদি অমর নিকর ॥ নিরন্তর তাঁর সেই পাদ প-
দ্মোপরে । প্রণত হইয়া রহে পুলক অন্তরে ॥ ১ ॥

শ্রীবল্লভেতি বরদেতি দয়াপরেতি, ভক্তপ্রিয়েতি
ভবলুপ্তন কোবিদেতি । নাথেতি নাগশয়নেতি
জগন্নিবাসেত্যালাপিনং প্রতি দিনং কুরু মাং মুকুন্দ ॥ ২ ॥

হে প্রভো মুকুন্দ ! যেন আমি সর্বক্ষণ । “ওহে শ্রীবল্লভ ! ওহে
বরদরতন ! ॥ ওহে দয়াময় ! ওহে ভক্ত প্রিয়জন ! ॥ হে ভব-
মোচন ! ওহে নাথ সদাশ্রয় ! ॥ হে অনন্তশায়ি ! , ইহা বলিয়া
বদনে । আলাপ করিতে পারি ইহা মম মনে ॥ রূপাকণা বিতরণ
করি এ বিধায় । এ রূপ আলাপকারি করুন আমায় ॥ ২ ॥

জয়তু জয়তু দেবো দেবকীনন্দনোহয়ং, জয়তু জয়তু
কৃষ্ণো বৃষ্টিবংশপ্রদীপঃ । জয়তু জয়তু মেঘ শ্যা-
মলঃ কোমলাঙ্গো, জয়তু জয়তু পৃথ্বী ভারনাশো
মুকুন্দঃ ॥ ৩ ॥

জয় যুক্ত হোন বিভো দেবকীর স্নাত ॥ বৃষ্টিবংশ দীপ কৃষ্ণ
হোন জয়যুত ॥ কোমল অথচ মেঘ সম বর্ণ যার । সর্বতো
প্রকারে জয় ইউক তাঁহার ॥ তিনি ক্ষতিহার হারী মুকুন্দ
দেবেশ । জয় হোক জয় হোক তাঁহার বিশেষ ॥ ৩ ॥

মুকুন্দ মৃদ্ধু। প্রণিপত্য যাচে ভবন্তু মেকান্তমিয়ন্ত-
মর্থম্। অবিস্মৃতি স্তুচরণারবিন্দে ভবে ভবে
মেহন্তু তব প্রসাদাৎ ॥ ৪ ॥

হে মুকুন্দ! আমি নিজ মস্তক দ্বারায়। প্রণাম করিয়া তব
অসামান্য পায় ॥ চাহিতেছি এই অর্থ একান্ত অন্তরে। তো-
মার প্রসাদে যেন প্রতি জন্মান্তরে ॥ তব চরণারবিন্দ সদা সর্ব-
ক্ষণ। স্মৃতিপথে থাকে, মম এই নিবেদন ॥ ৪ ॥

শ্রীগোবিন্দ পদাভ্যোজ মধুনো মহদভুতম্।

যৎ পায়িনো ন মুঞ্চন্তি মুঞ্চন্তি যদ পায়িনঃ ॥ ৫ ॥

মুকন্দের পাদপদ্ম সকলের সার। মধুরও চমৎকার গুণের
আধার ॥ একবার পান করে যে সকল জন। ত্যজিতে না
পারে আর তাহারা কখন ॥ যাহারা কখন তাহা করে নাই
পান। সেই সব জনে ত্যজে হোয়ে হতজ্ঞান ॥ ৫ ॥

নাহং বন্দে তব চরণয়োদ্বন্দমন্দুহেতোঃ, কুস্ত্রী-
পাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্। রম্যা
রামা মৃদুতনুলতালিক্ষনে নাপ রন্তুং ভাবে ভাবে
হৃদয় ভবনে ভাবয়েরং ভবন্তুম্ ॥ ৬ ॥

ওহে হরি! সুখ দুঃখাদিতে মুক্ত হব। এ আশায় সেবি নাই
পাদপদ্ম তব ॥ গুরুতর কুস্ত্রীপাক নরক ছুস্তার। নিস্তারার্থে সেবি
নাই চরণ তোমার ॥ বন্ধ্যাসহ বিনাসেতে হব হর্ষ মন। তাহা ও
কামনা মম নহুহ নারায়ণ ॥ এই আশা ভাবে ভাবে হৃদয়
ভবনে। ভাবনা করিব আমি তোমাকে যতনে ॥ ৬ ॥

নাস্তা ধর্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে,
বস্ত্রাব্যং তন্তবতু ভগবন্ পূর্যকর্মাশ্রুপম্। এতৎ
প্রার্থ্যং মম বল্লমতং জন্ম জন্মান্তরেপি, স্তবপাদা-
ভ্যোব্রূহ যুগগতা নিশ্চলা ভক্তি রন্তু ॥ ৭ ॥

ওহে ভগবন্! মম ধর্মে কিম্বা ধনে । অথবা বিলাসে অ-
ভিলাষ নাই মনে ॥ পূর্বোক্ত বিষয় সব ভবিতব্য বাহা । পূর্ব-
কর্ম অনুসারে হউক হে তাহা ॥ এই মাত্র বহু মত প্রার্থনা হে
মনে । জন্ম জন্মান্তরে যেন তোমার চরণে ॥ নিশ্চল আমার
ভক্তি রহে নারায়ণ ! । ইহাতেই কর হরি ! রূপা বিতরণ ॥ ৭ ॥

দিবি বা ভূবি বা মমাস্ত্র বাসে । নরকে বা নরকা-
স্তক প্রকামম । অবধীরিত শারদারবিন্দো চরণো
তে মরণে বিচিন্তয়ামি ॥ ৮ ॥

ওহে নরকাস্ত ! স্বর্গে মর্তে কিবা আর । অথবা নরকে বাস
হউক আমার ॥ কিছুনাত্র বলিবনা তাহার কারণে । তবে এই
প্রার্থনা তোমার শ্রীচরণে ॥ তব পাদপদদ্বয় ততি মনোহর ।
শরতের পদ্বকে কোরেছে হেরতর ॥ মরণ সময়ে যেন সেই
পাদদ্বয় । চিন্তা করিবারে পারি ইহাই বিনয় ॥ ৮ ॥

সরসিজ নয়নে সশঙ্খচক্রে, মুরতিদি মা বিরমেহ
চিত্ত রম্যং । সুখতর মপরং ন জাতু জানে হরিচরণ
স্মরণামৃতেন তুল্যং ॥ ৯ ॥

ওহে চিত্ত ! বলিতেছি শুন সাবহিতে । পদ্মনেত্র শঙ্খচক্র-
ধারী মুরারিতে ॥ হোওনা বিরত ক্ষণকালের কারণ । নিশ্চয়
অন্তরে আমি জানিহে এমন ॥ হরিপদ স্মরণ অমৃত তুল্য আর ।
সুখতর কিছু নাই সেই এক সার ॥ ৯ ॥

মা তৈ মন্দ মনো বিচিন্ত্য বহুধা যামীচ্ছিরং যাতনা,
নৈবামী প্রভবন্তি পাপরিপবঃ স্বামী নহু শ্রীধরঃ ।
আলম্যং ব্যপনীয় ভক্তি সুলভং ধ্যায়ন্ত নারায়ণং,
লোকস্য ব্যসনাপনোদনকরো দাসস্য কি ন ক্রমঃ ॥ ১০ ॥

ওরে মন্দ মন ! যম-যাতনা যে হয় । চিন্তা করি তাহা কভু
করিওনা ভয় ॥ পাপরিপু প্রভু হোতে কখন নাপায় । ভগবান

শ্রীধর আছেন কর্তা তায় ॥ আলস্য ভ্যজিয়া তুমি ভক্তি সহ যোগে
ভগবান নারায়ণে ধ্যান কর যোগে ॥ ভক্তির সুলভ তিনি জা-
নিবে নিশ্চয় । ত্রিলোকের বিপদ করেন আশু ক্ষয় ॥ দাসের
সঙ্কট তিনি করিতে হরণ । অক্ষম কি হইবেন ? ভেবনা
এমন ॥ ১০ ॥

ভব জলধি গতানাং দ্বন্দ্ব বাতাহতানাং, স্তুত দুহিত
কলত্র ত্রাণ ভারাহতানাং । বিষম বিষয় তোয়ে
মজ্জতামপ্লবানাং, ভবতি শরণ মেকো বিষ্ণু-
পোতো নরাণাম্ ॥ ১১ ॥

সংসার সাগরে হোয়ে নিপতিত বারা । স্মৃথ দুঃখ রূপ দ্বন্দ্ব
বায়ু দ্বারা তাঁরা ॥ আহত হওত আর বিনাবলয়নে । মগ্ন হোতে
থাকে ঘোর বিষয় জীবনে ॥ তাহাদের পরিত্রাণ লাভের কারণ
একমাত্র বিষ্ণুরূপ পোত রূপ হন ॥ ১১ ॥

রজসি নিপতিতানাং মোহ জালারতানাং, জনন
মরণ দোলা দুর্গ সংসারভাজাং । শরণ মশরণা-
নামেক এবাতুরাণাং, কুশল পথ নিযুক্ত শক্রপাণি
নরাণাং ॥ ১২ ॥

জন্মমৃত্যুদুর্গমসংসার ভাগীগণ । রজগুণে পড়িয়া তাহারা
অনুক্ষণ ॥ মোহ জালে আবৃত হইয়া সদা রয় ॥ আতুর, রক্ষক-
হীন সহজেই হয় ॥ তাহাদের রক্ষক এক চক্রপাণী হন । তিনিই
করেন হিত চিন্তা অনুক্ষণ ॥ ১২ ॥

অপরাধ সহস্র সঙ্কলং পতিতং ভীমভবার্ণবোদরে ।
অগতিং শরণাগতং হরে রূপয়া কেবল শাস্তসাং
কুরু ॥ ১৩ ॥

সহস্র সহস্র অপরাধে, ওহে হরে ॥ অপরাধী হয়ে এই সং-
সার সাগরে । নিপতিত হইয়াছি, গতি নাই আর । কেবল

ভরসা মাত্র রূপা আপনার । সেই রূপা বিতরণ করি এইক্ষণে
আপনার আয়ত্ত করুন দীন জনে ॥ ১৩ ॥

মা মে স্ত্রীস্বং মা চ মে স্যাৎ কুতাবো মা মূৰ্খস্বং
মা কুদেশেষু জন্ম । মিথ্যা দৃষ্টি মা চ মে স্যাৎ
কদাচিত্ জাতৌ জাতৌ বিষ্ণুভক্তো ভবেয়ং ॥ ১৪ ॥

হে প্রভো ! প্রার্থনা করি চরণে তোমার । কভু যেন স্ত্রীস্ব জন্ম
হয় না আমার ॥ কুতাব, মূৰ্খত্ব কিম্বা কুদেশে জনন । তাহাও
না হয় যেন আমার কখন ॥ নাস্তিকতা করণেও মতি নাহি হয় ।
জন্মে জন্মে যেন তব ভক্ত দীন হয় ॥ ১৪ ॥

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈশ্চ, বুদ্ধ্যাঅনা বানুস্মৃতি
প্রভাবাৎ । করোমি যদ্যৎ সকলং পরম্ নারায়-
ণায়ৈব সমর্পয়ামি ॥ ১৫ ॥

কায় মনঃ বাক্য বুদ্ধি ইন্দ্রিয় দ্বারায় । ষাহা যাহা করি
আমি সেই সমুদায় ॥ পরম পুরুষ ভগবান নারায়ণে । অর্পিত
হউক এই অভিনাষ মনে ॥ ১৫ ॥

যৎ ক্লতং যৎ করিষ্যামি তৎ সৰ্ব্বং ন ময়া ক্লতং ।

দ্বয়া ক্লতন্ত কলভুক্ ত্বমেব মধুসূদন ॥ ১৬ ॥

ওহে দেব ! কোরেছি যে কর্ম সমুদয় । কিম্বা যা করিব
কিছু মম ক্লত নয় ॥ আপনি সে সমুদায় করেন সাধন । আপনি
তাহার ভোগ কর নারায়ণ ! ॥ ১৬ ॥

ভবজলধি মগাধঃ দুস্তরং নিস্তুরেয়ং কথমিহ মিতি
চেতো মান্ম গাঃ কাতরদ্বম্ । সরসিজদৃশি দেবে
তাবকী ভক্তিরেকা, নরকভিদি মিথগ্না তারয়িষ্য-
তাবশ্যম্ ॥ ১৭ ॥

ওহে চিত্ত ! প্রগভীর সংসার সাগর । অতিশয় ভয়াবহ বি-
ষম দুস্তর ॥ কিপ্রকারে পার হব চিস্তিয়া এমন । কাতর হওনা

তুমি তাহাতে কখন ॥ কমলপলাসনেত্র ভগবান পদে । ভক্তি
যদি থাকে তবে তরিবে বিপদে ॥ ১৭ ॥

তৃষ্ণাতোয়ে মদন পবনোদ্ধৃত মোহোন্মিমালা
দারাবর্ভে তনয় সহজগ্রাহ সংযাকুলেচ । সংসা-
রাধ্যে মহতি জলধৌ মজ্জতাং ন স্ত্রিধামন, পাদা
স্তোজে নিহিতমনসাং ভক্তিভাবে প্রসীদ ॥ ১৮ ॥

ওহে দেব ! এ সংসার মহা রত্নাকর । তৃষ্ণাই ইহার জল অতি
ক্লেশকর ॥ কামরূপ বায়ু দ্বারা ইহাতে ভীষণ । তরঙ্গ উথিত
হইতেছে অনুক্ষণ ॥ কলএ স্বরূপাবর্ভে অতি তরঙ্গকর । পুঞ্জরূপ
হাঙ্গরাদি তাহে জলচর ॥ আমরা হোয়েছি মগ্ন এমত সংসারে ।
ভক্তি ভাবে মনঃ সপিতেছি আপনারে ॥ আমাদের প্রতি রূপা-
করি বিতরণ । প্রসন্ন হউন প্রভো করি নিবেদন ॥ ১৮ ॥

পৃথ্বীরেণুরণুঃ পরাংসি কণিকাঃ কল্গুঃ ক্ষুলি-
কো নম্বু, স্তোজে নিঃশ্বাসনং মরুতনুতরং রক্ষুং
সুসূক্ষ্মং নভঃ । ক্ষুদ্রা রুদ্রপিতামহ প্রভৃতয়ঃ
কীটাঃ সমস্তাঃ সুরা, দৃষ্টে যত্র স তারকো বিজ-
য়তে শ্রীপাদ ধূলীকণঃ ॥ ১৯ ॥

যাহার দর্শনে বৃহৎ ক্ষিতি সমুদয় । অতি সূক্ষ্ম ধূলীকণা তুল্য
বোধ হয় ॥ সাগরাদি জল বিন্দু সম দরশন । তেজঃ অগ্নিকণা সম
প্রকাশে কিরণ ॥ বায়ুকে নিশ্বাস বলি করে অনুমান । আকাশেরে
ভাবে ক্ষুদ্র রক্তের সমান ॥ ব্রহ্মা রুদ্রাদিতে অতি ক্ষুদ্র বুদ্ধি হয় ।
কীটসম জান করে দেবতা নিচয় ॥ সেই ভগবান হরি পদধূলি
কণা । জয়যুক্ত হোক মম ইহাই প্রার্থনা ॥ আমাদের নিস্তারিতে
কিবা আছে আর । সেই এক ধূলী তাহা সকলের সার ॥ ১৯ ॥

অমরীভ্যামনান্যরণ্যকৃদিতং কুচ্ছত্রতান্যনুহং
মেদচ্ছেদপদানি পূর্ত্তবিধয়ঃ সর্বং হতং ভস্মনি ।

তীর্থানাং মনগাহনানি চ গজস্নানং বিনা যৎপদদ্ব-

ন্দাভ্রোক্ৰহ সংস্কৃতিং বিজয়তে দেবঃ স নারায়ণঃ ॥ ২০ ॥

যাঁ রপদে শুভ নাহি হইলে সঞ্চয় । বেদাভ্যাস, অরণ্যে রোদন
করা হয় ॥ ব্রতচার মিছে মাত্র শরীর সুখায় । যাগ যজ্ঞ আদি
সব ভস্মে ছুত প্রায় ॥ তীর্থস্থান মাতঙ্গের স্নানের সমান । জয়-
যুক্ত হোন সেই দেব ভগবান ॥ ২০ ॥

আনন্দ গোবিন্দ মুকুন্দ রাম্য নারায়ণানন্ত নিরা-

ময়েতি । বক্তুং সমর্থোপি ন বক্তি কশ্চি দহো

জনানাং ব্যসনানি মোক্ষে ॥ ২১ ॥

কি আশ্চর্য্য ! লোকদের মোক্ষের বিষয় । গুরুতর বাধা তাহে
সদা উপজয় ॥ আনন্দ গোবিন্দ আর মুকুন্দ শ্রীরাম । নারায়ণ
নিত্য নিরাময় আদি নাম ॥ সামর্থ্য থাকিতে নাহি করে উচ্চা-
রণ । মোক্ষ জন্য ছুঃখ লভে তাহে নরগণ ॥ ২১ ॥

ক্ষীর সাগর তরঙ্গশীকরাসারতারকিত চারু মৃ-

র্তয়ে । ভোগিভোগশয়নীয়শায়িনে মাখবায় মধু-

বিদ্বিষে মনঃ ॥ ২২ ॥

ক্ষীরাক্ষির তরঙ্গের জীবন কণায় । বাহার তারকাঙ্কিত দেহ
শোভাপায় ॥ অনন্ত শয়্যায় হয় শরন ঘাঁহার । সেই মধুরিপু মাধ
বেরে নমস্কার ॥ ২২ ॥

কুলশেখর রাজ বিরচিতা মুকুন্দমালা সমাপ্ত ॥

ব্রজবিহার ।

কন্তুং বাল বলালুজ স্তুমিহ কিং মন্যন্দিরাশঙ্কয়া,
বুদ্ধং তন্নবনীত কুন্তুবিবরে হস্তং কথং ন্যাস্যসি ।
কর্তুং তত্র পিপীলিকাপনয়নং সুপ্তাঃ কিমুদ্বো-
ষিতা বালা বৎস গতিং বিবেক্তুমিতি সংজ্ঞপান্-
হরিঃ পাতুবাঃ ॥ ১ ॥

ব্রজ-বিহারের কালে একদিন হরি । কোন গোপীগৃহে চৌর্য্য
অভিলাষ করি ॥ প্রবিষ্ট হইতে গোপী জানিতে পারিয়া ।
“কেরে তুই,, বলি ক্লুষে কহিল ডাকিয়া ॥ শ্রীক্লুষে কহিল,
“আমি বলায়ের ভাই,, । গোপী কহে, “হেথা কেন শুনি বল
তাই ॥ ক্লুষে কন, “নিজবাটী ভাবিয়া এমন । তাই করিয়াছি
আছি আমি হেথা আগমন ,, ॥ গোপী কহে, “ভাল তাহা বুঝি-
য়াছি মনে । নবনীত কুন্তে হস্ত দিলেকি কারণে,, ॥ ক্লুষে কহে,
“পিপীলিকা করিতে মোচন ,, । গোপী কহে, “তাহাতেও
নাহি প্রয়োজন ॥ বালক সকল ছিল শয্যাতে নিদ্রিত । কি
কারণে করিলে তাদের জাগরিত ॥ ক্লুষে কহে কোথায় গিয়াছে
বৎসগণ । জাগায়েছি তাহাদের জানিতে কারণ ॥ একপ জ্ঞপ-
নাকারী ভগবান হরি । করুন রক্ষণ এই নিবেদন করি ॥ ১ ॥

জীর্ণা তরিঃ সরিদতীব গভীরনীর্য্য বালা বয়ং
সকল মিথমনর্থ হেতু । নিস্তার বীজ মিদমেব
ক্লেশোদ্ধীর্ণাং বন্ধাধব ভ্রমসি সংপ্রতি কর্ণধারঃ ॥ ২ ॥

জীর্ণা এক তরি লয়ে নন্দের কুমার । কুরিছেন গোপীগণে
যমুনাতে পার ॥ পার হইবার কালে কহে গোপীচয় । ওহে হরি
তব তরি জীর্ণা অতিশয় ॥ নদীও গভীরজলা হোতেছে দর্শন ।
আমরা বালিকা, সব ভয়ের কারণ ॥ হে নাথব ! তুমি হে হো-
য়েছ কর্ণধার । আমাদের নিস্তারের মূল সেই সার ॥

শ্রীকৃষ্ণো জয়তি জগতাং জন্মদাতা চ পাতা,
হর্ভা চান্তে হরতি তজ্জতাং বশচ সংসারভীতিং ।
রাধানাথঃ সজল জলদ শ্যামলঃ পীতবাসা বৃন্দা-
রণ্যে বিহরতি সদা সচ্চিদানন্দরূপঃ ॥ ৩ ॥

ত্রিলোকের স্থিতিস্থিতিস্থলয় কারণ । তত্ত্বের সংসার-ভয়-
হারী নারায়ণ ॥ সজল জলদ শ্যাম, পরা পীতবাস । বৃন্দারণ্যে
অনুক্ৰম করেন বিলাস ॥ বস্তুত তিনিই সার, কি বলিব আর ।
নিত্যজ্ঞান আর নিত্যানন্দ রূপ তাঁর ॥ ৩ ॥

জ্যোতীরূপং পরমপুরুষং নিগুণং নিত্য মেকং
নিত্যানন্দং নিখিল জগতামীশ্বরং বিশ্ববীজং । গো-
লোকেশং দ্বিভূজ মুরলীধারিণং রাধিকেশং বন্দে
বৃন্দারকেশং হরি হর ব্রহ্ম বন্দ্যোজিৎ পদ্মং ॥ ৪ ॥

জ্যোতিরূপ নিত্যানন্দ নিগুণ বিধান । নিখিল বিশ্বের
যিনি পুরুষপ্রধান ॥ তিনিই পবিত্র রূপ বৃন্দাবন ধামে ।
দ্বিভূজমুরলীধর রাধানাথ নামে ॥ বিরাজ করেন, আমি কি
বলিব আর ॥ হরিহর আদি বৃন্দারক বৃন্দ তাঁর ॥ পাদপদ্ম
অনুক্ৰম করেন বন্দন । আমিও বন্দনা করি তাঁর শ্রীচরণ ॥ ৪ ॥

যেষাং শ্রীমদ্যশোদা দূতপদ কমলে নাস্তি ভক্তি
নরাণাং যেষামাতীরকন্যা প্রিয় গুণ কথনে নাসু-
রক্তা রসজ্ঞা । যেষাং শ্রীকৃষ্ণলীলা লুপিত গুণ কথা
সাদরো নৈব কণৌ, যিক্তান্ যিক্তান্ যিগে-
তান্ কথয়তি নিতরাং কীর্তনস্থো মৃদকঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীহরির সংকীর্তন যে সময়ে হয় । মৃদক তৎকালে এই
শব্দ করি কয় ॥ যিক্তান্ যিক্তান্ যিগেতান্ আর । নিশ্চয়
জানিকে এই আক্ষেপ তাহার ॥ যাহারা না চিন্তা করে কৃষ্ণের

চরণ। রসমত্তী আভীরতনয়া গোপীগণ ॥ যাহাঁদের অনুরাগ
না করে প্রকাশ। আর যারা ক্লেশগুণে না হয় উল্লাস ॥ তাহা-
দের কিবা আর বলিব অধিক। মৃদঙ্গ তাদের বলে দিক দিক-
ধিক ॥ ৫ ॥

বৃন্দাবনে বৃক্ষলতা প্রতানৈ বৃন্দাবনেশস্য বিহার-
হোতাঃ। পুরা বিধাত্রা রচিতান্ সুকুঞ্জান্ জগাম
ক্লেশঃ সহ রাধয়া সং ॥ ৬ ॥

বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের বিহার কারণ। বৃক্ষলতা দ্বারা যে সকল
কুঞ্জবন ॥ নির্মাণ করেন বিধি, সেই সেই বনে। বিহার করেন
ক্লেশ শ্রীরাধার সনে ॥ ৬ ॥

নবীন মেঘোপম নীল দেহঃ সুপীত পট্টাঘর যুগ্ম-
ধারী। স্মিতাননঃ কুণ্ডলবান্ কিরীটী বংশীধরো
মালতিমাল্যধারী ॥ ৭ ॥

নবীন নিরদসম নীল দেহ তাঁর। পরিধান পীত পট্টবাস
চমৎকার ॥ ঈষৎ হাস্যতে অতি প্রসন্ন বদন। শ্রবণে কুণ্ডল
শিরে কিরীট শোভন। করেতে বাঁশরী তাঁর কিবা শোভা পায়
মালতী পুষ্পের মালা শোভিত গলায় ॥ ৭ ॥

গোপী জনানন্দ করো মুরারি বৃন্দাবনেশ্রো বন-
মাল্য শোভী। বংশী নিনাদেন ব্রজাঙ্গনানাং
মনাংসি সম্মোহিতবান্ স কামী ॥ ৮ ॥

গোপির আনন্দকারী বৃন্দাবনেশ্বর। তিনিই মুরারি ; করি
বিহারে অন্তর ॥ মোহন বাঁশরী করি অধরে বাদন। ব্রজ
গোপীদের বাহে মুগ্ধ হয় মন ॥ ৮ ॥

গোপীজনা যমিহ কামদৃশা ভজন্তে, যং ভক্তি ভাজ
ইহ কেবল ভক্তি ভাবৈঃ। যং যোগিনো হৃদি ধিয়া
পরিচিস্তয়ন্তি, তং কেবলং কমললোচন মাশ্রয়েৎ ॥ ৯ ॥

গোপীগণ বিলাস দৃষ্টিতে ভজে য়ারে । ভক্তেরা ভজনা করে
ভক্তি অনুসারে ॥ আপন হৃদয় মধ্যে যত যোগিজ্ঞান । বুদ্ধি
অনুসারে তাঁরে করেন চিন্তন ॥ সেই এক কমললোচন পরাৎ-
পরে । আশ্রয় করিয়া চিন্তি সতত অন্তরে ॥ ৯ ॥

বনে বনে কুঞ্জবনে মুরারি ভ্রমন্ ভ্রমন্ ভ্রাজতি
রাধিকা চ । সইব কুঞ্জে রমতে চ রাধয়া পার্যা-
দপায়াদিহ কৃষ্ণ একঃ ॥ ১০ ॥

বনে বনে কুঞ্জে রাধাসনে পীতবাস । ভ্রমণ ক্রমেতে সদা
করেন বিলাস ॥ অপারে তরিতে সেই এক মাত্র হরি । করুন
রক্ষণ এই নিবেদন করি ॥ ১০ ॥

রন্দারণ্যে বিহরতি সদা বাসুদেবো দয়ালু গোপ-
স্রীভিঃ স্মরশর শঠৈর্ভিন্নহং কামুকীভিঃ । গোপৈ-
বালৈরপি সহচরৈ সাক্ষিমানন্দভুক্তৈ বোহসৌ
কৃষ্ণঃ পরমকরুণ স্তং সদা চিন্তয়েহং ॥ ১১ ॥

বিনাসানুরক্তা যত গোপাঙ্গনা মনে । যে শ্রীকৃষ্ণ বিহার
করেন বৃন্দাবনে ॥ আদি রিপু শরে য়ার বিদরে হৃদয় । কভু
কভু যিনি লয়ে গোপ শিশুচয় ॥ বিহার করেন, কৃপা বিতরণ
করি । সেই শ্রীকৃষ্ণকে চিন্তে সদা চিন্তা করি ॥ ১১ ॥

(মহোদয় শ্রীধরস্বামি বিরচিত ব্রজবিহার সমাপ্ত)

পদ্যসংগ্রহ ।

কাব্যে ভব্যতমেহপি বিজ্ঞনিবহৈ রাষ্ট্রাত্মমানে মুহুঃ,
দোষাশ্লেষণমেব মৎসরজ্বাং নৈসর্গিকো দুঃখ হঃ ।
কাসারেপি বিকাশি পঞ্চজন্মৈ খেলন্নরালে পুনঃ,
ক্রৌঞ্চশৃঙ্গুপুটেন কুঞ্চিতবপুঃ শম্বুকমন্যেবতে ॥ ১ ॥

যে কাব্য উত্তম অতি বিজ্ঞজনগণ । মুহুমুহু যার আশ্বাদনে
সুখী হন ॥ মৎসর পুরুষ যত তাহার ভিতরে । স্বভাবের দোষে
দোষ অশ্লেষণ করে ॥ যে দীঘিতে ভূরি ভূরি ফুটিয়া কমল ।
দীপ্তি পায়, ক্রীড়া করে মরাল সকল ॥ কুঞ্চিতাবক ইহা
করে না দর্শন । চঞ্চুপুটে শম্বুকের করে অশ্লেষণ ॥ ১ ॥

অতিরমণীয়ে কাব্যোপ পিশুনো দুষণ মন্যেবয়তি ।

রমণীয়তরে বপুষি ব্রণমিব মক্ষিকা নিকরঃ ॥ ২ ॥

মনোহর কাব্যোতেও পিশুন যেজন । পিশুনতা বশে দোষ
করে অশ্লেষণ ॥ রমণীয় কলেবরে যেন মক্ষিকায় । ব্রণ মাত্র
অশ্লেষণ করিয়া বেড়ায় ॥ ২ ॥

কীর্তিস্বর্ণতরঙ্গিণীতি রভিতে বৈকুণ্ঠমাপ্লাবিতং
ক্ৰৌণীনাম্ভ তব প্রতাপ তপনৈঃ সস্তাপিতঃ
কীর্তিঃ । ইত্যেবং দয়িতায়ুগেন হরিণা স্বং যা-
চিতঃ স্বাশ্রয়ং হৃৎপদ্মং হরয়ে শ্রিয়ে স্ববতনং কণ্ঠং
গিরে দত্তবান্ ॥ ৩ ॥

ভূপ ! তব কীর্তিরূপ স্বর্ণদী দ্বারায় । আপ্লাবিত বৈকুণ্ঠ
ভবন হায় হায় ॥ প্রতাপ তপন তাপে কীরদ সাগর । সস্তাপিত
হইয়া উঠেছে গুরুতর ॥ তাহাতে আশ্রয় মম শূন্য হইয়াছে ।
এমত বলিয়া হরি আপনার কাছে ॥ যুগল বনিতা মহ প্রার্থনা
করায় । হরিকে হৃদয়পদ্মে, বাসে কমলায় ॥ বাণীকে আপন
কণ্ঠ আশ্রয়ের জন্য । প্রদান করিয়া ভূপ হইয়াছে ধন্য ॥ ৩ ॥

রবেঃ কবেঃ কিং লজ্জয়া সারঃ কুবে ভয়ং কিং
কিয়দন্তি ভুজাঃ । সদা কয়ং চাপ্যকরক কেবাং
ভাগীরথীতীরসমাপ্তিতানাং ॥ ৪ ॥

কেহ কোন পণ্ডিতেরে প্রশ্ন হলে কয় । সূৰ্য্য, কবি, সংগ্রা-
মের সার কিবা হয় ॥ কুবির কি ভয়, কিবা খায় ভুজচয় । সদা
কার ভয়, সদা কাহার অভয় ॥ পণ্ডিত উত্তর দিল এ সব প্রশ্নের
“ ভাগীরথীতীর সমাপ্তিত নিকরের ” ॥ প্রশ্নকর্তা কহে বহু
প্রশ্ন করিয়াছি । কবি কহে সকলের উত্তর দিয়াছি ॥ মার্তণ্ডের
সার “ ভাঃ ”, অর্থেতে দীপ্তি হয় । কবিরও সার “ গীঃ ”, অর্থেতে
বাক্য হয় ॥ সংগ্রামের সার “ রথী ”, রিপুসৈন্যদলে । কুবকের
ভয় “ ইতি ”, অতি বৃষ্টি বলে ॥ ভুজদের খাত্ত “ রস ”, মধু বলি
কয় সদা ভয় “ আশ্রিত ”, যে গার অমেরয় ॥ সৰ্জ্জনা অভয় সমু-
দয় উত্তরের । “ ভাগীরথীতীর সমাপ্তিত নিকরের ” ॥ ৪ ॥

বাসঃ কাঞ্চন পিঞ্জরে নৃপকরাষ্ট্রোজ্জ্বল স্তনুমার্জনং
ভক্ষ্য স্বাত্ত্ব রসাল দাড়িম্ব কলং পোয়ং সুধাত্তং
পয়ঃ । পীঠঃ সংসদি রামনাম সততং ধীরস্য কীরস্য
মে, হাহা হস্ত তথাপি জঙ্গরিটপি ক্রোড়ে মনো
ধামতি ॥ ৫ ॥

কোন সময়েতে রাজগৃহে বিষ্ণু শুক । আবাস নীড়ার্থে মনে
হইয়া উৎসুখ ॥ পরকরণে আগনাগাপনি কহে ছুঃখ ॥ রাজগৃহে
সুবর্ণ পিঞ্জরে আছি সুখে ॥ সুপতি করেন সমঃ শরীর মার্জন ।
রসাল দাড়িম্ব কল খাই জলুকরণ ॥ সুধা বন গামীর পানেন্দ্রে
পেটে ভরি । সত্যতে সর্বস্ব্য রামনাম পাঠ করি ॥ এ সব বিজয়
বহে কি খেদ উদিত । জয়তরু কোট্যর্ধ বন ব্যাস্থিত ॥ ৫ ॥

উদয়াতি যদি ভাঙ্কঃ পশ্চিমে দিগ্বিজয়াগে, বিষ্ণু-
নতি যদি পদ্ম পরিত্যজ্যঃ পিঙ্গাভঃ । প্রচলতি

যদি মেরুঃ শীততাং যাতি বহিঃ, ন চলতি খলুঃ
বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিত্ ॥ ৬ ॥

যদিচ পশ্চিমে হয় তপন উদিত । যদি নগশূঙ্গে হয় পদ্ম
বিকশিত ॥ যদি সুরমেরুর গতি হয় চলাচল । যদিপি কখন হয়
অনল শীতল ॥ সজ্জন যে জন তাঁর বচন কখন । অন্যথা হবে
না তবু জানিবে এমন ॥ ৬ ॥

নির্কাণ দীপে কিমু তৈলদানং, চৌরে গতে বা কিমু
সাবধানং । যোগগতে কিং বনিতা বিলাসঃ, প-
যোগগতে কিং খলু সেতুবন্ধঃ ॥ ৭ ॥

নির্কাণ হইলে দীপ তৈল দিলে তায় । কি আর হইবে বল
তাহাতে উপায় ॥ চুরি করি চোর করিয়াছে পলায়ন ।
পশ্চাৎ মতর্ক হোলে কি হরে তখন ॥ বিলাসে কি কার্য্য
হোলে বান্ধক্য উদয় । জল গত হোলে বাঁধে কিবা কল
হয় ॥ ৭ ॥

বরমসিধারা তরুতলেবাসো, বরমিহ ভিক্ষা বরমু-
পবাসঃ । বরমপি ঘোরে নরকে পতনং, নচ ধন-
গর্কিত বান্ধব শরণং ॥ ৮ ॥

অসীধারা ব্রত কিম্বা বৃক্ষ তলে বাস । দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করা
কিম্বা উপবাস ॥ নরকে পতন হওয়া তাও বরং শয় । ধন নদে
গর্কিত যে জন জাতি হয় ॥ তাহার অধীন হোয়ে তাহার
নিকটে । কখন রবেনা যার বুদ্ধি আছে ঘটে ॥ ৮ ॥

কুগ্রামবাসঃ কুজনস্য সেবা, কুভোজনং ক্রোধমুখী
চ ভাব্যঃ । মূখশ্চ পুজো বিধবা চ কন্যা, বিনা-
ধিনা সন্দহতে শরীরং ॥ ৯ ॥

কুৎসিত গ্রামেতে বাস, কুদ্ৰব্য ভোজন । ক্রোধমুখী ভার্য্যা,
পুজ্বহীন অধ্যয়ন ॥ বিধবা তনয়া, এই কয়ের দ্বারান্ন । বিনা
অনলেতে সদা শরীর জ্বালায় ॥ ৯ ॥

বরং মৌনং কার্য্যং নচ বচনমুক্তং যদনৃতং, বরং
ক্লেব্যং পুংসাং নচ পর কলত্রাভিগমনং । বরং
ভৈক্ষ্যান্নিত্বং নচ পরধনাস্বাদন সুখং, বরং প্রাণ-
ত্যাগো নচ পিশুন বাদেবুতিরুচি ॥ ১০ ॥

বরং মৌনী হোয়ে থাকা ভাল বোধ হয় । তথাচ যে মিথ্যা কথা
বলা যুক্তি নয় ॥ নপুংসক হোয়ে কাল করিবে হরণ । তথাচ না
করিবেক পরস্ত্রী গমন ॥ ভিক্ষা করি ভোজন করাও ভাল জানি
পরধন আস্বাদন মনে হেয় মানি ॥ বরং প্রাণত্যাগ ভাল জা-
নিতেছি মনে ! অনুরাগ করিবেনা পিশুন বচনে ॥ ১০ ॥

নিঃস্বেঃ বষ্টি শতং শতী দশশতং লক্ষংসহস্রাধিপো
লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালতাং ক্ষিতিপতি চক্রেস্বরদ্বং
পুনঃ । চক্রেসঃ পুনরিন্দ্রতাং সুরপতি ব্রাহ্মঃ পদং
বাঞ্ছতি, ব্রহ্মা বিষ্ণুপদং হরিঃ শিবপদং দ্বাশ্যাবধি
কো গতঃ ॥ ১১ ॥

শত মুদ্রা আশা করে নিঃস্ব ব্যক্তি যত । সহস্রেতে আশা
করে হোলে এক শত ॥ দশ সহস্রেতে আশা সহস্র পাইলে ।
লক্ষে আশা জন্মে দশ সহস্র হইলে ॥ লক্ষপতি আশা করে হতে
রাজ্যেশ্বর । রাজ্যেশ্বর আশা করে হোতে চক্রেস্বর ॥ চক্রেস্বর
ইন্দ্রদ্ব লভিতে আশা করে । বাসব ব্রহ্মারপদ চিস্তেন অস্তরে ॥
বিষ্ণুপদ সর্বদা প্রার্থিত স্থিতি পতি । শিবপদ লাভেচ্ছার রত
রমাপতি ॥ একারণ আশার সীমার নাই শেষ । করিতে পারে
না কেহ আশার উদ্দেশ ॥ ১১ ॥

পদ্ম সংগ্রহ সমাপ্ত ।

মহাপদ্য ।

ভোজ ভূপতির কথা আহরে প্রচার । বিস্তর বিদ্যার তার
 ছিল অধিকার ॥ পণ্ডিত মণ্ডলী তিনি লয়ে অমুকণ । সম্মানন্দে
 করিতেন সর্বদা বাপন ॥ কতিপয় শ্রুতিধর শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ।
 সভ্য হোতে নরপতি হন আনন্দিত ॥ একদা কোতুক আর
 শঠতা কারণ । সর্বত্র দিলেন ভোজ ঘোষণা এমন ॥ যে কেহ
 নূতন শ্লোক রচনা করিয়া । শ্রবণ করাবে মম সভাতে আসিয়া ॥
 লক্ষ মুদ্রা তাঁরে আমি দিব পুরস্কার । অন্যথা হবেনা এই বচন
 আমার ॥ নূতন কবিতা ভোজে করালে শ্রবণ । লক্ষ মুদ্রা লাভ
 হবে সর্বত্র এমন ॥ প্রচার হইতে মহা মহা কবিগণ । ভোজের
 সভাতে ক্রমে করেন গমন ॥ নবীণ কবিতা করি রচনা যতনে ।
 শ্রবণ করান ভোজে আনন্দিত মনে ॥ শ্রবণ মাত্রেতে যত
 শ্রুতিধর গণ । অবিলম্বে সেই শ্লোক বলিয়া তখন ॥ ভোজরাজে
 সম্বোধন করি সবে কহে । এই শ্লোক নূতন যে, কছু ইহা নহে ॥
 বহুকালাবধি আছি আমরা বিদিত । শ্রবণ করিয়া কবি হইল
 লজ্জিত ॥ হতাস হইয়া সভা ত্যজিয়া তখন । অমনি আগনস্থানে
 করেন গমন ॥ একপে যে কবি এসে রাজার সভায় । লজ্জিত
 হইয়া পুনঃ গৃহে ফিরে যায় ॥

মহাকবি কালীদাস একদা তখন । ভোজের বৃত্তান্ত তিনি
 করিয়া শ্রবণ ॥ শঠতার উপরেতে শঠতা করিতে । ভোজ নগ-
 রেতে যাত্রা করেন দ্বারিতে ॥ শঙ্কর নামেতে এক ভোজের
 পণ্ডিত । তাঁহার কবিত্ব শক্তি ছিল যথোচিত ॥ কবিত্ব শুনায়ে
 ভোজে ধ্যান্তি বাড়ে তাঁর । তাঁহার কারণে প্রিয়তমিক রাজার ॥
 কিন্তু তিনি সদা এই ছিলেন চিন্তায় । কালীদাস যদি এসে
 ভোজের সভায় ॥ তাহার রচনা রাজা করিলেন শ্রবণ । আমার
 সম্মান আর হবে না এমন ॥ একারণ কালীদাস বাহাতে কখন ।

ভোজের সভায় নাহি করেন গমন ॥ সৰ্বদা শঙ্কর ছিল তাহাতে
শক্তিভ । কালীদাস সে বিষয় হইয়া বিদিত ॥ আপনার মনে
মনে ভাবিল এমন । শঙ্করের সমীভারী না হোলে কখন ॥ প্রবে-
শিতে পারিব না ভোজের সভায় । শঙ্কর বিষম দেবী হইবৈক
তায় ॥ আর মম নিজবেশে শঙ্কর সদনে । যাওরাও বিহিত
বোধ নাহি হয় মনে ॥ এত ভাবী আপনার বেশ পরিহরি ।
সাধারণ পণ্ডিতের সম বেশ ধরি ॥ সামান্য কবিতা এক করেন
রচন । ভোজ কুপতির বশঃ করিয়া বর্ণন ॥ আপনার সুখতাও
করেন প্রকাশ । যাহাতে শঙ্কর নাহি ভাবে কালীদাস ॥

শ্লোক ।

অস্থিৎ দধিবচৈব শঙ্করবদন্তথা ।

রাজন্ তব যশো ভাতি পুনঃ সন্ন্যাসিদন্তমৎ ॥

কালিদাস পূৰ্ব্বোক্ত কবিতা লয়ে করে । উপনীত হইলেন
শঙ্কর গোচরে ॥ কহিলেন পণ্ডিতেরে করিয়া পঠন । রচনা
কোরেছি আমি কবিতা মূতন ॥ মহারাজা ভোজের ইহাতে বশঃ
গান । আপনি আমার প্রাতি করি কৃপাদান ॥ লইয়া চলুন
ভোজ রাজার সদনে । ইহাই প্রার্থনা আমি করিয়াছি মনে ॥

সুচতুর কালিদাস চাতুরী ভাহার । বুঝিলে শঙ্কর কিবা সাধ্য
আছে তার ॥ সামান্য এ কবিতাটী অবগ করিয়া । কালিদাসে
সাধারণ ব্রাহ্মণ ভাবিয়া ॥ অন্তরেতে আনন্দিত হোয়ে অতি-
শয় । মনে মনে ভাবিলেন এই সে সময় ॥ অক্ট আমি সভা-
স্থলে হোয়ে উপনীত । কি প্রশংসা যাবে হিলাম চিত্তিত ॥
ভাল হোলো এই শ্লোক লইয়া সভায় । কৌতুক করিব, ভূপ ভূট
হবে তার ॥ কবিতাটী হস্তগত করিয়া শুনি । কালিদাসে লয়ে
মনে করেন গমন ॥ উপনীত হোয়ে সেই ভোজের সভায় ।

ছন্দোবন্ধে আশীর্বাদ করিল রাজার ॥ রাজাও যা कहিলেন
করিয়া রচন। তাহাতে শ্লোকের হয় অঙ্কাজ শোভন ॥ কালি-
দাস করিলেন সর্বাঙ্গ শোভন। ইহার নিম্নেতে তাহা হইল
লিখন ॥

শঙ্কর পণ্ডিতের, ভোজরাজার, এবং কালীদাসের

শ্লোক।

মূল।

(শ) রাজমহাদায়োহঙ্ক (ভো) শঙ্কর কবে কিং পত্রি-
কায়া (শ) মিদং পদ্যং (ভো) কিং হি (শ) তবৈব
কীর্তি রচনা (ভো) তৎ পঠ্যতাং (কা) পঠ্যতে কিস্বাসা
মরবিন্দসুন্দরদৃশাং জাক্ চামরান্দোলনান্নুভেল্লভুজবল্লিককণ-
বণংকারঃ ক্ষণং বার্ষ্যতাম ॥

পদ্য অনুবাদ।

শঙ্কর পণ্ডিত। মহারাজ! মঙ্গল হউক আপনার।

ভোজরাজ। হে শঙ্কর কবে! হস্তে কি লিপী তোমার ॥

শঙ্কর পণ্ডিত। ইহা জানিবেন এক কবিতা নূতন।

ভোজরাজ। কিবা বিষয়েতে উহা হোয়েছে রচন ॥

শঙ্কর পণ্ডিত। আপনার বশঃ গুণ হোয়েছে বর্ণন।

ভোজরাজ। পড়ুন, শ্রবণ করি, কেমন রচনা ॥

(কালীদাস সেই ক্ষণে স্বরায় অমনি)

কালীদাস। পড়িতেছি কিন্তু বলি শুন নৃপমণি ॥

কমলাগা সুনয়না যত রামাগণ।

করিতেছে আপনারে চামর ব্যজন ॥

ভুজ লতা সঞ্চালন হোতেছে সবার।

স্বর্ণময় ককণ করিছে বনংকার ॥

কণেক কালের জন্য কক্ষণ নিঃস্বন ।

যাহাতে স্থগিত হয় করুন এখন ॥

(এমত বলিয়া অন্য কবিতা তখন । রচনা করিয়া ভোজে করান অবন ॥)

শ্লোক ।

মহারাজ শ্রীমন্ত জগতি যশসা তে ধবলিতে পয়ঃ
পারাবারং পরমপুরুষোহয়ং যুগয়তে । কপর্দী
কৈলাশং করিবর মথোহয়ং কুলিশভূং কলানাথং
রাঙ্কঃ কমলভবনো হংস মধুনা ॥

পদ্য অনুবাদ ।

ওহে মহারাজ ভোজ ! যশে আপনার । সমস্ত জগৎ হোতে
ধবল আকার ॥ সমস্ত ধবলময় হেরি ভগবান্ । কোথাগ্ন ক্ষীরস
সিকু দেখিতে না পান ॥ তাহাতে সর্বত্র তিনি করিয়া ভ্রমণ
করিছেন ক্ষীরদ সিকুর অন্বেষণ ॥ আর মহাদেব হন যথায়
উদয় । কৈলাস বসিয়া তাঁর তথা বোধ হয় ॥ একারণ পশু-
পতি সকল ভুবন । করিছেন দরশন করিয়া ভ্রমণ ॥ খেতহস্তি
ঐরাবত তাহার কারণে । লম্বিছেন স্তম্ভপতি সকাশের মনে ॥
খেত অক শশাঙ্কে করিতে অন্বেষণ । বাহুও হোরেছে অতি
ব্যাকুলিত মন ॥ মরালের উদ্দেশ্যার্থে স্তম্ভেরে বন্ধার । হৃৎকথর
নাহিক সীমা কি বলিব আর ॥

অতিময় পণ্ডিতেরা অবন করিয়া । ত্রুপরেই উক্ত শ্লোক
পঠন করিয়া ॥ রাঘোদয় করি ভোজ্য কলেন প্রমদ ॥ ওহে মহা-
রাজ । এককিঞ্চিৎ পুরাতন ॥ শঙ্কর পণ্ডিত হয় কৃত্তিক কবিতা
কলে বহুভাষে এ ললিত্য কবিসয় ॥ কালীদাস পুরঃ শ্লোক
করিয়া রচন । ভোজ ভুগতিক তাহা করান অবন ॥

শ্লোক ১

নীরক্ষীরে ধূহীক্স। সকলখণ্ডপতীন্ বাতি নাইলক-
জন্মা তক্রং ধূহী করাজে সকল জলমিধীন চক্রপানি
মুকুন্দঃ । সর্কানুর্দ্ধত্য শৈলান্ দহতি পশুপতি
ভালনেত্রেণ পশেন্ ব্যাপ্তে ত্বৎকীর্তিরাশৌ
সকল বনুমতীং ভোজরাজ ক্রিতীন্দ্র ॥

পদ্য অনুবাদ ।

ওহে ভোজরাজ ! ওহে বনুমতীরাপতে ! আপনার কীর্তি
ব্যাপ্ত হইয়া জগতে ॥ সকল পদার্থে করে ধবল আকার । বাহিয়া
লইতে বিধি বাহন তাঁহার ॥ দুগ্ধ আর জল এক পাত্রে লয়ে
করে । বাইছেন যাবদীয় পক্ষীর গোচরে ॥ তাহার তাৎপর্য
হংস ত্যজিয়া জীবন । কেবল দুগ্ধের ভাগ করয়ে গ্রহণ ॥ চক্র-
পানী মুকুন্দ লইয়া তক্র করে । বাইছেন সমুদয় নিকুর গোচরে
তাহার তাৎপর্য এই জানিবে নিশ্চয় । তক্র স্পর্শে দুগ্ধ, দধি
হোয়ে গাঢ় হয় ॥ যাহাতে এমন তাঁর দর্শন হইবে । তাহাই
ক্ষীরম সিন্ধু নিশ্চয় হইবে ॥ পশুপতি আপনার কৈলাস ভবন ।
চিনিবার জন্য করি শৈল উৎপাটন ॥ কপাল নেত্রের কাছে
ধরিয়া যতনে । দেখিছেন তাহাতে তাঁহার এই মনে ॥ যে
প্রস্তর কপালস্থ নেত্রের শিখায় । না পুড়িবে জানিবেন কৈলাস
তাহায় ॥

ভোজরাজ এ কবিতা করিয়া অবন । তাহেদ এমন কবি দেখিনে
কখন ॥ শঙ্কর ভারিহে মনে প্রমাদ ঘটিল । জাজি হোতে আসা-
দের সত্ত্ব ম সুচিল ॥ প্রতিঅরুণ ভোজরাজ বলিল তখন । ওহে
সহায়াজ ! এ কবিতা পুরাতন ॥ এমন বলিয়া তাহা লষ্টন
করিল । কানীদাস পুনঃ শ্লোক ভোজরে কহিল ॥

শ্রীমদ্রাজ শিখামণে তুলসিভূং খাতা স্বদীয়ং বশঃ
কৈলাসক নিরীক্য তত্র লঘুতাং তৎপূৰ্ণয়ে নর্যথাৎ ।
উক্কাণং তদুপস্থ্যমানহচরং তদুদ্ভি গজাধরং
তন্ম্যাগ্রে কনিপুঙ্গবং তদুপরি স্কারং সুখাদীধিভিঃ ॥

রাজচক্রচূড়ামণি ভোজ বশঃ নিধি । ভোমার বশের তুলা
করিবারে বিধি ॥ কৈলাস পৰ্ব্বত অগ্রে করেন স্থাপন । তুলনায়
লঘু হয় তাহার কারণ ॥ তদুপরি শ্বেত কার মন্থা রূষবরে ।
স্থাপন করেন তুলা করিবার তরে ॥ তাহাতেও সমান না হয়
পরিমানে । তৎপর ঈশানীমহ স্থাপেন ঈশানে ॥ তাঁর শিরো-
ভাগে গজা ভালে দ্বিজরাজ । কনিশ্চৈষ্ঠ কলেবরে করিলে বিরাজ
এ সব ভূষণে গুরু হবে দেহ তাঁর । ইহাই অন্তরে বোধ ছিল
বিধাতার ॥

অপারি মুনিরা পুরা পুনরমারি মর্যাদরা, অতারি
কপিরা পুরা পুনরমাহি লঙ্কারিণা । অমহি অরবৈ-
রিণা পুনরবজ্জি লঙ্কারিণা, ক নাম বস্তুধাপহত
তব বশোভুখিঃ কাস্তু যিঃ ॥

ওহে ক্রিতিনাথ ! তব বশঃ রত্নাকর । অমুনিধি সহ হয়
অনেক অন্তর ॥ অগস্ত্য অমুখি করে গণ্ডুবোতে পান । 'নীমা
দারা' আর তাহা হয় পরিমাণ ॥ লতিল তাহার পার বাসর
নিচর । লঙ্কারি রাহের কোপানলে দহ হয় ॥ দেবগণ আর তাহা
করেন অমহন । আর দেখ দেখু দারা হইল বন্ধন ॥ আর একার
অমুখির সহ মহাশয় । তব বশঃ অমুজের উপমা না হয় ॥
কালিদাস এ প্রকারে কহেন বধন । কষ্টকর করিয়া মন
অভিহর গণ ॥ পরকমে তারা তাহা কহিলে নাগিনী । 'ভোজ-
রাজা কালিদাসে তখন কহিল ॥ সুতরং কবিতা আমি করিলে

অবণ। লক্ষ টাকা দিব এই করিয়াছি পণ ॥ কিন্তু এ সকল
শ্লোক অভিনব নহে। কালিদাস অবিলম্বে পুনঃ শ্লোক কহে ॥

স্বস্তি শ্রীভোজরাজ ত্রিভুবন বিজয়ী ধার্মিকঃ সত্য-
বাদী পিত্রা তে মে গৃহীতা নব নবতিযুতা রত্ন-
কোটি ট মদীয়া। তাং স্বং মে দেহি শীঘ্রং সকল-
বুধজ্ঞনৈর্জ্ঞাতো সত্য মেতৎ নোবা জানন্তি কেচি-
মবকৃত মিতি চেৎ দেহি লক্ষং ততো মে ॥

ওহে ত্রিভুবনজয়ী ভোজ দণ্ডপাণি। ধার্মিক ও সত্যবাদী
আপনারে জানি ॥ সর্বতো প্রকারে হোক মঙ্গল তোমার। হে
রাজন! তব পিতা মিকটে আমার ॥ নিরানই কোটি ট রত্ন
করেন উদ্ধার। ঋণ হোতে মুক্ত কর জনকে তোমার ॥ সম্বরে
আমাকে মুদ্রা করুন অর্পণ। মিথ্যা এ আমার বাক্য ভেবনা
এমন ॥ আপনার সভাস্থ পণ্ডিত জনগণে। বিদিত আছেন ইহা
জানিতেছি মনে ॥ যদিহা ইহার না থাকেন বিদিত। তবে
মম এই শ্লোক নুতন প্রণীত ॥ নুতন কবিতা ভুমি করিলে অবণ
লক্ষ মুদ্রা দিবে তব প্রতিজ্ঞা এমন ॥ সেই লক্ষ মুদ্রা দান করিয়া
একগণে। প্রতিজ্ঞা পালন কর আমার বচনে ॥

কালিদাস এই শ্লোক পঠিল যখন। অবাক হইয়া রহে শ্রুতি-
ধর গণ ॥ ভোজ নরপতি এই কবিতা অবণে। অসামান্য
শ্রীতি লাভ করিলেন মনে ॥ সপ্তমুখের রাজ্য ভাগ করিব প্র-
লাভ। এসত, ভাষিয়া মনে ভোজ মতিমার ॥ মসিলেন কালি-
দাসে পশ্চাত্ত করিয়া। কালিদাস ভূপতির স্নেহ ভাব দেখিয়া ॥
অবিলম্বে লুপ্ত কিছু দিতে হবে দান। তাই ভোজ করিলেন
একপা বিধান ॥ কালিদাস পুনঃ শ্লোক করিয়া প্রচর। ভোজ
লক্ষ্যার্থন করি করেন পঠন ॥

শ্লোক ।

মাংগাঃ প্রতুপকার কাতরধিয়া বৈমুখ্য মাকর্ণয়
ত্রীভোজেন্দ্র বসুন্ধরাধিপ সুধাসিক্তানি স্মৃত্তানি মে ।

বর্ণ্যন্তে কতি নাম নার্গবনদীভূগোলবিস্ক্যাটবী-

বঞ্ঝামারুতচন্দ্রমঃ প্রভৃতয়ন্তেভ্যঃ কি মাগুং ময়া ॥

ওহে ভোজ ! বলিতেছি তোমায় এখন । মম সুধাসিক্ত
পদ্য করহ শ্রবণ ॥ প্রতুপকারের জন্য ভয় তাবি মনে । কা-
তর হোওনা মম কবিতা শ্রবণে ॥ সরিৎ মাগর আদ ভূগোল
ও বন ॥ অরণ্য ও সমীরণ রেবতীমোহন ॥ অচেতন পদার্থ
যে হয় দরশন ॥ তাদেরও করিয়া থাকি আমরা বর্ণন ॥ তাহা-
দের কাছে কিছু লাভ নাহি হয় । কি কারণে আপান তাবেন
মনে ভয় ॥

মহাপদ্য সমাপ্ত ।

মহাপদ্য বলিয়া যাহা পরিগণিত আছে তাহা হইতে এই
অবধি প্রাপ্ত হইলাম । অপর একটি এমনত শ্লোক আছে, যে
ভোজরাজা ঐ শ্লোক শ্রবণ করিয়া কালীদাসকে এমনত একটি
শ্লোক প্রদান করিয়াছিলেন, যে তালবৃক্ষের মস্তকের উপরে
বেঁটাকা আছে আপনি তাহা লইবেন কালীদাস স্বীয় বুদ্ধিবলে
তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন । সেই শ্লোকটি ছাত্রবোধ আদি
অনেক পুস্তকে আছে, পাঠক মহোদয়গণ সহজেই বিধিত
হইতে পারিবেন ।

শ্রদ্ধাকরকব্য ।

মেঘদূত কাব্য । ।

মূল

কশিৎ কাস্তা বিরহ গুরুণা স্বাধিকার প্রমত্তঃ
শাপে নাস্তুঃ গমিত মহিমা বর্ষভোগ্যেন তর্ভুঃ ।
যক্ষচক্রে জনক তনয়া স্নান পুণ্যোদকেবুসিত্ব
ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্যাশ্রমেবু ॥ ১ ॥

মূল

ভাষা । কুবেরানুচর কোন যক্ষের নন্দন । আপন প্রভুর আজ্ঞা
করিয়া লঙ্ঘন ॥ বনিতা বিরহ শাপ তাহাতে লভিল । আর সে
সময়ে তার মাহাত্ম্য হরিল ॥ জানকীর স্নান দ্বারা পবিত্র সে জল
আর নানা বৃক্ষাদির ছায়া স্পর্শীতল ॥ এমত আশ্রম বাহা অতি
শোভমান । রামগিরি পর্বত বলিয়া অভিধান ॥ এক বর্ষকাল
নিজ শাপের কারণ । অবস্থিতি করে তথা যক্ষের নন্দন ॥ ১ ॥

মূল

অগ্নিন্নদ্রো কতিচিদবনাবিপ্রযুক্তঃ সকাশী নীত্বা-
নামান কনক বলয় ভ্রংশ রিক্ত প্রকোষ্ঠঃ । আবাঢ়স্য
প্রথম দিবসে মেঘমাল্লিফ্টনানুং বপ্রকীড়াপরি-
ণত গজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ ॥ ২ ॥

৬

মূল

ভাষা । রমণীর বিরহেতে শীর্ণ দেহ হয় । প্রকোষ্ঠ হইতে ধনি
পড়য়ে বলয় ॥ ইন্দ্রিয় নিরত যক্ষ পূর্বোক্ত পর্বতে । কিছুকাল
বাস করি রহে কোনমতে ॥ আবাঢ়ের আন্য দিন হইলে উদয় ।
বরবার উপক্রম সে সময়ে হয় । পর্বতের উচ্চ ভাগে দেখে
ধান্নাধর । কীড়া জন্য নলীকুন্ত ঘেন করিবর ॥ ২ ॥

মূল ।

তব্যাংগুণা কথমপি পুরঃ কেতকাখ্যমহে তব্রহ্ম-
কীৰ্ত্তি শ্চিত্রমমুচরে। রাশরাজস্য দমোঃ । মেঘা-
লোকে তবতি সুখিনোপ্য ন্যথাহুস্তিচেতঃ কাশী।
স্নেহপ্রণমি নিজনে কিং পুনর্দূরমংহে ॥ ৩ ॥

যে বর্ষাতে নিরাক্ষিপে নবজলমরে । স্বদারভোপীর-অয়ে
বিকার অন্তরে ॥ বনিতা বিরহে যার ব্যাকুল হৃদয় । সে ব্যক্তি
ব্যথিত হবে আশ্চর্য্য এ নয় ॥ বরিষার আগমনে বনিতা বি-
হনে । কুণেরের অমুচর নকাতর মনে ॥ কেতকীপ্রকুরকর
নিরক্ষে দেখিয়া । সজল গোচনে মধু চিত্তার হইয়া ॥ বনিতার
মনে মনে করিয়া শ্রবণ । কিছু কাল সেই স্থানে করিয়া
যাসন ॥ ৩ ॥

মূল ।

প্রত্যামনে নতসিদিয়িতা জীবিতালম্বনার্থং জীমূ-
তেব স্বকুশলময়ীং হারসির্ভিন্ প্রবৃত্তিং বজ্রভায়ে
কুটিল কুন্তনৈঃ কল্পিতাম্ । যতনৈঃ প্রীতঃ প্রীতি
প্রমুখ বচনঃ স্বাগতং ব্যাজহার ॥ ৪ ॥

যখন আবিষ্ট মান করে আগমন । তখন সেই যক্ষ জনে
ভাবিল এমন ॥ আমার কুশলবার্তা যদি এইকণ্ঠে । পাঠাইয়া
পারি মধু প্রিয়ার বদন ॥ তা হলেও পারিলি যে প্রতিজ্ঞ
জীমূত । এতত আনিয়া সেই যক্ষ কুন্তনকারী নবময় লাবণ্য
বহু করে আশ্রয় । রমীর কুটিল কুন্তন করে রক্তময় জীবিত
মনে প্রীতি করিয়া । বচনেনে । এম নবিলেনে মধু কীর্ত্তি
করেন ॥ ৪ ॥

মূল ।

ধূমজ্যোতিঃ সলিল স্রুতাং সঙ্গিপাতঃ ক্রমেঘঃ
সন্দেশার্থাঃ স্তপই করণৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপনীয়ঃ
ইত্যোং মুক্যাদ পরিগণনয়নু গুহ্যকন্তং যযাচেকা-
মার্ভাহি প্রকৃতি কুপণাশ্চেতনাচেতনেবু ॥ ৫ ॥

ধূম, জ্যোতি, জল, বায়ু এই চতুষ্টয় । অচেতন পদার্থের
ষোগে মেঘ হয় ॥ সর্বোন্মিয় ঐক্যশীল হইবে যেজনু । সেই
শক্ত হয় বার্তা করিতে বহন ॥ মেঘহোতে দৌত্য-কার্য সাধন
না হয় । বিষ্ময়ের পরবশে যক্ষ সে সময় ॥ কিছুমাত্র বিবেচনা
না করি তাহার । শুভ করি প্রার্থনা জানায় আপমার ॥ ইন্দ্রি-
য়ের বশে হয় পীড়িত যেজন । বিচার থাকেনা প্রায় চেতনা-
চেতন ॥ যক্ষ সংপীড়িত ছিল বিরহে কান্তার । না হয় আশ্চর্য
তার পূর্বোক্ত ব্যভার ॥ ৫ ॥

মূল ।

জাতং বংশে ভুবন বিদিত্তে পুঙ্করা বর্ভকামাং
জ্ঞানা মিত্রাং প্রকৃতি পুরুষং কামরূপং মথোনঃ ।
তেনাধিভ্বং স্থয়িবিধি বশদূর বন্দুর্গতোহহং
যাচুঃ মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লক্ককামা ॥ ৬ ॥

আদর কবির। যক্ষ মেঘেরে তখন । সম্বোধন করি, কহে
ওহে নবযন ! ॥ পুঙ্কর ও আবর্তক আদি মেঘচর । প্রধান
প্রধান বলি গগনীর হয় ॥ তাঁহাদের বংশে শুভ হোয়েছে উদয় ।
প্রধান আশ্রয় তুমি ইন্দের নিশ্চয় ॥ এ সকল আহি আমি
বিলিত বিবেক । আর এক আছে সম মহৎ উদ্দেশ ॥ প্রার্থনা
করিলে কিছু মহৎ সঙ্গনে । বিকল-হোলেও তাহা ভাল তাহি
মনে ॥ অধম সঙ্গনে গেলে পুরিবে বাসনা । এ প্রকার যদ্যপিও
ধাকে সত্যবনা ॥ তথাপিও সে প্রার্থনা ভাল জাহি হয় । এমন

অন্তরে আমি ভাবিরা নিশ্চয় ॥ আপনার নিকটেতে যাবক
হইয়া ॥ উপস্থিত হইয়াছি অনেক ভাবিরা ॥ ৬ ॥

মূল ।

সন্তুণ্ণানাং হুমসি শরণং তৎপয়োদ প্রিয়ান্নাঃ
সন্ধেশং মে হর ধনপতিক্রোধ বিশ্লেষিতস্ত ॥ গন্তব্য
তে বসতি রলকা নাম যন্ধেশ্বরানাং বাহ্যোদ্যামস্থিত
হরশিরশ্চন্দ্রিকা ধৌতহর্ম্য ॥ ৭ ॥

ওহে মেঘ ! আমার ঈশ্বর যক্ষপতি । তাঁর শাপে আমার এ
হোয়েছে দুর্গতি ॥ কোথায় আমার কান্ধা আমি বা কোথায় ।
বিশেষ সন্তাপ মম হইয়াছে তায় ॥ হে পয়োদ ! জানি তব
মহিমা প্রচুর । সন্তুণ্ণ গণের তুমি তাপ কর দূর ॥ একারণ
সবিনয়ে করি নিবেদন । রূপা প্রকাশিয়া, মম প্রিয়ার কারণ ॥
আমার সংবাদ দিয়ে এস একবার । তাহা হোলো রলকা হইবে
জীবন তাহার ॥ বাহ সেই কুবেরের অলকাপুরীতে । কোন
ক্লেশ হইবেনা সে স্থান চিন্তিতে ॥ বহিঃস্থ উদ্যানে তব আছেন
তথায় । তাঁর ভালাকৃত চন্দ্রকলার জ্যোৎস্নায় ॥ খবলিত হোতে
আছে হর্ম্য সমুদায় । দেখিলেই জানিবে, কি বলিব তোমার ॥ ৭

মূল ।

স্বাক্ষাক্ষং পবন পদবী মুদুহীতালকাস্তাঃ প্রেক্ষি-
য্যন্তে পথিক বনিতাঃ প্রাত্যহ্নাদ্যসত্যঃ । কঃ
সমক্ষে বিরহ বিধুরাং স্ব্যাপেক্ষেত জার্যং ন
ম্যাদন্যোপ্যহ মিহ অনো সঃ শরীধীর রতিঃ ॥ ৮ ॥

হে মেঘ ! উদ্ভিলে তুমি বায়ুপথোপরি । প্রতিকরনিতা সব
উদ্ভৃষ্টি করি ॥ অনিমিত্তে তোমাকে করিবে কলশক । আমার
কারণ, তব হেরি আগমন ॥ তাহা হোলো আমার হইবে এই
বনে । পূর্বে আনিবেন গতি করদাগমরে ॥ ওহে জ্ঞাত !

বিদেশ হইতে জনগণ । আসিবে না বরবার ভেব না এমন
 স্থির কারণে তুমি হইয়া সজ্জিত । গগণমার্গেতে যদি হও উপ-
 স্থিত ॥ মম সম পরাধীন যদি নাহি হয় । বনিতার বিরহ
 যাতনা কেবা সর ॥ ৮ ॥

মূল ।

মন্দং মন্দং নুদতি পবন শ্চা নুকুলো বধা স্বাং
 বামশ্চায়ং নদতি মধুরং চাতকান্তে মগর্ভঃ । গর্তা-
 ধান ক্রমপরি চয়ং নূন আবক্ষ্যামাঃ সেবিষ্যন্তে
 নয়ন সুতপং খে ভবন্তং বলাকাঃ ॥ ৯ ॥

ওহে মেঘ ! অনুকূল হইয়া পবন । তোমাকে গমন জন্ত
 করিছে প্রেরণ ॥ আর তব বামভাগে চাতক থাকিয়া । করিবে
 মধুর রস বিভোর হইয়া ॥ অতএব বিলম্ব করিহ কেন আর ।
 অবিলম্বে যাত্রা তুমি কর এই রার ॥ একাকীও তুমি নাহি
 গমন করিবে । আকাশ পথেতে তুমি যখন উঠিবে ॥ তোমার
 সম্পর্কে গর্ত নিবেক কারণ । উৎসুক হইয়া যাবদীয় বক গণ ॥
 শ্রেণিবদ্ধ হোয়ে সেবা করিতে তোমার । কোনমতে বিলম্ব
 করিও নাহি আর ॥ ৯ ॥

মূল ।

ভাষ্কবস্তং দিবস গণনা তৎপরা যেকপত্নী মর্যা-
 পত্না মরিহতগতি দ্রাক্ষসি ভাতৃজায়াং । আশাবন্ধঃ
 কুন্তুম সদৃশং প্রায়শো হ্যজ্ঞনানাং । মদ্যঃ পাত্তি
 প্রণয়ি হৃদয়ং রিপ্রযোগে কণঙ্কি ॥ ১০ ॥

ওহে ভ্রাত মেঘ ! তুমি করহ গমন । কোনরূপ বাধা
 প্রব হবেনা দর্শন ॥ সেই সতী যুবতী ও বিরহে ব্যথিতা । মম
 পরিণীতা তব ভ্রাতার বনিতা ॥ মম আগমনাবধি সেই চন্দ্রা-
 ননা । কেবল করিছে গলা দিবস গণনা ॥ তাহাকে শুধায়

তুমি করিয়া গমন । অবশ্য জীবনমুতা করিবে দর্শন ॥ কুসুমের
সমতুল্য নীরির হৃদয় । সদ্যই হইতে পারে বিমল উদয় ॥
সে সংশয় হইছেনা আমার অন্তরে । আশ্বাস সর্বদা এ বিষয়ে
রুদ্ধ করে ॥ ১০ ॥

মূল ।

কর্তুং যচ্চ প্রভবতি মহীমুচ্ছিলীক্লু । তপত্রাং তৎ
অদ্বাতে অবণ স্তুভগং গর্জিতং মানসোৎসুকাঃ ।
আকৈলাস । দ্বিসকিশলয় চ্ছেদ পার্শ্বেন্নবস্তঃ সম্পদ-
স্যান্তে নভসি ভবতো রাজহংসাঃ সহারাঃ ॥ ১১ ॥

ওহে বন্ধো ! তুমি তথা যাবে যে সময় । অনেকে তোমার
সঙ্গী হবে সে সময় ॥ মধুর গর্জন তব করিয়া অবণ । আকাশ
মার্গেতে যত রাজহংসগণ ॥ তোমার নিকটে আমি সঙ্গী তব
হবে । কৈলাস পর্বতাবধি সঙ্কে সঙ্কে রবে ॥ ঐ সময়েতে জানি
মরাল নিচয় । মানসবাণীতে যেতে সমুৎসুক হয় ॥ তোমার
গর্জন তারা করিলে অবণ । পাণ্ডের কাদলী খণ্ড লইয়া তখন ॥
তব সমভিব্যাহারী হইবে নিশ্চয় । কিজন্যে বিলম্ব আর কর
মহাশয় ॥ ১১ ॥

মূল ।

আপৃচ্ছ্য প্রিয়সখ সমুত্তম মালিন্য শৈল্যং যদ্যো
পুংসাং রঘুপতি পদৈ রুক্মিতং মেঘলাক্ । কালে
কালে ভবতি ভবতো মস্য সংযোগমেত্য বৈহব্যাক্তি
শিরবিরহজং মুকতো বাস্পমুকাঃ ॥ ১২ ॥

ওহে ভাই ! আরো আমি বলি ঐ সময় । গমন সময় যদি
দিস্বেদন হয় ॥ পুরোবর্তি পর্বত রে অতি উচ্চতর । আরো মনোহর
পদ চিহ্ন বক্ষোঁসর ॥ করণ করিয়া দোতা কলরেতে পারক ।
সমাকরে তাহারে করিয়া মালিন্য ॥ আরোজন কাহী তাহা

କାବ୍ୟସିଦ୍ଧିତତ୍ତ୍ୱମାର

ସିଦ୍ଧିଲା କରିବେ । ତିନି ତବ ପ୍ରିୟସଖା ନିଶ୍ଚୟ ଜାନିବେ ॥ ସମରେ
ସମରେ ତବ ଡାହାର ମହିତ । ମିଳନ ହିଲେ ସ୍ନେହ କରେ ସଂସ୍ଥା-
ପିତ ॥ ୧୨ ॥

ମୂଳ ।

ସାର୍ଗଃ ତାବଃ ଶୃଙ୍ଗୁ କଥରତ କ୍ତଃ ପ୍ରସାଙ୍ଗାନ୍ତୁକ୍ତପଃ
ସଂସ୍ପର୍ଶଃ ସେତଦନ୍ତୁଜଳଜ ଶ୍ରୋତାସି ଶ୍ରୋତ୍ରପେୟଃ ।
ଧିରଃ ଧିରଃ ଶିଖରିଷୁପନଃ ନ୍ୟାସ୍ୟ ଗଞ୍ଜାସି ସତ୍ର କୌଣଃ
କୌଣଃ ପରିଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରୋତସାଂ ଚୋପୟୁଜ୍ୟ ॥ ୧୩ ॥

ତୋମାର ଗମନ ଯୋଗ୍ୟ ପଥ ଏହିକ୍ରମ । ବଳିତେଛି, ଓହେ ମେଘ !
କର ତା ଅବନ ॥ ତତ୍ପର ସେ ସମାଚାର ଯାହିବେ ଲହିରେ । ତାହାଓ
ତୋମାକେ ବୋଲେ ଦିନ ବିଶେଷରେ ॥ ଯାହିତେ ଯାହିତେ ପଥେ
ତୋମାର ସଂସନ । ଆସ୍ତିବୋଧ ହିବେକ ଭାବିବେ ଏମନ ॥ ପର୍ବତେତେ
ପଦାର୍ପଣ ତତ୍ତ୍ୱନ କରିବେ । ତାହା ହୋଲେ ଆର ତବ ଆସ୍ତି ନା ରହିବେ
ସଂସନ ହିବେ କୌଣ ବର୍ଷଣ ଛାରାୟ । ଶ୍ରୋତ-ନୀର ଯାହା ରହେ ଅତି
ଲକ୍ଷ୍ମୀୟ । ତାହା ଉପଯୋଗ ତୁମି କରିବେ ସଂସନ । ଲକ୍ଷ୍ମୀନାଥ ଲକ୍ଷ୍ମୀ
ହବେ ତାହାତେ ତତ୍ତ୍ୱନ ॥ ୧୩ ॥

ମୂଳ ।

ଅନ୍ତେଃ ଶୃଙ୍ଗଃ ହରତିପବନଃ କିଂ ସ୍ଥିତିଦ୍ୟୁନ୍ମୁଖୀତି
ନୂତନଃ କ୍ଷୁଦ୍ରାୟ ଶକ୍ତିତ ଚକିତଃ ସୁନ୍ଦରିକାଞ୍ଜନାତିଃ ।
ହୀନାମାୟାଂ ସରସନିଚୁଳା ହ୍ୟତ୍ପତୋନୁମୁଖଃ ଧୃତିଶ୍ଚ-
ନାମାର୍ଜୀଂ ପଥି ପରିହରନ୍ କୁଳହସ୍ତାବଲେପାନ୍ ॥ ୧୪ ॥

ହେ ସେଘ ବୁଦ୍ଧାଦିଯୁକ୍ତ ଦେଶ ପରିହରି । ନନ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ମୁଖେ
ସାହ ବୁଦ୍ଧାକରି ॥ ସଂକାଳୀନ ତୋମାର ହେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗତି ହବେ । କୁଳ
ସିଦ୍ଧି ସାଧକେର ଗର୍ବ ନାହି ରବେ ॥ ପର୍ବତେର ଶୃଙ୍ଗ କି ହରିରେ ସନ୍ଧୀ-
ରଣ । ଅନ୍ତପଥେ ଯାହିତେହେ ଭାବିଲା ଏମନ ॥ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ହରେ ନବେ
ଅନ୍ତପଥେ ॥ ତୋମାକେ ଧ୍ୟାନିବେ ତାରା ନେହି ସମରେତେ ॥ ୧୪

মূল ১

রত্নচ্ছায়! ব্যতিকরইব প্রেক্ষানেতৎ পুরতাপ
বল্লীকাগ্রাৎ প্রভবতি ধনুঃ খণ্ডমাধুগলস্য। যেন
শ্যামং বপূরতিতরাং কাস্তিমান পুষ্যতে তে বহে -
ণেব ক্ষুরিতরু চিমা গোপবেশন্য বিকোঃ ॥ ১৫ ॥

ওহে মেঘ! ঐ দেখ বল্লীকাগ্রে আর। রত্নমণ্ডলের প্রভা
নয় চমৎকার ॥ ইন্দ্রধনু সযুৎপন্ন হোতেছে কেনন। তাহে তব
শ্যামবর্ণ হইবে শোভন ॥ যে প্রকার শ্রীকৃষ্ণের শ্যাম কলেবর।
বিচিত্র ময়ূরশুচ্ছ হয় শোভাকর ॥ সেইরূপ ইন্দ্রধনু দ্বারা
আপনার। শ্যামাক্ষের শোভা হবে অতি চমৎকার ॥ ১৫ ॥

মূল ১

দ্ব্যায়ত্তং কৃষিকলমিতি জুবিকারনভিজৈঃ প্রীতি
ম্নিধৈর্জনপদবধু লোচনৈঃ পীয়মানঃ। সন্ধ্যা
শীরোংকষণ সুরভিক্ষেত্র মারুহ্য মানং কিঞ্চিৎ
পশ্চাৎ ব্রজ লঘুগতিঃ কিঞ্চিদেবোত্তরেণ ॥ ১৬ ॥

ওহে মেঘ! তথ্য হোতে গমন করিয়া। মান কীর্ষে জনপদ
ক্ষেত্রেতে উঠিয়া ॥ উত্তর বিভাগ দিয়া পশ্চিম প্রদেশে। গমন
করিবে তুমি মম উপদেশে ॥ তেমিয়ার উত্তর মাঝে কৃষক সকল
ক্ষেত্র তুমি কর্ষণ করিবে লয়ে হয় ॥ তাহা হোলে তাহা অতি
সুরভি হইবে ॥ বিশেষ ভোমার তাহে প্রীতি জন্মাইবে ॥ আর
তুমি সেই স্থানে করিলে গমন ॥ তত্রাকসে সুশোভন। পুরাক্ষয়
কন ॥ কৃষিকল ভোমার সারভি বিচারিয়ে। লিখনেত্রো যব
দিকে রহিবে তাহিরে ॥

মূল ১

স্বা সাক্ষার জুবিকারনোপায়ঃ পরাধুঃ। রসময়
দাক্ষণ্যবিরিণ্ডা বাহুদার অকুটঃ। ন কুৎসাদি

প্রথম সুহৃদাপেক্ষয়া সংজ্ঞায় প্রাপ্তে মিত্রে ভবতি
বিমুখঃ কিং পুনঃ সন্ততোষ্টি ॥ ১৭ ॥

ওহে মেঘ ! ঐ স্থান ত্যজিয়া তৎপর । বাইবে যথার আম্র-
কূট গিরিবর ॥ তব জলধারা তথা হইলে বর্ষণ । দাহাদি উৎ-
পাত তাহে হবে নিবারণ ॥ সংরক্ষিত হইবেক বন সমুদায় ।
সন্তোষ লভিয়া ঐ পর্বত তাহার ॥ আপন অন্তর দ্বারা তো-
মাকে রক্ষিবে । সন্দেহ তাহাতে বাহি বিস্তর জানিবে ॥ কল্প-
মিত্র বদ্যপী আজ্ঞার দান চায় । কেহই বিমুখ কতু নাহি হয়
তায় ॥ অত্যন্ত মহৎ আম্রকূট গিরিবর । তোমাকে আজ্ঞার দিতে
দিতে হবেনা কাতর ॥ যে যে পরাণ্ড মুখ হবে তাবিনে এমন ।
ওহে তাই ! অবিলম্বে করহ গমন ॥ ১৭ ॥

মূল ।

হ্রস্বোপাস্তঃ পরিণত কন্দো্যোতিভিঃ কামনাম্বে
ত্বক্যা বড়ে শিখর মচলঃ স্নিগ্ধবেগী নবর্ণে । নুনঃ
বাণ্যভ্যমর মিথুন প্রেক্ষণীয়া নবদ্বাং মধ্যে শ্যাম-
তনইবভবঃ শেষ বিস্তার পাণ্ডু ॥ ১৮ ॥

পুনর্বার জলধরে করিয়া বিনয় । সন্মোদন করি, কহে গুন
মহাশয় ॥ আম্রকূট পর্বতের প্রান্তস্থ কাননয় আশ্রয়ক সমা-
ভীর্ণ অভ্যন্ত গোভর ॥ সেই পর্বতের শৃঙ্গে যখন উঠিবে ।
স্নিগ্ধবেগী নব বর্ণ তোমার হইবে ॥ পৃথিবীর স্তম্ভরূপ সেই
গিরিবর ॥ অধ্যস্থল শ্যামবর্ণ ছাতি শোভা কর ॥ অমর দম্পতি
গণ থাকেন তথায় । লভিবে দর্শন, নাহি সন্দেহ তাহার ॥ ১৮ ॥

মূল ৫

অমরগণঃ প্রতিমুখগণঃ সাত্ত্বমাত্মিককূট স্থানে
কীঃ জলয় গিরিমা রূপমতি স্নায়ামামঃ ॥ আশ্রয়

রেণ স্বমপি শময়ে স্তম্য নৈদাঘময়িং সত্বাভাজঃ

কলতি ন চিরেণোপকারো মহৎ সু ॥ ১৯ ॥

ওহে জলধর ! তার পশ্চাতে যখন । চিত্রকূট সম্মিথানে
করিবে গমন ॥ দূরপথ গমন করিয়া সে সময় । যদ্যপি তা-
হাতে হও ক্লান্ত অতিশয় ॥ তৎকালীন সেই চিত্রকূট গিরিবর ।
রাখিবেন তোমারে হে উচ্চ শৃঙ্গোপর ॥ কিছুমাত্র ক্লেশ তাঁর
হবেনা তাহায় ! বরঞ্চ হবেন তুষ্ট দেখিয়া তোমায় ॥ তাঁর
ব্যবহারে তুমি হোয়ে হরষিত । প্রত্যুপকারের জন্য হবে সচে-
ষ্টিত ॥ অবশ্য বর্ষণ-রূপা করি বিতরণ । পর্বতের নিদাঘায়
কোরো নিবারণ । মহতের উপকার করিলে সাধন । সত্বা-
বেতে আর্জ হোয়ে মহৎ তখন ॥ কলপ্রদ হোয়ে কল করেন
প্রদান । অধিক কি কব আর তব বিদ্যমান ॥ ১৯ ॥

মূল ।

হিষ্টা তস্মিন্ বনচরবধুভুক্ত কুঞ্জেশ্বরুর্ভূতঃ তৌমোৎ-
সন্ন্য ক্রততরগতি স্তম্ভপরং বভ্রু তীর্ণঃ । রেবাং
দ্রক্ষ্যন্ত্য পল বিষয়ে বিজ্ঞাপাদে বিশীর্ণাং ভক্তি-
চ্ছেদৈ রিব বিরচিতাং ভূতিমঙ্গে গজস্য ॥ ২০ ॥

আর সেই পর্বতের যে সব কুঞ্জেতে । কিরাত রমণীগণ
আনন্দ মনেতে ॥ আপন আপন প্রিয় বঁধুর সহিত । ক্রীড়ায়
বিমুগ্ধ হোয়ে থাকেন নিশ্চিত ॥ তথায় মুহূর্ত কাল করি অব-
স্থান । তৎপর সত্বর পথে করিবে পয়ান ॥ বাইতে বাইতে
তব জল সমুদায় । নিঃশেষ হইবে তুমি অনাসে তাহায় ॥
হইবে বিশেষ ক্ষম সত্বর গমনে । উপস্থিত হবে বিজ্ঞা গিরির
সদনে ॥ উপল রাশিতে তাহা বিষম ভীষণ । জনাগম্য, তার
শৃঙ্গে করি আরোহণ ॥ তথা হোতে রেবাস্রবী করিবে দর্শন ।

রেবার যে নীর তাহা অত্যন্ত শোভন ॥ ঐ জন মদমত্ত মাত-
 কের গায় । বিরচিত বিভূতির মম শোভা পায় । রেবার সলিল
 ভুমি করিলে দর্শন । অবশ্য আশ্চর্য্য তব জন্মিবে তখন ॥ ২০ ॥

মূল ।

তস্তা স্তিতৈর্কনকজমদৈ রাসিতং বাস্তবৃষ্টি
 জম্বুকুঞ্জ প্রতিহতরয়ং তোয় মাদায় গচ্ছেৎ ।
 অন্তঃসারং ঘনভুলয়িত্বং নানিলঃ শক্ষ্যতি স্থাৎ
 রিক্তঃ সর্বো ভবতি হি লঘুঃ পূর্ণতা গৌরবায় ॥ ২১ ॥

ওহে ভ্রাত ! আর ঐ রেবার জীবন । বন্য মাতকের মদ-
 জলে অনুকণ । সুবাসিত হয়ে আছে জানিবে নিশ্চয় । ভুমি যদি
 জলশূণ্য হও সে সময় ॥ রেবার সুগন্ধ জলে ভ্রাত বহিয়াছে ।
 জম্বুকুঞ্জাবধি প্রতিহত হোয়ে আছে ॥ সেই জল সংগ্রহ করিয়া
 সেইকণ । অনায়াসে তথা হোতে করিবে গমন ॥ ওহে ঘন !
 তব অভ্যন্তরে আছে সার । একান্ত পবন তব সহ আপনার ॥ ভু-
 লনা করিতে নাহি হবে ক্ষমবান । ফলতঃ জানিবে ভুমি এমত
 প্রমাণ ॥ রিক্ত হইলেই হয় লঘুতা নিশ্চয় । পরিপূর্ণতায় হয়
 গৌরব উদয় ॥ ২১ !

মূল ।

নীপং দৃষ্ট্বা হরিতকপিষং কেশরৈ রজ্জ্বলৈঃ,
 রাবিভূত প্রথম মুকুলাঃ কন্দলী শ্চানুকচ্ছৎ ।
 দক্ষারণ্যেঋষিক সুরভিঃ গন্ধমাত্রায় চোৰ্ক্যাঃ,
 সারঙ্গাস্তে জললবমুচঃ সূচয়িত্বা স্তি মাংগং ॥ ২২ ॥

ওহে মেঘ ! আর আমি করি নিবেদন । কণামাত্র যদি শুধা
 কর বরিষণ । কুতুম নিচয় তাহে হবে বিকসিত । কন্দলু বৃক্ষের
 হবে শোভা যথোচিত ॥ অমর নিকল তাহা করিয়া দর্শন । মধু
 পানোৎসবে মুগ্ধ হইয়া তখন ॥ পথ প্রদর্শক তারা নিশ্চয় হইবে

তোমার গমন জন্ত পথ দেখাইবে ॥ ওহে মেঘ ! আর সেই
জলের সময় । নব মুকুলিত হবে কন্দলী নিচয় ॥ ভক্ষণ মানসে
যাবদীয় মুগগণ । আনন্দিত হোয়ে তথা করিবে গমন । সেই
সব মুগগণ নিশ্চয় জানিবে । তোমার গমনপথ জাপক হইবে ॥
দবদাহ দ্বারা দগ্ধ মৃত্তিকায় আর । তোমার প্রদত্ত জল হইলে
সঞ্চার ॥ সুরভি সৌগন্ধ যুক্ত হইবে তখন । আনন্দিত হোয়ে
যত গজযুথ গণ ॥ তাহারাও তব বস্ন-বোধক হইবে । আর
যে সময়ে তুমি বর্ষণ করিবে ॥ তব জল ভক্ষি যত চাতক
নিচয় । তব জলপাতে হোয়ে পুলক হৃদয় ॥ তব জলকণা পান
করিয়া তখন । দেখাইবে পথ, তব গমন কারণ ॥ ২২ ॥

মূল ।

অম্ভোবিন্দু গ্রহণ রতসংশ্চাতকান্ বীক্ষ্যমাণাঃ
শ্রেণীভূতাঃ পরিগণনয়া নির্দিশন্তো বলাকাঃ । দ্বামা-
সাদ্য স্তনিত সময়ে মানয়িষ্যন্তি সিদ্ধাঃ সোৎ-
কম্পানি প্রিয় সহচরী সন্তু মালিন্জিতানি ॥ ২৩ ॥

ওহে মেঘ ! তোমার গর্জনকালে আর । স্মর শরে পীড়িতা
কম্পিতা অবলার ॥ বাহু দ্বারা আলিঙ্গিত হোয়ে সিদ্ধগণ ।
করিবেন সবে তব মান সন্মুদ্বন ॥ চাতক নিকর তব কণামাত্র
জল । লভ্য করি' প্রকাশয়ে উৎসব কেবল ॥ এই সব চাতকের
উৎসব তখন । পূর্ব উক্ত সিদ্ধগণ করেন দর্শন ॥ ওহে ঘন !
আর তব গর্জন সময় । যাবদীয় বক সব শ্রেণীবদ্ধ হয় ॥ আপন
আপন প্রেরণীকে সিদ্ধগণ । গণনা করিতে তাহা বলেন
তখন ॥ ২৩ ॥

মূল ।

উৎপল্যাশি ক্ষুরমপি সখে সৎ প্রিয়ার্ঘ্যে যিষাদেঃ
কালক্ষেপং ককুভুঃ সুরভৌ পরীতে পরীতে তে ।

শুক্লাপাঈঃ সজল নয়নৈঃ স্বাগতীকৃত্য কেকাঃ

প্রত্যাভ্রাতঃ কথমপি ভবান্ গন্তু মাশু ব্যবসেৎ ॥ ২৪ ॥

সখে ! মম প্রিয়া জন্য করিবে গমন । দেখিতেছি, সত্য
তাঁহে আছে তব মন ॥ পৰ্বতাদি পথ দিয়া যাইতে তোমার
বিলম্ব হইবে নাহি অন্যথা তাহার ॥ একারণ বলি, শুব্রবর্ণ শিখি
গণে । অপাঙ্গ নেত্রেতে আর সজল নয়নে ॥ তোমার স্বাগত
প্রশ্ন অবশ্য করিবে । প্রত্যাভ্রাত হোয়ে ভুমিসহরে যাইবে ॥ ২৪ ॥

মূল ।

পাণ্ডুচ্ছায়োপবন রতয়ঃ কেতকৈঃ স্মৃতিভিন্নৈ নীড়া

রস্তে গৃহবলিভুজা মাকুল গ্রামচৈত্যাঃ । স্বয্যাসনে

কল পরিণতি শ্যামজম্বূবনাস্থাঃ সম্পৎস্যন্তে

কতিপয় দিন স্থায়িহংসা দর্শনাঃ ॥ ২৫ ॥

হে মেঘ ! নিকটবর্তী হইবে যখন । দশার্ণ প্রদেশ কিছু
দিনের কারণ । হইবে সম্পত্তিশালী তাঁহাতে নিশ্চয় । প্রফুল্ল
কেতক দ্বারা বন সমুদয় ॥ অনির্কচনীয় শোভা ধারণ করিবে ।
গৃহস্থিত কাক যত নীড় নির্মাইবে ॥ উচ্চ উচ্চ গ্রামস্থ পাদপ
প্রায় তায় । ব্যাকুলিত হইবেক বলিনু তোমায় ॥ আর জম্বু
কল যত হোয়ে পরিণত । শ্যামবর্ণ ধরিবেক শোভা তার কত ॥
আর হংসকুল যত দেখিয়া তোমায় । কিছু দিবসের জন্য
রহিবে তথায় ॥ ২৫ ॥

মূল ।

তেষাংদিক্শু প্রথিত বিদিশা নক্ষণাং রাজধানীং

গত্বা সদ্যঃ কল মতিমহৎ কামুকত্বস্য লব্ধ্বা । তীরো-

পাস্ত স্তনিত স্তনগং পাস্যসি সুদুষ্কৃতং স্তম্ভভঙ্গং

মুখমিব পয়ো বেদ্রবত্যা শ্চলোন্মি ॥ ২৬ ॥

দশার্ণদেশের এক দিকেই শোভিতা । রাজধানী বিদিশা
আছে সংস্থাপিতা ॥ সেই বিদিশায় তুমি করিলে গমন ।
মহাফল অনাশে করিবে উপার্জন ॥ বেত্রবতী নদীর সুস্বাদু
নীর অতি ॥ ক্রতঙ্গি সংযুক্ত, যত প্রথমা যুবতী ॥ শশাকের
সম আস্য অতি সমুজ্জল । তাহাদের মুখামৃত সম সেই জল ॥
ওহে ঘন ! তথা তুমি করিয়া গর্জন । সেই জল পান করি হবে
তৃপ্ত মন ॥ ২৬ ॥

মূল ।

নীচৈরাখ্যং গিরিমধিবসে স্তত্র বিশ্রামহেতো স্তৃৎ
সম্পর্কং পুলকিত মিব প্রোঢ় গুট্পৈ কদম্বৈঃ । যঃ
পণ্যস্ত্রী রতি পরিমলোদ্ধারিতি নগরাণা মুদ্গা-
মানি প্রথয়তি শিলা বেষ্মভি যৌবনানি ॥ ২৭ ॥

বিশ্রাম করিবে যথা শুন বারিধর । বিদিশার অধিনস্থ
নীচ গিরিবর ॥ সেই পর্বতেতে গিয়া বিশ্রাম করিবে । অপার
আনন্দ তুমি তাহাতে লভিবে ॥ পণ্য স্ত্রীদিগের যেন বিলাস
ভবন । সুরতি সৌগন্ধ করে সর্বদা বহন ॥ সেইরূপ হয় ঐ
নীচ গিরিবর । সর্বদা সৌগন্ধ যুক্ত জন মনোহর ॥ সৌগন্ধ
সংযুক্ত যত প্রস্তুত ভবন । তাহাতে ভাবিবে তুমি অন্তরে এমন ॥
পণ্যস্ত্রীদিগের প্রোঢ় যৌবন বিস্তার । করিতেছে, যেন বোধ
হইবে তোমার ॥ আর সেই গিরিবর ওহে জলধর ! তোমার
সংসর্গে হবে পুলক অন্তর ॥ ২৭ ॥

মূল ।

বিশ্রান্তঃ সন ব্রজ নগনদী তীরজাতানি সিধ-
মুদ্যানানাং নবজনকশৈ যুথিকা জালকানি ।
গণ্ডশ্বেদাপনয়নকুজা ক্লান্তকর্ণোপলানাং ছায়া-
দানাং কণপরিচিতঃ পুষ্প নারী মুখানাং ॥ ২৮ ॥

আর এক কথা বলি তোমার সদনে । ওহে বারিধর ! তব
দর্শন বিহনে ॥ মালাকারগভ্রীগণ হইয়া ছঃখিত । জলসেক
করে রক্ষে, কক্কি যথোচিত ॥ কর্ণোৎপল যুক্ত মুখ অরবিন্দ
প্রায় । মর্শ্মাক্ত হইয়া, হয় বিবর্ণ তাহায় ॥ তব ছায়া তাহাদের
করিলে প্রদান । পরীচিত হবে, আর পাবে বহুমান ॥ ওহে
মেঘ ! আর তব সম্পর্কে নিশ্চয় । যুথিকা প্রভৃতি যত পুষ্প
রক্ষয় ॥ মুকুলিত হোয়ে যেন হবে পুলকিত । তথায় বিশ্রাম
ভুমি করিবে কিঞ্চিৎ ॥ তথাকার উদ্যানস্থ রক্ষ বাটিকায় ।
তব নব জল সেক করিবে তুরায় । কিছুক্ষণ সেই স্থানে বিশ্রাম
করিবে । তৎপর সে স্থান ত্যজি গমন করিবে ॥ ২৮ ॥

মূল ।

বক্রঃপত্নী যদপি তবতঃ প্রস্থিতম্যোত্তরাণাং সৌ-
ধোঃ নক্ষ প্রণয় বিযুখো মাচতুরজ্জয়ন্যাঃ । বিছা-
দাম ক্ষুরণ চকিতৈ শুভ্র পৌরাঙ্গনানাং লোভা-
পাঙ্কৈ যদি ন রমসে লোচনৈ বঞ্চিতোমি ॥ ২৯ ॥

ওহে মেঘ ! উত্তরেতে যাইবে নিশ্চয় । উজ্জয়িনী যেতে
যদি বক্র পথ হয় ॥ উজ্জয়িনী নগরের রাজার সদন । দর্শন
স্পর্শনে ক্ষোভ রেখনা তখন ॥ যদিও সরল পথ না হয় তোমার
তথাচ তথায় ভুমি যাবে একবার ॥ নগরীস্থ নারীদের নয়ন
সহিত । যদ্যপি না কর ক্রীড়া তা হোলে নিশ্চিত ॥ নিতান্ত
বঞ্চিত বোধ করিব তোমায় । তাহাদের নেত্র অসামান্য শোভা
পায় ॥ অপাঙ্ক চঞ্চল সদা অতি সুশোভিত । বিছাভের প্রভার
লক্ষ্য সচকিত ॥ অতএব তাহাদের নয়ন দর্শন । করিলে অসীম
দুখ লভিবে তখন ॥ ২৯ ॥

মূল ।

বীচিকোভ স্তমিত বিহগ শ্রেণীকণ্ঠাশ্রয়ঃ
সংসর্গস্ত্যঃ স্থলিত স্তমিতঃ দর্শিতাবর্তলাভেঃ । মি-
র্কিষ্কায়্য পথি তব রসাত্যস্তরং সন্নিপত্য স্ত্রীণা-
মাদ্যং প্রণয় বচনং বিভ্রমো হি প্রিয়েষু ॥ ৩০ ॥

যখন ঘাইবে তাই ঐ পথ ধরি । মির্কিষ্কায়্য নদীর রস অনুভব
করি ॥ পথবাহী হোয়ে যাবে আনন্দ মনেতে । তোমাকে দর্শন
করি তরঙ্গ ফোভেতে ॥ নদীর বিহগ শ্রেণীকণ্ঠ কাঙ্ক্ষীশ্রয় ।
শব্দ করি প্রকাশ করিবে তব গুণ ॥ জার সে তোমাকে তার
আবর্ত স্বরূপ । নাতিদেশ দেখাইবে অতি অপকূপ ॥ ওহে
তাই ! প্রিয় প্রতি বিভ্রম প্রকাশ । প্রথমানুরাগ বাক্য ইহাই
জাত্য ॥ তরঙ্গিণী ঐ রূপ করি ব্যবহার । প্রথমানুরাগ তার
করিবে প্রচার ॥ ৩০ ॥

মূল ।

বেণীভূত প্রতনু সলিলা তাম তীতন্য সিকুর্নশাভু-
চ্ছায়া তটরহতরুভ্রংশিভিঃ শীর্ণপর্ণৈঃ । মৌতাপ্য
স্তে স্তমিত বিরহাবস্থ যা ব্যঞ্জয়ন্তী কাশ্যঃ সেন
তাজতি বিধিনা সন্তয়ে বোপপাশ্চ ॥ ৩১ ॥

হে তাই । মির্কিষ্কায়্য নদী হইতে তখন । সিকু সন্নিপত্য স্থানে
করিবে গমন ॥ তোমার বিরহ বশে কি দশা তাহার । ইহিয়াছে
অভিশয় ক্লেশতা আকার ॥ বাহাতে সে দশা তার পরিচায়
হয় । অবস্থ করিবে কুমি হইয়া সদয় ॥ যে অবস্থ বিরহিতা কো-
রেছ তাহারে । এক বেশী কপে ব্যক্তি বহে অপকূপে ॥ তির-
সিত রূপ হোতে পরাবি পড়িয়া । ইহিয়াছে নদী পাশু
বরণ হইয়া ॥ ৩১ ॥

কাব্যমিত্ত কবিতা

মূল ।

প্রাপ্যাবস্তী হৃদয়নকথাকোবিদজ্ঞান বুদ্ধাং, পূর্বো
দিক্টা মনুসর পুরীং জীবিশালাং বিশালাং । স্বপ্নী-
ভূতে সুচরিতকলে স্বর্গিণাং গাং গতানাং, শেষেঃ
পুণ্যে হত মিব দিবঃ কান্তিভং খণ্ডমেকং ॥ ৩২ ॥

তৎপর অবস্থা দেশ হইয়া তখন । উজ্জয়িনী নগরীতে ক-
রিবে গমন । সুপ্রসিদ্ধ বৎসেশ্বর খ্যাত ধরনীতে । তাঁর কথা
শুনিবে সকল নগরিতে ॥ ওহে তাই ! ঐ স্থান খনাদি কারণ ।
বিশেষ নৌভাগ্য শোভা কোরেছে ধারণ ॥ তাহাতে অন্তরে
হয় এমত উদয় । স্বর্গীয় পুরুষদের হোতে পুণ্য ক্ষয় ॥ পৃথিবীতে
ভারা পুনঃ করিলে গমন । সেই সব মহাআর স্থিতির কারণ ॥
তাঁহাদের অবশিষ্ট পুণ্যেই নিশ্চিত অমরার এক খণ্ড হয়েছে
আনীত ॥ ৩২ ॥

মূল ।

দীর্ঘীকূর্বন পট মদকলং কুজিতং সারসানাং প্রভু-
যেষু স্ফুটিত কমলা মোদমৈত্রী কবায়ণা যত্র
জ্ঞীণাং হরতি সুরতপ্তানি মঙ্গানুকূলঃ সিপ্রাবাতঃ
প্রিয়তমইব প্রার্থনা চাটুকারঃ । ৩৩ ॥

কবিতাঃ সৈদেশ শোভে বিবিধ শোভায় । শিপ্রা- নামে নদী
এক আছয়ে তথায় ॥ প্রভুযে তাহার বায়ু করিয়া স্ফুটন । বি-
লাসের আশ্রিত শান্তি করে নারিগণ ॥ অপূর্ণ সেখানে তুমি গমন
করিলে । সারস বিহীন কুল তোমাকে দেখিলে ॥ করিবে
অল্পর রবে রব করিবার । তুমিও তাহাতে সুখী হইবে অ-
পার ॥ ৩৩ ॥

মূল ।

আলোদ্রীণৈঃ কপটিভবণঃ কেশসংকারপুণৈর্নব
 ক্রীড়াঃ ভবন-নিধিভিঃ স্তম্ভনৃত্যোপহারঃ । হর্ষো-
 দ্যন্যঃ কুসুমহরতিম্বলবিরাটরাজা তাত্ত্ব । যেনঃ
 বলিত্ত নমিত্তা পাদপ্রাগ্যাহিত্যে ॥ ৩৪ ॥

ওহে অলবরা তুমি আনন্দ মনেতে । উজ্জয়িনী নগরীর
 সুরমা হর্ষোতে ॥ কনকাল স্তম্ভ তথা করি অবস্থান । চতুঃপদ
 নামে পরে করিবে প্রদান ॥ উজ্জয়িনী নগরীর হর্ষো যতক্ষণ ।
 গ্রহিবে, বাড়িবে তব দেহ ততক্ষণ ॥ সুগন্ধিত সুগন্ধারা রসমী
 মিকর । করয়ে বিদ্যান কেশ গৃহের ভিতর ॥ যে ঘুম বি-
 রত হয় গবাক্ষ দ্বারায় । অবশ্য মিলিত হবে তাহা তব গায় ॥
 পরীরের পুষ্টি তাহে হইবে মাখন । অমর সৌন্দর্যে যাবে কৃতি
 তব মন ॥ আর সে সময়ে তথাকার শিখিমণ । কবু মেহ বলে
 হারা হইয়া মগন ॥ নৃত্যরূপ উপহার করিয়া প্রদান । বিশেষ
 রূপেতে তব রাখিবেক মান ॥ ওহে ভাই । আর যে হর্ষোতে
 আপনাত্রে । বলিতেছি কনকাল স্থিতি করিব্যরে ॥ নহে যে
 সামান্য, তাহা আত চমৎকার । বিভিন্ন কুসুম দ্বারা সোজিত
 অপার ॥ পুষ্পের হরতি লাভ তথায় করিবে । কাহারও মতো
 তব বর্জিত হইবে ॥ আর অপরাহ্নকালে তরনী মিকর । পর
 বিহারার্থে হয় তথায় উদয় ॥ তাহার চরণদ্বয় সনকে রঞ্জিত ।
 তাহার চিকরে হয় সে স্থান চিকিত ॥ তাহাও বিশেষ শোভা
 কি বলিব আর । শব্দ করিয়া শ্রীক কনকাল সৌন্দর্য । অলবরা

মূল ।

উক্ত । কনকালস্থিতি করিয়া তাহার বীজমালা পুষ্প
 দ্বারা সজিত করে । পর চতুঃপদ । কনকাল

কুবলয়রজে গন্ধিভি গন্ধবত্যা স্তোয়ক্রীড়া বিরত-
সুবতি স্নানতিষ্ঠে মরুভিঃ ॥ ৩৫ ॥

ওহে মেঘ। সেই স্থানে থাকি কিছু ক্ষণ। চণ্ডেশ্বর-ধামে
ভূমি যাইবে যখন ॥ চণ্ডেশ্বর-পার্শ্বদেৱা সাদরে তোমায়।
দর্শন করিবে নাহি সন্দেহ তাহার ॥ তাহার কারণ তব ছবি
চন্দ্রকাব। শঙ্করের নীলবর্ণ কণ্ঠের আকার ॥ প্রভুর কণ্ঠের
রূপ করি দরশন। বিশেষ আনন্দে হবে তাহার মগন ॥ ওহে
ভাই। তথা হোলে গমন তোমার। ঐহিক ও পারত্রিক
উভয় প্রকার ॥ উপকাব উপলব্ধি নিশ্চয় হইবে। একারণ চণ্ডে-
শ্ববে অবস্থা যাইবে ॥ আর সেই স্থানে আছে নদী গন্ধবতী।
জলক্রীড়া করিবারে বিস্তর সুবতী ॥ প্রতিদিন সেই জলে
করবে গমন। তাহারদেব স্নানীরাদি সৌগন্ধে রঞ্জন ॥ সুরভি
পবন তাহা হবণ করিয়'। যুজুভাব ধবি যায় উপবন দিয়া ॥
মন্দ মন্দ কম্পান্বিত হয় তরুগণ। সে শোভাও সেই স্থলে
করিবে দর্শন ॥ আব তথা গেয়ে হয় পাপ তিরোহিত। যদ্যপি
তোমার থাকে দুষ্কৃতি সঞ্চিত ॥ তথায় সে পাপ তব হইবে
খণ্ডন। চণ্ডেশ্ববে অত্যাব্যস্ত করিবে গমন ॥ ৩৫ ॥

মূল।

অপানান্মিন্ জলবরমহাকাল মাসাদ্য কালে
স্নাতব্যঃ তেননয়ন বিষয়ং যাবদভোতি ভানুঃ।

কুর্কন্ সঙ্ক্ৰাবলি পটহতাঃ শূলিনঃ শ্লাঘনীয়া যাম-

স্রাণাঃ কস মবিকল' লপস্যতে গর্জিতানাং ॥ ৩৬ ॥

ওহে মেঘ। আর ইহা রাখিবে অন্তরে। অল্প সময়েতে যদি
যাহ চণ্ডেশ্বরে ॥ যদবধি নেত্রপথ ত্যজিয়া তপন। বহির্ভূত
নাহি হন, দেখিবে এমন ॥ অর্থাৎ যাবৎ সঙ্ক্ৰা না হবে উদয়
তাবৎ তথায় ভূমি রহিবে নিশ্চয় ॥ সঙ্ক্ৰাবধি তথা স্থিতি

হইলে তোমার । সায়াহের পূজার যে বাণ্য উপহার ॥ তাহার
স্বরূপ ভাব ধরিবে তখন । বিশেষ তোমার আছে গভীর গর্জন
গর্জন করিলে তুমি সন্ধ্যার সময় । পটহস্ত ভাব তাহা হইবে
নিশ্চয় ॥ অর্থাৎ ঢাকের বাদ্য সমান বাজিবে । তোমার সে
ধ্বনি ধরা সার্থক হইবে ॥ ৩৬ ॥

মূল ।

পাদন্যাস ধনিত রসনা স্তব্র লীলাবধূতৈ রত্নচ্ছায়া
খচিত বলিভি শ্যামতৈ ক্লান্ত হস্তাঃ । বেশ্যা স্তম্ভো
নখপদ সুপান্ প্রাপ্য বর্ণাশ্রবিন্দুনামোক্ষান্তি
ত্বয়ি মধুকর জৈনি দীর্ঘান কটাকান্ ॥ ৩৭ ॥

ওহে মেঘ । আরো বলি তোমার সদনে । সেই চণ্ডেশ্বর
মহাকালের ভবনে ॥ বিস্তর সুকূপা বেশ্যা সমাগতা হয় । নখা-
ঘাত চিহ্ন ধরে তাদের হৃদয় ॥ তব বিন্দু বিন্দু জগ তাহার
উপর । পড়িলে তাহারা সুখ অনুভব করি ॥ ভ্রমর গংগাস্র
নাগ কটাক ছারায় । সকলেই দরশন করিবে তোমার ॥ ওহে
ঘন । আর সেই বারাজ্জাগণ । চামর ধরিয়া কবে শঙ্করে
ব্যজন ॥ যদিও তাদের হস্ত ক্লান্ত যুক্ত হয় । সঞ্চালন পদদ্বয় করে
সে সময় ॥ তাহাদের নিতম্বস্থ রসনা তখন । সুমধুর শব্দ করে,
করিলে শ্রবণ ॥ সকলের অন্তর সরস হোয়ে থাকে । তাহাতেও
সন্তোষিত করিবে তোমাকে ॥ ৩৭ ॥

মূল ।

পশ্চাচ্ছৈভুজতরুবনং মণ্ডলেনাকিলীনঃ সাক্ষাৎ
ভেজঃ প্রাভিনবজবাগুস্পরজং সখ্যামঃ । নৃত্যারম্ভে
হর গন্তপতে রাজ্জনাগাজিনেচ্ছাঃ শাক্তোদ্বৈগ-
জিমিত নয়নঃ সঙ্কটভিত্তি ভবাত্মা ॥ ৩৮ ॥

হে মেঘ । তৎপর তুমি সন্ধ্যার সময় । শিবের নর্তনকাল
হইলে উদয় ॥ অভিনব জবাপুষ্প সমান বরণ । সন্ধ্যার যেকূপ
তেজঃ ধবেন তপন ॥ সেইরূপ কূপ তুমি ধারণ করিয়া । পৃষ্ঠ-
স্থোচ্চ ভুজবলে আল্লিষ্ট হইয়া ॥ শিবের সরস কবিচন্দ্র লবে
হবি । দর্শন কবিয়া ভব-ভাবিনী শঙ্করী ॥ সুস্থির ও শান্তনেত্র
দ্বারায় তখন । তোমার অচনা ভক্তি করিবে দর্শন ॥ ৩৮ ॥

মূল ।

গচ্ছন্তীনাং নমঃ বসতিঃ যোনিতাং তত্র নক্তা
রুদ্ধা লোকে নরপতি পথে সূচিভেদে স্তমোভিঃ ।
সৌদামিনা কণক নিকষ চ্ছায়া দর্শযোক্ষীং

তোয়োৎসর্গ স্তনিত মুখবো মা চ ভূ বিক্রবা স্তঃ ॥ ৩৯ ॥

৩৯ মেঘ তুমি তথা হইলে উদয় । উজ্জসিনী নগরীর
পথ সমুদয় ॥ রাত্রিযোগে আরত হইবে অন্ধকারে । তৎকালে
করিবে দয়া অভিসারিকারে ॥ প্রিয়তম স্থানে তারা করয়ে
গমন । দেখিতে পাবেনা পথ, তাহাতে তখন ॥ বিদ্যাতের দ্বারা
পথ করাবে দর্শন । সে সময়ে করিও না গর্জন বর্ষণ ॥ গর্জন
বর্ষণে তুমি মুখর হইবে । সহজে স্ত্রীজাতি তারা আশঙ্কা
গণিবে ॥ ৩৮ ॥

মূল ।

তাং কম্যাঞ্চিভবন বভভৌ স্তম্পপারাবতায়ান নীহা
রাত্রি চিরবিনসনাং থিন্নবিদ্যাং কনত্রঃ । দৃষ্টে
সূর্যো পুনরপি ভবান্ বাহবেদধ্বশেষঃ মন্দায়ন্তে
ন খলু স্তম্ভদা মধ্যাপেতার্থ রুত্যাঃ ॥ ৪০ ॥

ঐ নগরীর গৃহাদির উচ্চ ভীতে । পারবত সব যথা রহে
নিদ্রাশ্লিষ্টে ॥ কোনমতে রাত্রি তথা করিয়া সাপন । সূর্যোদয়
হইলেই করিও গমন ॥ এককাল বিহার করিয়া সে সময় । তবে

কণপ্রভাপঙ্খী খিন্না যদি হয় । তথাচ আমার বোধ হোতেছে
এমন । গমনে হবেনা তব আলস্য কখন ॥ তাহার কারণ
এই মিত্রের নিকটে । অঙ্গিকার করিলে বিরাম নাহি
ঘটে ॥ ৪০ ॥

মূল ।

তন্মিনকালে নয়ন সলিলং যোষিতাঃ খণ্ডিতানাং
শান্তিং নেত্রং প্রণয়িত্ব বতো বজ্র'ভানো স্ত্যজ্যন্তু ।

প্রালে আশ্রং কমলনয়নাং সোপিহর্ষুং নলিন্যাঃ

প্রত্যাবত্ত স্তুরি কররুধি স্যাৎদনল্পাতাস্তরঃ ॥ ৪১ ॥

ওতে বারিধর । তুমি আর সে সময় । অর্থাৎ প্রভাতকাল
হইলে উদয় ॥ প্রণয়ি কর্তৃক খণ্ডিতার নেত্র জল । নিবারণ করা
তুমি ভাবিবে মজল ॥ একারণ বলিতেছি তোমাকে এখন ।
স্বরে সূর্য্যের বজ্র'তাজিবে তখন ॥ নলিনীর হিমকপ নর-
নের নীর । মোচনাথে রত হন তখন মিহির ॥ তৎকালে
কিরণ তাঁর যদি কর রোধ । তা হোলে হইবে তাঁর অতিশয়
ক্রোধ ॥ ৪১ ॥

মূল ।

গম্ভীরায়ঃ পরসি সরিত শ্চেতসিব প্রসঙ্গে ছায়া-

আপি প্রকৃতি সুভগো লগ্ন্যতে তে প্রবেশঃ ।

ভস্মাদন্যঃ কুন্মদবিদ্যাত্তর্হসি স্বং ন ধৈর্য্যান্মো-

ঘীকর্ত্তুং চটুলসকরোদ্বর্ত্তন প্রেক্ষিতানি ॥ ৪২ ॥

ওহে ভাই ! গমন করিবে যে সময় । নদীর নির্মল নীর
মধ্যে সে সময় । তব শুভ প্রতিবিম্ব প্রতিষ্ঠ হইবে । গম্ভীরা
হলেও নদী নিশ্চিত জানিবে ॥ কুন্মদ কুন্মদ সম বরণ ধবল
স্বভাবতঃ সচঞ্চল সকলী সকল ॥ ইতস্ততো ভ্রমণ করিয়া
অনুগম । প্রীতমনে তোমাকে করিবে নিরীক্ষণ ॥ স্বভাবতঃ

খীর ভূমি কি বলিব আর । বিকল ভেদ না মনে তাদের
ব্যভার ॥ ৪০ ॥

মূল ।

তত্কাঃ কিঞ্চিৎ করদ্রুতমিব প্রাপ্তবানীরাশাখং কুত্বা
নীলং মলিনবসনং মুক্তরোধো নিবদ্যং । প্রস্থানং
তে কথমপি সখে লঘুমানস্য ভাবি জ্ঞাতাস্বাদঃ
পুনির জঘনাং কে, বিহর্তুং সমর্থঃ ॥ ৪০ ॥

ওহে । সেই কামিনী স্বরূপা তটিনীর । নীলাম্বু বেন তাহে
ক্লমবর্ণ নীর ॥ তীরে এপ বিস্তৃত জঘন দেশাবধি । পতিত হইয়া
রহিয়াছে নিববান ॥ জলরূপ বসন বেতস শাখা পেমে । তট
কপ নিতম্বেকে দেখিবে না চেয়ে ॥ হইয়া জঘনাকূট দেশে সে
ব্যাপাব । তখন গমন করা হবে তব ভার ॥ কারণ তাহার রস-
গ্রহ আছে যার । তেমন জঘন 'জাহ' কবিঃ রিহার । কোন
পুরুষকে তাহা পারেনা কখন । তাই বলি তার হবে তোমার
গমন ॥ ৪০ ॥

মূল ।

ত্বমিস্যন্দোচ্ছ সিত বসুধা গন্ধ সঙ্গপুণ্যঃ স্রো-
তোবদ্ধা ধ্বনিভ স্তম্ভগং দৃষ্টিভিঃ পীয়মানঃ । নীচৈ
বাস্যত্বাপ জিগমিষো দেব পূৰ্ব্বঃ গিবিঃ তে
শীতো বায়ুঃ পরিণময়ি তা কাননোদ্ভবরাগাঃ ॥ ৪১ ॥

ওহে মেঘ ! তথা হোতে তৎপরে যখন । দেবগিরি সমী-
পেতে করিবে গমন ॥ মন্দ মন্দ শীতল অনীল সে সময় । তো-
মার উদ্দেশে হবে বহন নিশ্চয় ॥ আর তব রুষ্টি জল দ্বারা
নিশ্চিত । দ্রিতি হোতে হইবে যে সঙ্গদ উখিত ॥ তাহাতেই
সেই বায়ু সুগন্ধি হইবে । সহজেই করি কুল উৎসবে আতিথে

য স্ব করচ্ছিত্র দ্বারা দ্রাণ নবে তার । উভয়র বৃক্ষফল পক্ব হবে
আব ॥ ৪৪ ॥

তত্র ক্ষদং নিয়ত বসতিং পুষ্পমেঘীকৃতাত্মা পুষ্পা
সাবৈঃ স্পয়তু ভবান্ বোমগজা জনাদ্রৈঃ । রক্ষা-
হেতো নবশশিত্ততা বাসবীনাঞ্চ মুলা মত্যা দিত্যা
ভ্রতবহন্থে সত্বৃতং যদ্বিতেজঃ । ৪৫ ॥

ওহে ভাই । ইন্দ্রসেনা রক্ষার কাবণ । শিবের প্রচণ্ড তেজঃ
জিনিয়া তপন । আমি মুখে নিক্ষিপ্ত হইলে সে সময় । তাহা-
তেই কুমারের অবতার হয় ॥ সেই সুরসেনা কার্ত্তিকের মহা-
মতি । পূর্বোক্ত পর্বতে তিনি করেন বসতি ॥ আকাশ গঙ্গার
নীরে তুমি সুশোণ । আর তুমি কুমুম সদৃশ সুকোমল ॥
অতএব নিজ দেহ নিঃসৃত ধারায় । আত্যাবশ্য অভিষিক্ত করিবে
ঠাচার ॥ ৪৫ ॥

মূল ।

জ্যোতির্লেক্ষা বলয়ি গলিতঃ যশ্চ বহৎ ভবানী পুত্র
প্রেম কুবলয়দগপ্রাপি কর্ণে করেতি । যৌতাপাঙ্গং
হর শশিক্রচাপায়রে স্তং ময়ূরং পশ্চাদ্রি গ্রহণ
গুরুতি গজিতৈ নর্ত্তয়েথাঃ ॥ ৪৬ ॥

ওহে মেঘ । আর সেই পর্বত উপরে । কার্ত্তিকের বাহন
ময়ুর বাস করে ॥ প্রথমে তুমিবে তাঁরে বর্ষণ দ্বারায় । পশ্চাৎ
গর্জনে নৃত্য করাইবে ভায় ॥ সামান্য সে ময়ূরৈরে ভাবিওনা
মনে । ভগবতী তনয়ের স্নেহের কারণে ॥ ময়ূরের পুচ্ছ কর্ণে
করেন ধারণ । কুবলয় সম তাহা হয় সুশোভন ॥ ৪৬ ॥

মূল ।

জারায়ৈনং শরবমভবং দেবমূলজৈতাক্ষা সিদ্ধ
বশৈঃ স্পয়তু ভবানী নিক্তি নিক্তমারঃ । বাসয়েথাঃ

সুরতি তনয়ালম্বজাঃ মানয়িবান্ শ্রোতোমূর্ত্যা।

ভূবি পরিণতাং রন্তিদেবনা কীর্ত্তিঃ ॥ ৪৭ ॥

ওহে ঘন! শরবনভব বড়মুখে। আরাধনা করি, তুমি নিজ
[মন মুখে। তথা হোতে নানাস্থানে করিয়া ভ্রমণ। গোমতী
নদীর তীরে করিবে গমন ॥ সুপবিত্র গোমতীর মলিল নিশ্চয়।
কারণ গোমেধ যজ্ঞ রন্তি যে সময় ॥ গোবন্তে ছোয়েছে ঐ
নদীর সৃজন। সেই হেতু অস্ত্রাবধি যত জনগণ ॥ রন্তিরাজ
কীর্ত্তি ঐ গোমতীকে বলে। পবিত্র হইবে তুমি গোমতীর
জলে ॥ ওহে মেঘ! তথা তুমি যাইবে যখন। কবিবেনা পথ
রোধ যত সিদ্ধগণ ॥ বরঞ্চ তোমার পাছে পড়ে জলধারা।
সেই ভয়ে নশঙ্কিত হইয়া তাহারা ॥ বাঁণাঙ্ক হস্তে লয়ে তাবা
সম্বরে তখন। তোমাকে উত্তম পথ করাবে দশন ॥ ৪৭ ॥

মুং।

অযাশান্তং জল মবনতে শাঙ্গিণী বণচৌরে ভস্যাঃ

দিক্কোঃ পৃথুমণি তন্তং দুরভাষণং প্রবাহং।

শ্রোমিস্যন্তে গগণ গাত্রো নুনমাবর্ত্যে দৃষ্টিরেকং

মুক্তাঙ্গমিষ ভুবঃ স্থানমধ্যোক্ষনীলং ॥ ৪৮ ॥

ওহে বারিধর! তব নীল কলেবর। শ্রীকৃষ্ণের কান্তী
সম কান্তী মনোহর ॥ আন গোমতীর নীর স্বচ্ছ অতিশয়।
দূর হোতে স্থল্য মুক্তাহার বোঝ হয় ॥ যখন নদীর জল করিতে
গ্রহণ। অবনত হবে তুমি ইচ্ছায় আপন ॥ দূরস্থিত সিদ্ধগণ
বিস্তৃত নয়নে। তোমাকে দর্শন করি ভাববেন মনে ॥ পৃথি-
বীর মুক্তামণি হারের সহিত। নীলকান্ত মণি যেন ছোয়েছে
শোভিত ॥ ৪৮ ॥

* (অর্থাৎ বাঁণায় রাগ আলাপন হলে।

উড়াইবে মেঘে, এই ভাব এই স্থলে ॥)

মূল ।

ভানুভীষ্য ব্রজ পরিচিত কলতা বিজ্ঞমানাং
পদ্মোৎ কপোতপরি বিলসৎ কৃষ্ণসার প্রভাণাং ।
কুন্দকপোতগন্ধকর জীযুমানাঅবিম্বং পাণ্ডী-
কুর্কন্ দশপুর বধুনেত্র কোতুহলানাং ॥ ৪৯ ॥

ওহে ভাই ! গোমতী হইতে তার পর । দশপুর নগরীতে
যাইবে নন্দর ॥ তথাকার নারীদের কুন্দর নয়ন । কতজি সংযুক্ত
নন্দা শোভার সদন ॥ তাহাদের সেই নেত্র পংক্তিতে, তোমার ।
প্রতিবিম্ব দেখাইবে বাসনা আমার ॥ বিস্মৃত হবেনা ইহা
অন্তরে রাখিবে । অতিশয় রমণীয়া তাহারা জানিবে ॥ তাহাদের
নেত্র পক্ষ উর্দ্ধক্ষেপ অন্য । কৃষ্ণসার হরিণের প্রভাসম গণ্য ॥
কুন্দ পুষ্পে উপবিষ্ট যেন নধুকর । সেইরূপ তাহাদের শোভা
মনোহর ॥ ৪৯ ॥

মূল ।

ব্রজাবর্তঃ জনপদ মধুস্ফারয়া গাহমানঃ কেশরঃ
কত্র প্রথম পিতৃনং কৌরবঃ ততঃপথঃ । রাজ-
ন্যানাং শিত শরশতে বীজ গাণ্ডীবধন্য ধারানাইত
ভুবিম্ব কলনাং অবিজ্ঞানুধানি ॥ ৫০ ॥

ব্রজাবর্ত দেশে পরে উত্তরিতে গিয়া । অবস্থায় দার শপ
সে দেশ করিয়া ॥ তথা হোতে কুরুক্ষেত্রে করিবে গমন । প্রসিদ্ধ
সে স্থান, ইহা বিখ্যাত সুবন ॥ অত্র তাহা বর্ষবের উপস্থিত
হয় । তথার গাণ্ডীবধারী বীর ধনুধর ॥ তথ কলবারিধন শত
শত পরে । বিদীর্ণ করেন রণে শূন্যতা নিকরে ॥ বহন করিয়া
তথা হোতে বীজ আন । অত্র পিতৃনং কৌরবঃ ততঃপথঃ । ৫০

মূল ।

হিমা হানী 'মতিমত্তরমাং' রেবতীলোচনাঙ্কর
বহুপ্রীত্যা সগরবিম্বকো 'লালসী বাঃ' বিবেবে ।
কুমা তা মা 'বিগম' সগাং সৌম্য সারস্বতীনা
মত্তঃশুভ শু 'মনি' ভবিতা কার্যাদ্বেশ কৃকঃ ॥ ৩১ ॥

ভবে ভাই ! ভগবান রেবতী-গুণ । কুরু-পাণ্ডবের যশে
কোহের কারণ ॥ ভাবিয়া 'চিন্তিয়া' রণে বিদ্রুপী হইয়া । লজ্জীক
ও স্বাম্যুক্ত। কুরুর ত্যজিয়া । করিলেন সরস্বতী নদীর সেবন !
অতএব তুমি তথা করিয়া গমন ॥ সারস্বত তোর সেবা যতনে
করিবে । অবশ্য সস্তর কুটী তাহাতে হইবে ॥ ৩১ ॥

মূল ।

ভস্মাদ্রচ্ছ রনু কনধলং ঠোলক্সজাবতীর্থাং
জহোঃ কস্তাং সগর তনয় স্বর্গসোপানাপংক্তিং ।
ধৌরীষকু ক্রকুটি রচমাং বা বিহন্যেব কেনৈঃ
শভোঃ কেশ গ্রহণ নকরোদিন্দু লম্বোর্মিহস্তা ॥ ৩২ ॥

কুরুক্ষেত্র হোতে তুমি করিয়া গমন । সহজেই করিতে পা-
রিবে দয়াদান ॥ কনকাচলের মনীষহু 'হিমালয়' । ভবঃ হোতে
হোতেছেন জাহ্নবী উদয় ॥ ত্রিলোকপাবনী তিনি তাই হোতে
আর । সগরতনয়গণে লভিল উদ্ধার ॥ আর তিনি সাগর
রোষেতে আপনার । 'বেলা' 'ভারা' 'বস্ত্র' 'কুটী' 'অধিকার' ॥
উল্লাস করি, সীতারের 'নিরাশ্রিত' । 'নদিক' 'লম্বা' 'মো' 'রতন'
বিরাজিতা ॥ তাহাতে 'ভর' 'কন' 'হস্ত' 'পদ' 'করি' । 'নিরাশ'
করেন স্তম্ভে 'শিবকেশ' 'ধরি' ॥ ৩২ ॥

মূল ।

ভস্মাদ্রচ্ছ রনু কনধলং ঠোলক্সজাবতীর্থাং
জহোঃ কস্তাং সগর তনয় স্বর্গসোপানাপংক্তিং ।
ধৌরীষকু ক্রকুটি রচমাং বা বিহন্যেব কেনৈঃ
শভোঃ কেশ গ্রহণ নকরোদিন্দু লম্বোর্মিহস্তা ॥ ৩২ ॥

বশিষ্ঠ ভরতঃ স্রোতসিকুলসমো জাদি স্বপ্নো-

পগ্নতযমুন। সঙ্গ সে নাতিরাশা ॥ ৫০ ॥

ওহে ভরত! এই জাদিীর কল। কটিক বহু বহু
বিশেষ নির্মল ॥ কে জন বধন দুহি করি করিবে। অবশ্য
পানের ইচ্ছা করবে হইবে ॥ আর যদি সে সমর গগন উপরি।
শরীরের পূর্ণ সর্ভ বকীভূত করি ॥ সম্ভবান কর জাহা হইলে
তখন। তব প্রতিবিম্ব হরে সনিলে পতন ॥ যথায় যমুনা সঙ্গ
কতু না সমরে। তথায় যমুনা সঙ্গ সমবোধ হবে ॥ জাহাতে
গজার শোভা হবে অতিশয়। ওহে বারিধর! ইহা জানিবে
নিশ্চয় ॥ ৫০ ॥

মূল।

অসীরাশাঃ সুরভিতপিতঃ নাতিগন্ধঃ স্বপ্নো-
এব প্রভব মচলং প্রাপ্য গৌরং ভূবায়ঃ। বহু-

সাম্বন্ধম। বিবরণে তত্ত্বশ্রেণি নিবন্ধ শোভাঃ শুভ্র-

ত্বিনয়ন বৃন্দাঃ খাত পদ্মোপমবদাঃ ॥ ৫১ ॥

ওহে জাত! বাইতে বাইতে যে সমর। বসন্তমণ্ডে সনি

তব আশ্রিত্যে হর ॥ হিমালয় শ্রেণিতে করিবে অবস্থান। এই
শূন্য বহু তব সূর্য্যক পদাশ ॥ নিম্নতর বৃন্দাশাখায় মৃগশ
নিঃশঙ্কেতে অবস্থিতি করে অসুখ ॥ তাহারে নাতি মার
সুরভি-রো-সার। সুশী দুহি হবে তথা করি মনোহর ॥ ওহে
ভূমি এই পূর্বে বহুতর হবে। শঙ্করের হৃদ সই পদ লন হবে।
তাহারে সঙ্গ-র শোভা হইবে- জাহাতে- পদ-র-মনোহরি
জাহাবে অপার ॥ ৫১ ॥

মূল।

অসীরাশাঃ সুরভিতপিতঃ নাতিগন্ধঃ স্বপ্নো-
এব প্রভব মচলং প্রাপ্য গৌরং ভূবায়ঃ। বহু-

সোমং শময়িতু মলং বারিধার। সহস্রৈ রাপমার্তি

প্রশমনকলাঃ সম্পদোহ্যন্তুমানাং ॥ ৫৫ ॥

আর সেই হিমালয় পর্বত উপর । সরল পাদপ সব আছয়ে
বিস্তর ॥ তব অবস্থিতি জন্য যদ্যপি তখন । প্রচণ্ড ভাবেতে
করে পবন গমন ॥ তাহাতে যদ্যপি সব বৃক্ষের ঘষণে । দাবা-
নল সমুদ্ভব হয় সেইক্ষণে ॥ ওহে বারিধর ! তুমি রূপা প্রকা-
শিবে । বারিধারা দ্বারা তাহা নির্কাণ করিবে ॥ সাধুদের সম্প-
ত্তির ফল সেই সার । বিপন্ন জনায় করা বিপদে উদ্ধার ॥ ৫৫ ॥

মূল ।

যে ভ্রাং মুক্তধ্বনি মসহনাঃ স্বাক্ষভঙ্গায় তস্মিন

দর্পোৎ সেকাছুপরি শরভা নঙঘয়িবাস্ত্য লজ্যং ।

তান্ কুর্কীথাস্ত মূলকরকা বৃষ্টি হাসাবকীর্ণান্

কে বা নস্যুঃ পরিভবপদং নিষ্কলারস্ত যত্নাঃ ॥ ৫৬ ॥

ওহে মেঘ ! আর সেই পর্বত উপর । সিংহ ত্র্যস্ত্র আদি
পশু আছয়ে বিস্তর ॥ শরভ সকল স্বাক্ষ ভঙ্গের কারণ । কোপ-
বশে করিবেক তোমাকে লজ্জন ॥ করকা বধণ তুমি করি সে
সময়ে । বিক্ষিপ্ত করিও সেই শরভ নিচয়ে ॥ কন্দার্থে যাদের
হয় উদ্যোগ নিষ্কল । তাহারাই প্রাপ্ত হয় পরাভব স্থল ॥ ৫৬ ॥

মূল ।

তত্ত্বব্যক্তং দৃষদি চরণস্থান মর্জেন্দুমৌলেঃ শশ্বৎ

সিদ্ধৈ রূপিহিতবলিং ভক্তি নম্রঃ পরায়ণাঃ । যস্মিন

দৃষ্টে করণ বিগমাদ্ভূর মুকূত পাপঃ কল্পস্তেষা

স্থিরগণপ্রদ প্রাপ্তয়ে শ্রদ্ধাধানাঃ ॥ ৫৭ ॥

ওহে মেঘ ! তথা কোন শিলাতলে আর । চন্দ্রাঙ্ক মৌলীর পাদ-
চিহ্ন চমৎকার ॥ দর্শন হইবে, তাহা করিয়া দর্শন । নম্র হোয়ে
প্রদক্ষিণ করিবে তখন ॥ সিদ্ধগণ নানা উপহার আয়োজনে ।

সেই পাদচিহ্ন পূজা করেন যতনে ॥ ওহে ভাই ! বলিতেছি
ইহাও নিশ্চয় । সেই যে চরণ চিহ্ন সামান্য সে নয় ॥ শ্রদ্ধাবান
পুরুষেরা করিলে দর্শন । দেহত্যাগ পরে সেই কলের কারণ
প্রমথগণের যে স্বাস্থ্য পুণ্যস্থান । তথায় করয়ে বাস সেই
ভাগ্যবান ॥ ৫৭ ॥

মূল ।

শব্দায়ন্তে মধুর মনিলৈঃ কীচকাঃ পূৰ্ণ্যমাশাঃ সংশ
ক্রান্তিঃ ত্রিপুরবিজয়ো গীয়তে কিন্নরীতিঃ । নি-
হাদী তে মুরজইব চেৎ কঙ্করেযু ধ্বনিঃ স্তাৎ স-
কীতার্থো ননুপশুত পে শুভ্র ভাবী সমগ্রঃ ॥ ৫৮ ॥

ওহে মেঘ ! বলিতেছি ইহাও তোমায় । কীচক আখ্যান
বংশ আছেয়ে তথায় ॥ সরস্বতী অনীলে পূর্ণ হোয়ে অনুকর্ণ ।
অতিশয় সুমধুর করয়ে নিঃশ্বন ॥ কিন্নরীরা অনুরক্ত হইয়া
তাহায় । ত্রিপুরবিজয়গাণ করেন তথায় ॥ যতপি নিহাদ
ভুমি কর সেই স্থলে । মুরজ ধ্বনির সম ভাবিবে সকলে ॥ কঙ্ক-
রের সঙ্গীত সামগ্রী সমুদয় । প্রস্তুত হইবে নাহি সংশয়
তাহায় ॥ ৫৮ ॥

প্রালেযাদ্রে রূপতট মতিক্রম্য তাং স্তান্ বিশেষ্যাম
হংসজ্ঞারং ভৃগুপতিযশো বহুয়ং ক্রৌঞ্চ রজ্জুং ।
তেনো দীচীং দিশ মনসরে স্তিৰ্য্যগায়ীমশোভি
শ্রামঃ পাদো বলিনিয়মনাভ্যন্তত শ্বেব বিকোঃ ॥ ৫৯ ॥

ওহে ঘন ! হিমালয় পর্বত উপর । দ্রষ্টব্য শমার্থ সব
দেখিয়া সঙ্কর ॥ ১ ক্রৌঞ্চ রজ্জু , , যাহা হংস সকলের দ্বারা
পুরুষ রামের বশঃ প্রস্তুতির সার ॥ ক্রৌঞ্চরজ্জু দিয়া কোরে
উত্তরে গমন । ভূমি ওহে বক্র আর বিস্তৃত শোভক ॥ বলি

দমনার্থ যেন হরির চরণ । তরুণ শ্যামাঙ্গ তব হইবে
শোভন ॥ ৫১ ॥

মূল ।

গঙ্গা চোঙ্কুঃ দশমুখভুজোচ্ছ্বাসিত প্রস্থসন্ধিঃ কৈ-
লাসস্য ত্রিদশ বনিতা দর্পণস্রাতিথিঃ স্যাৎ ।

শৃঙ্খোচ্ছ্বায়ৈঃ কুমুদ বিষদৈ বো বিতত্য স্থিতঃ খং
রাশীভুতঃ প্রতিদিশ মিব ত্র্যম্বকস্রাট্টহাসঃ ॥ ৬০ ॥

কৌণ্ডবিল ত্যজি তুমি যাইবে যখন । কিঞ্চিৎ উর্দ্ধেতে
উঠি করিবে গমন ॥ কৈলাস পর্বত তবে দেখিতে পাইবে ।
রজতে নির্মিত তাহা নিশ্চিত জানিবে ॥ দেবাস্রণাদের তাহা
দর্পণের প্রায় । অবশ্য অতিথি তুমি হইবে তথায় ॥ ওহে ভাই !
তোমাকে বিশেষ কোরে বলি । দশমুখ লঙ্কেশ্বর ছিল অতি
বলী ॥ কৈলাসের সানুসন্ধি বাহুবলে তার । শ্লথ হইয়াছে
নহে অন্তর্গী তাহার ॥ কুমুদ বিষদ শৃঙ্খ আকাশ ব্যাপিয়া ।
শঙ্করের অট্টহাস সরূপ হইয়া ॥ অবস্থিতি করিতেছে জানিবে
এখন । কহিলাম ইহা তব বোধের কারণ ॥ ৬০ ॥

মূল ।

উৎপশ্যামি অয়িতটগতে শ্লিঙ্কভিন্নাঙ্গনাতে সত্ত্বঃ
ক্লুত্বদ্বিরদ দশন ছেদগৌরস্য তস্য । শোভামদ্রে
স্তিমিত নয়ন প্রেক্ষণীয়াং ভবীজীং সংমন্তস্তে সতি
হল ভূতো মে চক্রে বাসসীব ॥ ৬১ ॥

দ্বিরদের সত্ত্ব ছিন্ন বদন যেমন । তরুণ ধবল ঐ পর্বত শো-
ভন ॥ ওহে মেঘ ! শ্লিঙ্ক ভিন্নাঙ্গন যে প্রকার । তরুণ তোমার
আভা অতি চমৎকার ॥ কৈলাস পর্বতে তুমি যাইবে যখন ।
স্বামবর্ণ বসনেতে রোহিণী নন্দন ॥ যে প্রকার শোভা তিনি
করেন নিস্তার । কৈলাস তরুণ হবে শোভার আধার ॥ ৬১ ॥

মূল ।

তস্মিন্‌হিহা ভুজগ বলয়ং শত্ৰুনা দত্তহস্তা ক্রীড়া-
শৈলে যদিচ বিহরেৎ পাদচারেণ গোৱী । ভক্ৰী-
ভক্ত্যা বিরচিত বপঃ স্তম্ভিতাস্তজলৌঘঃ শোপানত্বং
ব্রজ পদমুখস্পর্শ মারোহণেবু ॥ ৬২ ॥

শঙ্করের ক্রীড়া শৈল কৈলাস শোভন । যদ্যপি তথায় তুমি
করিয়া গমন ॥ শঙ্করকে দেখে পদে বিহার করিতে । পর্ক
রচনার দ্বারা অমনি ছুরিতে ॥ কাঞ্চীত শরীর তুমি ধরিবে
তখন । শঙ্করের তট আরোহণের কারণ ॥ শোপান স্বরূপ তুমি
ধরিবে আকার । পদমুখ স্পর্শ হবে তা হলে তাঁহার ॥

মূল ।

তত্রাবশ্যং বলয় কুলিশোদ্‌ঘট্টনোদগীর্ণতোয়ং পে-
ব্যন্তিহ্মাং সুবয়ুবতয়ো যদ্বধারা গৃহত্বং । তাত্যো
মোক্ষ স্তব যদি সখে ঘর্শ্বলক্ষ্য নম্যাৎ ক্রীড়ালোলাঃ
অবণপরাবৈ গজ্জিতৈ ভায়য়ে স্তাঃ ॥ ৬৩ ॥

কৈলাসের সন্নিহিত হইবে যখন । তোমাকে দর্শন করি
সুরাঙ্গনাগণ ॥ স্বীয় স্বীয় কঙ্কণান্ত্র প্রহার দ্বারায় । নিগন্ত
তোমার জল করিয়া ছুরায় ॥ কাঞ্চানিক ধারা গৃহ তোমার
করিবে । ওহে জলধর ! ইহা নিশ্চয় জানিবে ॥ নিদাঘতে তা-
হাদের হস্তগত হয়ে । মুক্ত হোতে যদি নাহি পার সে সময়ে ॥
ক্রীড়ালোল সুরাঙ্গনাগণেরে তখন । ঐকটিকট নাশ করিয়ে
অবণ ॥ দেখাইবে ভয়, তাহে মঙ্গল হইবে । ওহে বারিধর !
ইহা নিশ্চয় জানিবে ॥ ৬৩ ॥

মূল ।

হেমাত্তোজ প্রসবি সলিলং মামসতাদানঃ কুর্কম
কামাৎ কনমুখপট প্রীতিমৈরাবতন্য । ধুবনবাতিঃ

সজল পৃথৈঃ কল্পরূপাং শুকানি চ্ছায়াভিন্ন ক্ষটিক
বিষদং নির্বিশে স্ত্বং নগেন্দ্রং ॥ ৬৪ ॥

ওহে মেঘ ! মানস বাপির স্বচ্ছ জল । প্রসব করিয়া থাকে
সুবর্ণ কমল ॥ সেই জল যে সময়ে গ্রহণ করিবে । ঐরাবত
হস্তীদের প্রীতি বাড়াইবে ॥ পরে বায়ুযোগে ভূমি বস্ত্রের
সমান । কল্পদ্রুম কিসলয় করি কল্পমান ॥ বিবিধ ক্রীড়ায় রত
তখন হইবে । পর্কতের উপভোগ সম্ভোগ করিবে ॥ ৬৪ ॥

মূল ।

তস্যোৎসঙ্গে প্রণয়িনীব্রতস্তগজা হুকুলাং নদ্বা দৃষ্টা
ন পুনরলকাং জ্ঞাস্তসে কামচারিন্ । যাবৎ কালে
বহতি সলিলোকার মুচ্চৈর্বিমানৈ মুক্তাজাল
প্রথিত মলকং কামিনীবাভ্রবৃন্দং ॥ ৬৫ ॥

ওহে মেঘ ! কহিতেছি শুন সমাচার । সেই পর্কতের উর্দ্ধে
কটিদেশে আর ॥ আহসে অলকাপুরী শোভা তার অতি ।
যক্ষরাজ কুবেরের তথায় বসতি ॥ অধিক তাহার কথা কি
আর শুনিবে । দেখিয়াই অনারাসে জানিতে পারিবে ॥ ওহে
মেঘ ! ভাগিরথী যেন অলকার । বসনের সম শোভা পায়
চমৎকার ॥ আর বলি মুক্তাবলি প্রথিত যেমন । চূর্ণ কেশ ধরি
হয় শোভার সদন ॥ সেইরূপ সে অলকাপুরী বরষায় ।
সমুহ মেঘের সহ সদা শোভা পায় ॥ ৬৫ ॥

মূল ।

বিদ্যাত্ত্বং ললিতবনিতাঃ সেন্দ্রচাপং সচিহ্নাঃ সঙ্গী-
তায় প্রহত মুরজাঃ স্নিগ্ধ গভীরঘোষং । অন্ত-
স্তোরং মণিময় ভুবস্ত্রজ মজ্জং লিহাগ্রাঃ প্রাস-
দান্তাং তুলয়িতুমলং যত্র তৈ স্তৈ কিশেবেঃ ॥ ৬৬ ॥

তব সম ভাগ্যযুক্ত ওহে জলধর ! । অলকায় দেবালয় আছে
বিস্তর ॥ দেখিলে অবশ্য জ্ঞাতো হবে সমুদার । সকল প্রাসাদ
কামিনীতে শোভা পায় ॥ চঞ্চল স্বভাব সেই সব অবলার ।
দৌদামিনী সম সবে নুশোভিতা আর ॥ ইন্দ্রচাপ সম চিত্র
সকল সদন । আর তথা সদা সবে সঙ্গীতে মগন ॥ স্নিগ্ধ ও
গভীর ঘনঘোষ বোধ হয় । এমন মুরজ বাজে সঙ্গীত সময় ॥
গভস্থ সলিল সহ তথা নবঘন । জ্যোতি যুক্ত চন্দ্রকান্ত মণিতে
শোভন ॥ আর সেইরূপে রহে হোয়ে উচ্চতর । এমন অলকা-
পুরী ওহে জলধর ॥ ৬৬ ॥

মূল ।

হস্তে লীলা কমল মলকং বালকুন্দানুবিক্রং নীতা
লোধু প্রসব রজসা পাণ্ডুতা মাননস্বীঃ । চূড়া-
পাশে নব কুরুবকং চারুকর্ণে শিরীষং সীমন্তে চ
স্বল্পপগমজং যত্র নীপং বধুনাং । ৬৭ ॥

ওহে ! যথা পুরাঙ্গনা যুবতী নিচয় । করপদ্মে লীলাপদ্ম
ধরি সদা রয় ॥ কলিকা সংযুক্ত কুন্দ কুসুমমেতে আর । অলকা-
বলীর কিবা শোভা চমৎকার ॥ তব আগমন জ্ঞাত কদম্ব লইয়া ।
শোভাভীত শোভা ধরে সীমন্তে ধরিয়া ॥ কবরীর শোভা করে
কুরুবক লয়ে । কোমল শিরীষ পুষ্প ধরে কর্ণদ্বয়ে ॥ লোধু
পুষ্প রেণু দ্বারা যথা অবলায় । পাণ্ডুবর্ণ মুখশ্রী ধরিয়া শোভা
পায় ॥ এমন যে স্থান তুমি দর্শন করিবে । অবশ্য অলকাপুরী
তাহাকে ভাবিবে ॥ ৬৭ ॥

মূল ।

যস্তাং যক্ষাঃ সিতমণিস্রান্যেত্য হর্ম্যস্থানি
জ্যোতিঃছায়া কুসুম রচিতান্যাত্তম স্রীমহায়াঃ ।

আসেবন্তে মধুরতি রসং কম্পরক্ষ প্রমুতং তদা-
 ভ্রীর ধনিষু শনকৈঃ পুষ্পরে দ্বাহতেবু ॥ ৬৮ ॥

যে অলকাপুর মধ্যে কুমুম সমান । চন্দ্রকান্তি যুক্ত অতি
 শুভ্র শোভমান ॥ ননিময় অট্টালিকা তাহে যক্ষগণ । রমণীয়
 কামিনীর সহ সৰ্ব্বক্ষণ ॥ বিলাস বন্ধক হোয়ে হরেন বিবাদ ।
 কম্পরক্ষোদ্ভব মধু সুধার আশ্বাদ ॥ সৰ্বদা সুখেতে তাহা
 করেন সেবন । ওহে জলধর ! তথা করিয়া গমন ॥ সংশয়
 কিছুই আর মনে না ভাবিবে । তাহাই অলকাপুরী নিশ্চয়
 জানিবে ॥ ৬৮ ॥

মূল ।

গত্যুৎ কম্পাদনক পতিতৈর্ষত্র মন্দার পুষ্পৈঃ ক্লপ্ত
 চ্ছেদ্যৈঃ কনক নলিনৈঃ কর্ণবিভ্রংসিভিষ্চ । মুক্তা-
 জাল স্তন পরিসর ছিন্নমূত্রৈশ্চ হারৈ নৈশো মার্গঃ
 সবিতুরূদয়ে সূচ্যতে কামিনীনাং ॥ ৬৯ ॥

ওহে মেঘ ! অলকার যুবাতি নিচয় । সঙ্কেত স্থানেতে রাত্রে
 যায় যে সময় ॥ সভয় চঞ্চল গতি কারণে সবার । কবরী হইতে
 খসি পড়য়ে মন্দার ॥ অবশ্য ছেদীয়ছিন্ন লোমচ্যুত হয় । গমন
 কালীন কর্ণে কমল না রয় ॥ বহুমূল্য মুক্তা হারে বন্ধ শোভা
 করে । ছিন্ন হোয়ে পড়ে তাহা পথের উপরে ॥ ঘণারত যামি-
 নীতে কামিনী নীচয় । যে পথে গমন করে হোলে সূর্য্যো-
 দয় ॥ পূর্ব্বোক্ত ভূষাদি পথে হয় দরশন । জানা যায় সজ্জী-
 ভূতা হোয়ে নারীগণ ॥ সেই পথ দিয়া গেছে সঙ্কেত কাননে
 ওহে জলধর ! বলি তোমায় এক্ষণে ॥ পূর্ব্বোক্ত ভূষাদি তুমি
 যে পথে দেখিবে । অবশ্য অলকা বলি তাহাকে ভাবিবে ॥ ৬৯

মূল ।

নীৰীৰক্কাচ্ছ লিত শিখিলং যত্র যক্ষাঙ্গনানাং বাসঃ
কামাদনিভৃত করেদ্যক্ষিপৎসু্য প্রিয়েষ । অষ্টি-
স্তৃঙ্গানভিমুখগতান্ প্রাপ্য রত্ন প্রদীপান ক্রীমূঢ়ানাং
ভবতি বিফল প্রেরণা চূর্ণমুষ্টি ॥ ৭০ ॥

ওহে মেঘ ! প্রিয়তমগণ অলকার । স্বেচ্ছাধীন সচঞ্চল
করের দ্বারায় ॥ যক্ষাঙ্গনাদের স্থূল নিতম্ব সংস্থিত ! রতন
মেখলা গ্রন্থি অতি সুশোভিত ॥ তথা হোতে শ্লথ বস্ত্র করিলে
হরণ । দীপতুল্য দীপ্তি ধরে রত্নাদি তখন ॥ তদর্শনে লজ্জার
কাৰণে সে সময় । জ্ঞানহীনা বিবেকবিহীনা নারীচয় ॥ তাহা-
দের নিকৰ্ণার্থে প্রদীপ্ত রত্নেতে । কপূর প্রভৃতি মুষ্টি বিক্ষেপ
মাত্রেতে ॥ বিফল হইয়া থাকে এমত নিশ্চয় । (অর্থাৎ তা-
হাতে নাহি আবরিত হয়) ॥ ৭০ ॥

মূল ।

নেত্রানীতাঃ সততগতিনা যোবিমানাগ্রভূমি রালে
খ্যানাং সলিল কণিকা দোষ মুৎপাদ্য সত্ত্বঃ ।
শঙ্কাম্পটা ইব জলমুচ স্তৃঙ্গাদৃশা যত্র জালে ধূমোদ্-
গারানুকৃতি পুনিণা জর্জরা নিস্পর্তান্ত ॥ ৭১ ॥

ওহে মেঘ ! আর সেই অলকাপুরীতে । তব সম মেঘ সব
পাইবে দেখিতে ॥ উর্জগামী বায়ু দ্বারা খণ্ডিত হইয়া । অট্টা-
লিকাদির উচ্চ স্থানেতে থাকিয়া ॥ সদা বিন্দু বিন্দু জল পতন
দ্বারায় । ভিত্তিস্থিত পট্টক যে চিত্রে শোভা পায় ॥ তাহাতে
বিশেষ দোষ করিয়া সাধন । সস্থানে ধূমের তুল্য ধরিয়া বরণ ॥
নির্গত হোতেহে যত গরাক্ষ দ্বারায় । দেখিতে পাইবে তুমি
থাকিয়া তথায় ॥ ৭১ ॥

মূল ।

যত্র স্ত্রীণাং প্রিয়তমভূজোচ্ছ্বাসিতা লিঙ্গিতানা
মঙ্গ গানিং সুরত জনিতাং তন্তুজালাবলম্বাঃ । স্বং
সংরোধাপগম বিষদৈশ্চোদিতা শচন্দ্রপাদৈর্যালু-
স্পাস্তি ক্ষুটজললব স্যান্দিম শচন্দ্রকাস্তাঃ ॥ ৭২ ॥

ওহে জলধর ! বলি অপর তোমায় । তব অবস্থানাভাবে
সেই অলকায় ॥ নির্মল সুধাংশু করদ্বারা প্রকাশিত । সূত্রেতে
দোহুণ্যমান অতি সুশোভিত ॥ চন্দ্রকাস্ত মণি সব অতি সুশো-
ভন । সর্বদা সলিল কণা করে বিতরণ ॥ নায়ক আপন বাছ-
লতার দ্বারায় । উত্থাপন করি আলিঙ্গিতা অবলায় ॥ বিলা-
সের অঙ্গ ব্যথা করে নিবারণ । ওহে জলধর ! সেই অলকা
এমন ॥ ৭২ ॥

মূল ।

মহা দেবং ধনপতিসংখং যত্র সাক্ষাৎসমুৎ প্রায়-
শ্চাপং ন বহতি ভয়া ন্মন্থথঃ বট্পদ জ্যং মদ্রভঙ্গ
প্রাহিত নয়নৈঃ কামিলক্ষেপমোঘৈ স্তস্যারম্ভ
শট্টল বনিতা বিভ্রমৈ রেব সিদ্ধাঃ ॥ ৭৩ ॥

আর সেই অলকায় ওহে জলধর ! । কুবেরের সখা স্মরহারী
দিগম্বর ॥ বিরাজ করেন, স্মর বিদিত হইয়া । ভয়ান্ত ব্যক্তির
সম সতয় হইয়া ॥ মধুকরময় তাঁর ফুল শরাসন । অলকায় তাহা
নাহি করেন ধারণ ॥ কমনীয় কামিনীর বিলাস দ্বারায় । মন্থ-
থের কার্য্য হয় সমাধা তথায় ॥ সেই যে বিলাস তাহা কি
কব এখন । লক্ষ্য স্মরশর পতন ঘেমন ॥ ক্রভঙ্গি সংযুক্ত
নেত্র বাণ ক্ষেপ আর । এমন বিলাস তথা হয় চমৎ-
কার ॥ ৭৩ ॥

মূল ।

তত্রাগারং ধনপতিগৃহা ছত্তরেণাসুদীযং দূরাল্লক্ষ্যং
সুরপতি ধনুশ্চারণা তোরণেন । যন্তোদানে ক্লুত-
কতনয়ঃ কান্তরা বর্জিতো মে হস্তপ্রাপ্য স্তবক-
নমিতো বাল মন্দার বৃক্ষঃ ॥ ৭৪ ॥

ওহে মেঘ ! শুন, সেই অলকাপুরেতে । কুবেরের ভবনের
উত্তরদিগেতে ॥ ইন্দ্রচাপ সম বহির্দ্বার সুশোভন । আমার
ভবন সেই করিবে দর্শন ॥ দূর হোতে হবে তাহা দর্শন তো-
মার । ভবন-উদ্যান মম শোভার আধার ॥ মদীয় কান্তার
ক্লুত পুঞ্জের সমান । পারিজাত বৃক্ষ আছে অতি শোভমান ॥
নবীন পাদপ হস্ত লভ্য স্তবকেতে । নন্দীভূত হোয়ে আছে সেই
উদ্যানেন্তে ॥ ৭৪ ॥

মূল ।

বাণী চাস্মিন্ মরকতশিলা বন্ধসোপানমার্গা
হেমৈশ্ছান্নাঃ কমল মুকুলৈঃ স্নিগ্ধ বৈদূর্য্যনালৈঃ ।
যস্যাস্তোয়ে ক্লুতবসতয়ো মানসঃ সন্নিবৃষ্টং ন
খ্যাস্যন্তি ব্যপগতশুচন্তু মপি পেক্ষ্য হংসাঃ ॥ ৭৫ ॥

ওহে মেঘ ! মম সেই ভবন-কাননে । পুরস্থিতা নারীদের
ক্রীড়ার কারণে ॥ সরোবর আছে তথা অতি সুশোভিত । মণি-
ময় শিলা দ্বারা সোপান গ্রথিত ॥ কনক কমল আর কোরক
নিকরে । মম সেই জলাশয় সদা শোভা ধরে ॥ পূর্ব উক্ত কমল
কলিকা বিসচয় । দীপ্তিযুক্ত স্নিগ্ধ বৈদূর্য্য মণিময় ॥ তন্মীর
নিবাসী আছে যত হংসগণ । তোমার শ্রামলরূপ করিলে দর্শন ॥
নিকটে মানস বাণী ভাবিবে এমন । মানস পুঙ্খনি বিনা ঘটে
যে বেদন ॥ তাহাদের সে কষ্ট না হইবে উদয় । ওহে জলধর !
ইহা জানিবে নিশ্চয় ॥ ৭৫ ॥

মূল ।

তন্ত্র্যাস্তীরে রচিতশিখরঃ পেশলৈঃ রিন্দুনীলৈঃ

ক্রীড়াশৈলঃ কনক কদলীবেষ্টনঃ প্রেক্ষণীয়ঃ ।

মদোহিন্যাঃ প্রিয় ইতি সখে চেতমা কাতরেণ

প্রেক্ষোপান্ত স্ফুরিত তড়িতং ত্বাং তমেব স্মরামি ॥ ৭৬

নিকটঃ স্ফুরিত বিদ্যুৎ সহকারে । দোঁখতোঁছ অতিশয়
শোভিত তোমারে ॥ ইন্দ্র নীলমণি তুল্য শ্যামাক্ষ তোমার ।
দর্শন করিয়া ভাই ! এখন আমার ॥ গৃহোচ্ছান স্থিত সরো-
বরের অগ্রেতে । ক্রীড়া শৈল আছে মম পড়িল মনেতে ॥ সেই
পর্কতের আছে শিখর শোভিত । ইন্দ্র নীলমণি দ্বারা হোয়েছে
রচিত ॥ চাঁরাদকে কনক কদলী বৃক্ষ আছে । যত্ন দ্বারা দশ-
নীয় তাহে হইয়াছে ॥ আর মম চিরবিরহিতা বনিতার । প্রিয়-
তম সম ভাব হোয়েছে তাহার ॥ ৭৬ ॥

মূল ।

রক্তাশোক শ্চলকিশলয়ঃ কেশর স্তব্র কান্তঃ প্রত্যা

সন্নঃ কুরুবকরুতে স্মাধবীমণ্ডপস্ত । একঃ সখ্যা স্তব

সহ ময়া বামপদাভিলাষী কাঙ্ক্ষত্যান্যো বদন ম-

দিরাং দোহ দচ্ছন্নাস্যাঃ ॥ ৭৭ ॥

ওহে ! মম ভবনস্থ উদ্যান ভিতরে । রক্তাশোক বৃক্ষ এক
সদা শোভা করে ॥ মন্দ মন্দ বায়ু তথা বহে অবিরত ॥ সখ্যা-
নিত হয় তার কিশলয় যত ॥ একগেতে মম সহ সখির তো-
মার । বাম পদাঘাত ইচ্ছা হোতেছে তাহার ॥ আর সেই উপ-
বনে ওহে জলধর । উপভোগ যোগ্য গৃহ আছে মনোহর ॥
তন্মিকটে সুন্দর কেশর বৃক্ষ আছে । রক্ত কিন্‌টী লতিকা তা-
হাকে বেষ্টিয়াছে ॥ প্রস্ফুটিত পুষ্পচ্ছলে সখির তোমার । বদন
মদিরা ইচ্ছা হোতেছে তাহার ॥ ৭৭ ॥

মূল ।

তন্মধ্যেচ স্ফটিককলক। কাঞ্চনীবাসযষ্টি মূলে-
বন্ধা মণিতি রনতি প্রৌঢ়ঃ বংশ প্রকাশৈঃ । তানৈঃ
সিঞ্চদ্বলয় সুভগৈর্নর্তিতঃ কান্তযা মে যা মধ্যান্তে
দিবস বিগমে নীলকণ্ঠঃ সুহৃদ্বঃ ॥ ৭৮ ॥

ওহে মেঘ ! উল্লিখিত অশোক কেশর । যুগল তরুর মধ্য
স্থলে মনোহর ॥ হেমময় যষ্টি এক আছয়ে স্থাপিত । অপক বং-
শের প্রভা যেমত শোভিত ॥ তদ্রূপ প্রকাশশালী মণির দ্বারায় ।
বর্দ্ধিত হোয়েছে তার মূল সমুদায় ॥ স্ফটিক দ্বারায় আর কলক
তাহার । নির্মিত হোয়েছে আঁহা অতি চমৎকার ॥ ওহে মেঘ !
তোমার সুহৃদ শিখিগণ । দিবা অবসান কাল করিলে দর্শন ॥
উপরোক্ত যষ্টির নিকটে গিয়া রয় । আর ওহে ! সেই সব
ময়ূর নিচয় ॥ আমার কান্তার হস্ত অতি সুশোভিত । চঞ্চল
শব্দায়মান বলয়ে ভূষিত ॥ সেই হস্ত-বাদ্যোতে নর্তিত হোয়ে
থাকে । ওহে মেঘ ! বলিলাম ইহাও তোমাকে ॥ ৭৮ ॥

মূল ।

এতিঃ সাধো হৃদয়নিহিতৈ লক্ষণৈ লক্ষয়েথা দ্বা-
রোপান্তে লিখিতবপুযৌ শব্দ পম্বৌ চ দৃষ্টৌ ।
মন্দচ্ছায়ং ভবন মধুনা মদ্বিবোগেন নুনং সূর্য্য-
পায়ে ন খনু কমলং পুষ্যতি স্বা মতিখ্যাং ॥ ৭৯ ॥

ওহে মেঘ ! বলিয়াছি যাহা বিবরিয়া । হৃদয় মধ্যেতে তাহা
স্মরণ করিয়া ॥ সেই সব চিহ্ন দেখে তোমার তখন । অবশ্য
হইবে জ্ঞান আমার ভবন ॥ আর মম গৃহ দ্বারে দেখিবে বি-
শ্রিত । সুচিত্রিত শব্দপদ্য অতি সুশোভিত ॥ আমার অর্ভাবে
সেই ভবন আমার । দর্শন করিবে তাই ! শোভা নাহি তার ॥

যেমন কমল দেখে বিহনে তপন । শোভা নাহি ধরে, মম তরুণ
ভবন ॥ ৭২ ॥

মূল ।

গঙ্গা সন্তঃ করততনুতাং তৎ পরিব্রাজহেতোঃ ক্রীড়া
শৈলে প্রথম কথিতে রম্যসানৌ নিবল্লঃ । অহস্যাস্ত
ভবন পতিতাং কর্তু মল্লপ্পাভাসং খদ্যোতালী-
বিনসিত নিভাং বিজ্ঞান্নমেষদৃষ্টিঃ ॥ ৮০ ॥

ওহে ! মম বনিতার ভ্রাণের কারণ । পূর্বোক্ত যে ক্রীড়া
শৈল বিশেষ শোভন ॥ ক্ষুদ্র করী শিশু সম ক্লব কলেবরে ।
অবস্থিতি করি উক্ত পক্ষত উপরে ॥ যুদ্ধ হাশ্ব প্রকাশিবে
বিজ্ঞাৎ দ্বারায় । তাহাতে দেখিবে তুমি মম বনিতায় ॥ পতিতা
হইয়া আছে গৃহের ভিতরে । আমার বিরহে শোভা নাহি
কলেবরে ॥ হায় ! হায় ! রহিয়াছে মলিনা হইয়া । খদ্যোৎ
শ্রেণীর দীপ্তি ধারণ করিয়া ॥ ৮০ ॥

মূল ।

তম্নী শ্যামা শিখরদশনা পকুবিদ্যাধরৌজী মধ্য-
ক্ষমা চকিত হরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ । শ্রোণী-
ভারা দলসগমনা স্তোকনভ্রা স্তনাভ্যাং যা তত্র
স্যাৎসুবতি বিষয়ে সৃষ্টি রা দৈব ধাতুঃ ॥ ৮১ ॥

ওহে জলধরু ! শুন বলি সবিশেষ । ক্ষীণাক্ষী আমার পত্নী
সুক্ষপা বিশেষ ॥ শ্যামবর্ণ শীতকালে উষ্ণতা সতাব । গ্রীষ্ম-
কালে শীতলাক্ষী সদা স্বেদাভাব ॥ দন্ত পংক্তি সবিশেষ শো-
ভন তাঁহার । মাণিক্য শ্রেণীর সম অতি চমৎকার ॥ ওষ্ঠাধর
পকুবিদ্য সমান শোভন । মধ্যক্ষীণা যুগ সম চঞ্চল লোচন ॥
নাভি সুগভীর, আর নিতম্বের তরে । যুদ্ধগতি ধরিয়া বিশেষ
শোভা ধরে ॥ স্থলপমোদর বক্ষে করিয়া বহন । ইষৎ নম্রতা

ভাব কোরেছে ধারণ ॥ অধিক ভোমাকে মেঘ ! কি বলিব আর
যুবতী বিষয়ে আশ্রয় স্থিতি বিধাতার ॥ এমন বনিতা মম করিলে
দর্শন । অবশ্য বিদিত তুমি হইবে ভঁখন । ৮১ ॥

মূল ।

তাং জানীয়াঃ পরিস্মিতকথাং জীবিতং মে দ্বিতীয়ং
দূরীভূতে মগ্নি সহচরে চক্রবাকী মিবৈকাং । গাঢ়োৎ
কণ্ঠাং গুরুষু দিবসেষু গচ্ছৎ সুবান্জাতাংমন্যে
শিশিরমখিতাং পদ্মিনীং বান্যরূপাং । ৮২ ॥

ওহে মেঘ ! কুবেরের শাপেই নিশ্চিত । অতি দূর পথে
আমি হোয়েছি প্রেরিত ॥ মম সহবাস বিনা মম নিভান্বিতা ।
চক্রবাকী মম আহা ! আছে একাকিনী ॥ জীবন স্বরূপা মম ;
বচন তাহার । পরমিত রূপ আহা ! বান্য সে যে আর ॥ বহু
দিনাবধি মম দর্শন বিহনে । উৎকণ্ঠিতা হোয়ে মদা আছে
জ্ঞান মনে ॥ তাহাতে মলিনা সে হোয়েছে অতিশয় । মনে
মনে আমার এমন বোধ হয় । ভুবার পতন দ্বারা পদ্মিনী
যেমন । জ্ঞান হয়, আহা ! মম বনিতা এখন ॥ সেইরূপ অব-
স্থায় আছরে নিশ্চিত । ওহে মেঘ ! দেখিলেই হইবে
বিদিত ॥ ৮২ ॥

মূল ।

মুনঃ তস্যঃ প্রবল রুদিতোচ্ছ্বাসেনোঃ প্রিয়ায়া
মিশ্রাঙ্গানা মশিশিরতয়া ভিন্নবর্ণধরৌষ্ঠঃ । হস্ত-
কোন্তঃ সুখ মমকলব্যক্তিঃ কল্পানন্দা দিল্লোভিতঃ
দ্রুমকরঃ ক্রিষ্টকান্তে বিভর্তি দমঃ ॥

ওহে মেঘ ! মনে মনে কষ্ট ভাবিতেছি । কল্পকর বার এই
বোধ করিতেছি ॥ তোমাকে আনন্দ হোয়ে প্রদান করি
যেমন

প্রকাশিতে না পারিয়া নির্মল কিরণ ॥ স্নানিভূত হোয়ে রহে,
সমান তাহার । হইয়াছে মুখচন্দ্র মম বনিতার ॥ বিরহে
আবৃত্তা হোয়ে দীনদশা ধরি । মলিনা হইয়া আছে আহা
মরি মরি ॥ এলায়ে পড়েছে কেশ কবরী বিহনে । একে অতি
লঘুমান তাহে অযতনে ॥ বিভাব গমনে কেশ মুখ ঢাকিয়াছে ।
অধিক রোদনে ছুটি চক্ষু ফুলিয়াছে ॥ উষা বিশ্বাসের দ্বারা ওষ্ঠা-
ধর তার । বিশ্বকল তুল্য তাহা হোয়েছে বিকার ॥ বিরহেতে
সকাতরা হোয়ে অনুক্ষণ । মুখচন্দ্রোপরে হস্ত করিছে অর্পণ ॥ ৮৩
মূল ।

আলোকে তে নিপত্ততি পুরা সা বলি ব্যাকুলা বা
মৎ সাদৃশ্যং বিরহ তনুতাভাবগম্যং লিখন্তী ।
পৃচ্ছন্তীবা মধুরবচনাং সারিকাং পঙ্করস্থাং কচ্চি-
ন্ত্ত ৪ স্মরসি নিভূতে স্বং হি তস্য প্রিয়েতি ॥ ৮৪ ॥

ওহে মেঘ ! এ প্রকার অবস্থা যাহার । নিতান্ত জানিবে
সেই বনিতা আমার ॥ অবশ্য তাহারে ভুমি করিবে দর্শন ।
মম প্রাণ মম সেই প্রিয়সী এখন ॥ সহরে নির্ঝিল্লি আমি
কিক্রাপে তথায় । গমন করিব তিনি সেই বাসনায় ॥ ইন্দ্ৰ-
দেবে আরাধনা করিবে বলিয়া । তাহাতেই রহিয়াছে ব্যাকুলা
হইয়া ॥ অথবা বিরহ কটকে ক্ষীণদশা ধরি । বিরলে বসিয়া
মম রূপ চিন্তা করি ॥ চিত্রফলকেতে তাহা করিছে লিখন ।
অথবা নিভূত স্থানে বসিয়া এখন ॥ পিঙ্কর মণ্ডিতে আছে সা-
রিকা আমার । মধুরবাদিনী নানা গুণ আছে আর ॥ জিজ্ঞাসা
করিছে তারে একপ প্রকার । তোমাতে আহুয়ে প্রীত পতির
আমার ॥ তাঁহার দর্শনাত্মকে ভুমি কি এখন । মনে মনে কোরে
থাক তাঁহাকে দর্শন ॥ ৮৪ ॥

মূল ।

উৎসঙ্গে বা মলিনবসনে সৌম্যমুখকিপ্য বীণাং
মলোদ্ভাঙ্কং বিরচিতপদং গেম্ব মুদ্রাকুকামা ।
তস্মী রাড্রী নয়নসন্নিলাঃ সারসিহা কথঞ্চিৎ ভূয়ো-
ভূয়ঃ স্বয়মপিকৃত্যাং মুচ্ছনাং বিস্মুরন্তী ॥ ৮৫ ॥

ওহে মেঘ ! অথবা এমত ভাবি মনে । পতিব্রতা পত্নী মম
বসিয়া নির্জনে ॥ মম নামাস্ক্রিত বিরচিত পদ ধরি । গাইবে
পঞ্চম স্বরে অভিশা করি ॥ স্নানাস্থরা কক্ষে বীণা করি স-
স্থাপন । ভাবিছে কতই তাহে ভাসিছে নয়ন ॥ যে সকল গুণ
আছে সংযোগ বীণায় । আদ্রীভূত হইতেছে নেত্রাশ্রু দ্বারায় ॥
আহা ! কত কষ্টে তাহা মার্জনা করিয়া । পুনঃ পুনঃ মুচ্ছ-
নাদি যাইছে ভুলিয়া ॥ ৮৫ ॥

মূল ।

শেযান্ মাসান গমন দিবস স্থাপিতস্যাবধেৰ্কা
বিন্যস্যন্তী ভুবি গগনয়া দেহলী মুক্তপুষ্পেঃ । সং-
যোগং বা হৃদয় নিহিতারম্ভ মাসাদয়ন্তী প্রায়ৈণেবং
রমণবিরহে হ্যঙ্গ নানাং বিনোদাঃ । ৮৬ ॥

ওহে মেঘ ! আরো আমি বলিছে তোমায় । যদবধি আসি-
য়াছি ত্যজি বনিতায় ॥ আসার প্রস্থান হেতু আমার গৃহিণী ।
নিতান্ত সে বিরহেতে হোলে বিরহিণী ॥ পুষ্পমালা যাহা থাকে
প্রাক্রমে শোভিত । তাহা হোতে লইয়াছে পুষ্প কথঞ্চিৎ ॥
কয় মাস আসিয়াছিকরিয়া গগন । তটী পুষ্প করিতেছে ভূমিতে
স্থাপন ॥ শাপাস্তের অবশীক্ট মাস আছে যত । অপর দিকেতে
পুষ্প রাখিতেছে তত ॥ তাহা যদি নাহি হয় তাহলে এখন ।
হৃদয় মধ্যেতে লতি আমার দর্শন ॥ তাহাতেই ময় হোলে
আছে এ সময় । পতিব্রতাদের হয় এ ভাব উদয় ॥ ৮৬ ॥

মূল।

সম্মানপারা মহানি ন তথা পীড়নৈমদ্বিবোগঃ শঙ্কে
রাত্রৌ গুরুতরশুচং নির্বিনোদাং সখীং তে । মৎ
সন্দেশেঃ সুখমিতু মলং পশ্য সাক্ষীং মিশীথে তা
মুনিদ্রাসবনিশয় নামসবাতা যুনন্তঃ ॥ ৮৭ ॥

ওহে মেঘ ! এ প্রকার মনে মম হইল। কামিনীদিগের পক্ষে
বামিনী সময় ॥ বিরহ পাবক কষ্ট দ্যায় বে প্রকারে । দিবা-
ভাগে তত কষ্ট দিতে নাহি পারে ॥ যেহেতু দিবসকালে কুল-
বধুগণ ॥ গৃহোচ্চিত কার্য্যে রহে হোয়ে অন্যমন ॥ অতএব তুমি
সেই ভুতলশামিতা । ভুক্তনিদ্রা পতিততা বিনোদ রহিতা ॥ তব
প্রিয়সখিকেহে রজনীকালীন । গবাক্ষ দ্বারেতে নিজে হোয়ে
অধ্যাসীন ॥ মম বার্তা দ্বারা সুখী করণ কারণ । দর্শন করিবে
মম মানস এমন ॥ ৮৭ ॥

মূল।

আধিক্যমাং বিরহ শয়নে সন্মিকীর্ণকপাশাং
প্রাচীমূলে তনুমিব কলামাত্রশেষাং হিমাংশোঃ ।
নীতা রাত্রিঃ ক্ষণমিব ময়া সার্ক মিল্ছারতে য়া তা-
মেবোন্মৈঃ বিরহজনিতৈ রশ্রুতি বাপয়ন্তীং ॥ ৮৮ ॥

ওহে মেঘ ! কত বে হোতেছে মম মনে । আপন ইচ্ছায়
মম পত্নী মম মনে ॥ ক্ষণ সম রাত্রি সব কোরেছে যাপন ॥ আহা
এই পত্নী মম বিচ্ছেদে এখন ॥ ক্ষীণা চন্দ্রকলা স্তম মলিনা
হইয়া । বিরহ শয্যাতে এক পাশ্বে তে শুইয়া ॥ বিরহ পাবক
জাত উষ্ণ নেত্র নীরে । মনোপীড়াগ্রস্তা হোয়ে ব্যথিত শরীরে ॥
মুগ্ধ মম সেই সব রজনী এখন । বিশেষ কষ্টেতে আহা !
করিছে যাপন ॥ ৮৮ ॥

মূল।

নিশ্বাসেনাধর কিশলয় কেশিনা বিক্ৰিপত্নীঃ ১০
মানাৎ পরুষ মলকং নূন মাগণ্ডলয়ঃ । মৎ সংযোগঃ
কথমপি ভবেৎ স্বপ্নজোপীতি মিত্রা মাকাজ্জতীঃ
নয়ন শলিলোৎ পীড়কুঙ্করিকাশাং ১১ ৷

ওহে জলধর! মম সতীর অধর! কিশলয় সতীঃ বিশেষ
শোভাকর ॥ সুদীর্ঘ মিত্রাঃ তার অতি ক্রেশকর ॥ আর মম
বনিতার গণ্ডের উপর ॥ লম্বিত কুণ্ডলাকৃত চিকুর শোভন ॥
তাহাও নিশ্বাসে আহা উড়িছে এখন ॥ আর বলি ওহে মম
আমার ললনা ॥ স্বপ্নে মম সহ লাভ করিয়া আসনা ॥ মিত্রা
ইচ্ছা করিতেছে, কিন্তু অক্ষুণ্ণ ॥ অশ্রু দ্বারা অবরুদ্ধ থাকিতে
নয়ন ॥ প্রবেশিতে নাহি হয় কক্ষতা মিত্রার ॥ এমত বিরহবৃত্ত
বনিতা আমার ॥ তাহার সমীপে তুমি গমন করিবে ॥ ইহাই
প্রার্থনা মম নিশ্চয় জানিবে ॥ ১০ ॥

মূল।

আদ্যে বন্ধা বিরহ দিবসে যা শিখানাম হিতা
শাপম্যাস্তে বিগলিতশুচা যা মরোদ্বেষ্টনীয়া ।
স্পর্শক্লিক্টা অপমিতনধেনাসক্লং কারয়ন্তীঃ গণ্ডা
ভোগাৎ কঠিন বিবমা মেঘবেগীঃ করেণ ॥ ১০ ॥

শাপ অস্তে শোক শূন্য যখন হইব । তখন এ বেগী পুনঃ
বন্ধন করিব ॥ বিরহের প্রথম দিবসে এ প্রকার ॥ মনে মনে
চিন্তা করি বনিতা আমার ॥ এক বেগী বন্ধন করেন সে সময় ॥
রোদন দ্বারা কুলিয়াছে গণ্ডদ্বয় ॥ ভূবা শূন্য নখযুক্ত করের
দ্বারা ॥ সেই বেগী সর্বক্ষণ উৎসিষ্ট হওয়ায় ॥ সন্নিহিত
ও বিবমা হোয়েছে এখন ॥ এ প্রকার মেনারীকে করিবে বন্ধন ॥

সেই মম প্রাণিনি নিশ্চয় জানিবে । তাহার সদনে তুমি সন্মুখে
যাইবে ॥ ১০ ॥

মূল ।

পাদানিন্দো রম্যত শিশিরান্ জলমার্গ এবি-
কান্ পূৰ্ণ প্রীত্যা গতমভিমুখং সম্মুখং তথৈব ।

চক্ষুঃখেদাৎ সলিল গুরুভিঃ পক্ষাভিহাদয়ন্তীং

সাজ্জেহিবি স্থলকমলিনীং ন প্রবুদ্ধাং ন মৃগাং ॥ ১১ ॥

ওহে মেঘ ! আরো মম হইতেছে মনে । শশধর সমুদিত
হইলে গগনে ॥ গবাক্ষ দ্বারেতে পড়ে তাহার কিরণ । তাহে
শশী ছিল পূৰ্বে প্রাণর ভাজন ॥ তাহাই ভাবিয়া মনে মম প্রা-
ণধিকে । গবাক্ষের দ্বার দিয়া দেখিয়া শশিকে । এখন শশীর
কর সহ্য নাহি হয় । আদ্র হইয়াছে তার নেত্র পক্ষদ্বয় ॥ করি
তেছে তদ্বারায় নেত্র আচ্ছাদন । যাহে না দেখিতে হয় শশীর
কীরণ ॥ এমন বনিতা মম তাহার সদনে । গমন করহ মেঘ !
আমার কারণে ॥ জাগ্রৎ ও নিদ্রা এই অবস্থা উভয় । ত্যজিয়াছে
মম পত্নী জানিবে নিশ্চয় ॥ মেঘাচ্ছন্ন দিবসেতে হইলে যেমন ।
মার্ত্তণ্ড ও শশাক্ষের বিহনে কীরণ ॥ মুদ্রিত কি প্রস্কৃটিত পদ্ম
নাহি হয় । সেইরূপে আছে মম বনিতা নিশ্চয় ॥ ১১ ॥

মূল ।

সংস্রবস্তাভরণ মবলা পেশলং ধারয়ন্তী শয্যাং
সঙ্গে নিহিতমসক্লং ছঃখ ছঃখেন গাত্রং । দ্বা ম-
প্যস্ত্রং জলকণময়ং মোচয়িষ্যত্যবশ্যং প্রায়ঃ সর্বো
ভবতি করুণা বৃত্তি রাত্রী স্তবাস্মাঃ ॥ ১২ ॥

ওহে মেঘ ! আর সেই বনিতা আমার । পরিত্যাগ করি
বসরাদি অলঙ্কার ॥ কমল দেহকে অতি দুঃখের কারণ ॥ শয্যা-
পরে অর্পণ কোরেছে সর্বক্ষণ ॥ তাঁহাকে দশ নতুনি যখন

করিবে । অবশ্য নেত্রাশ্রি তব পতন হইবে ॥ আদ্র চিত্ত ব্যক্তি
পর ছুঃখ সম্পদশনে । করুণা হস্তির বশ হন সেইক্ষণে । ৯২ ॥

মূল ।

জানে সখ্যা নুব ময়ি মনঃ সংভূতঃ স্নেহ মস্মা-

দিখং ভূতাং প্রথম বিরহে তা মহং তর্কয়ামি ।

বাচালং মাং ন খনু সুভগং মনু্যতাবঃ করোতি প্র-

ত্যকন্তে নির্খিল মচিরাং ভ্রাত রুভুং ময়া যৎ ॥ ৯৩ ॥

ওহে মেঘ ! যিনি প্রিয়সখী আপনার । মম পত্নী; প্রাথমিক
বিরহে তাহার ॥ হোয়েছে পূর্বোক্ত দশা জানিতেছি মনে ।
যাহা আমি বলিয়াছি তোমার সদনে ॥ যে হেতু আমার প্রতি
তঁার স্নিগ্ধ মন । সমর্পিত হইয়াছে নিশ্চয় এমন ॥ যাহা মম
অনুভব নিশ্চয় জানিবে । সত্ত্বরে তোমার তাহা প্রত্যক্ষ হইবে
বিরহে কাতর হোয়ে আমি যে এখন । বাচালতা করিতেছি
ভেবনা এমন ॥ ৯৩ ॥

মূল

রুদ্রাপাঙ্গ প্রসরমলকৈ রঞ্জন স্নেহশূন্যং প্রত্যা-

দেশা দপি চ মধুনো বিস্মৃত ক্রবিলাসং । ত্রয়্যা-

সন্নে নয়ন যুগলি স্পন্দি শক্বে মৃগাক্ষ্যা মীনক্షো-

ভাকুল কুবলয় শ্রীতুলা মেঘ্যতীতি ॥ ৯৪ ॥

ওহে মেঘ ! আর বলি বোধার্থে ভোমার । ঝালমৃগসম
অক্ষী মম বনিতার ॥ তুমি তাঁর নিকটেতে ধাইবে যখন ।
তোমাকে দেখিতে উদ্ধে মিলিবে নয়ন ॥ স্পন্দমান হইবেক
নয়ন তাহার । তাহাতে বিশেষ শোভা হইবে নিস্তারি ॥ যে
কপ হৃৎক মৎস গমন করিলে । স্পন্দমান হয় নীল কল্লীন
মিলিলে ॥ সেইরূপ হইবেক শোভা সম্পদান । আর মম অনুরাগ
হোতেছে এমন ॥ নয়ন যুগল তার আললিত আকর্ষণ করুমান

অলংকারবস্তুর সারা তাহা ॥ অপাক হোয়েছে রক্ত, কটাক
তাহায় । হইয়াছে শূন্য ইহা বলিছে তোমার ॥ অঙ্গ ও মেহ
নাই তাহাতে এখন । ক্র ভক্তি বিলাস আদি হবেনা দর্শন । ২৪ ।

মূল

বাগ শাস্যঃ কররূপদৈ মুচ্যমানো মদীয়ৈ স্মৃতা

জানঃ চিরপরিচিতঃ যোজিতো দৈবগতা ।

সন্তোষান্তে মম সন্মুচিতো হস্তসম্বাহনানাং বদ্যো

ভারুঃ কনক কদলী স্তম্ভগোর শচলস্থঃ ॥ ২৫ ॥

বিশেষ তোমাকে আর বলি জলধর ॥ তুমি মম স্ত্রীর হোলৈ
নয়ন গোচর ॥ কনক নির্গিত রাম কদলী সমান । মম বনিতার
উরু অতি শোভমান ॥ তখন বামোরু তার হইবে স্পন্দন । সে
উরুর কথা আর কি কব এখন ॥ মম নথ চিহ্ন আর নাহি
তাহার । বিলাসান্তে সেই উরু হায় হার হার ॥ সম্বাহিত
হোতো মম কর সহ যোগে । সেই নিস্পন্দিত উরু তাহা দৈব
ভোগে ॥ মম প্রাণসম প্রিয়া স্মৃতা অতরণ । পরিত্যাগ করি-
য়াছে কি মনোবেদন ॥ ২৫ ॥

মূল ।

তন্মিন্ কালে জনম যদি সা লক্ষ্মিনীজা তুখা স্যাত্ত্রাসী

ন স্তনিতবিমুখো যামনাত্রঃ সহেথাঃ । মাতুলন্যা

ময়ি প্রণয়িনী স্বপ্নলকো কথঞ্চিৎ সদ্যঃকণ্ঠচ্যুত

ভুজলতা গ্রস্থি দাঢ্যোপগূঢ়ঃ ॥ ২৬ ॥

ওহে জলধর ! বলি ইহাও তোমাকে । যখন দেখিব তুমি
মম বনিতাকে ॥ যদ্যপি থাকেন তিনি নিমিত্ত হইয়া । গভীর
লক্ষ্মণ দ্বারা নিদ্রা না তাজিয়া ॥ যদি তব কণ্ঠ হই তাহাও
বহিবে । প্রহারক কান স্থিতি তথায় করিবোম । যে বেহু জে-
মাইক বলি কারণ তাহার । দৈবপরশে যদি প্রিয়সী আসার ॥

স্বপ্ন যোগে প্রাপ্ত হোয়ে থাকে মম সঙ্গ । তোমার গর্জনে
তার নিদ্রা হবে ভঙ্গ ॥ তার ভূজ দ্বারা মম কণ্ঠ আবদ্ধিত ।
মোচন হইবে তাহা হলে জাগরিত ॥ ইহাতে তাহার দুঃখ
হবে অতিশয় । ওহে জনধর ! সে সামান্য দুঃখ নয় ॥ ৯৬ ॥

মূল ।

তা মুখাপ্য স্বজল কনিকা শীতলৈনানিলেন প্রত্যা
শ্রুতাং সমমভিনবৈ জালকৈ মালতীনাং । বিদ্যাৎ-
কম্প স্তনিত নয়নাং স্বং সনাথে গবাক্ষে বস্তুং
ধীরং স্তনিত বচনৈ মর্মানিনীঃ প্রক্ৰমেথাঃ ॥ ৯৭ ॥

ওহে মেঘ ! দেখিয়া অস্থির সৌদামিনী । চঞ্চল লোচনা
আর বিশেষ মানিনী ॥ সেই মম কামিনীকে করিয়া যতন ।
ঈদৃশকণাবাহি যে শীতল সমীরণ ॥ তাঁর মন্দ মন্দ শুভ গতির
দ্বারায় । ধরাতল শয্যা হোতে তুলিয়া তাহার ॥ ক্ষণকাল স্থিতি
করি গবাক্ষের দ্বারে । গর্জন স্বরূপ ধীর বাক্য সহকারে ॥ আ-
লাপ করিবে মম বনিতার সনে । ওহে মেঘ ! এমন ভাবিবে
তাঁরে মনে ॥ আরো আমি বলিতেছি শুন বাক্য মম । অতিনব
মালতী কুসুম কলি সম ॥ মম বনিতাকে তুমি অন্তরে ভাবিবে ।
দেখিবে যখন তব প্রভার হইবে ॥ ৯৭ ॥

মূল

ভর্ষুমিত্রং প্রিয় মবিধবে বিদ্ধি মা মম্বুবাঃ স্বৎ-
সন্দেশাং সনসি নিহিতাদাগতং তং সমীপং । যো
রন্দানি স্বরয়তিপথি শ্রাম্যতাং প্রেষিতানাং মনু-

মিত্তৈ ধনিত্তি রবলা বেণিমোকোৎ সুকানি ॥ ৯৮ ॥

হে মেঘ ! আমার সেই প্রিয়র সদন । এইরূপ কহিবে
করিয়া সন্মোদন ॥ হে বিধবে ! শুন তুমি বচন আমার । অকৃত্রিম

বন্ধু আমি নাথের তোমার ॥ হৃদয় নিহিত তাঁর সংবাদ সহিত ।
 তোমার সদনে হইয়াছি উপস্থিত ॥ “ মেঘ ” মম নাম, এই
 লহ পরিচয় । পতির বিরহে হোয়ে কাতর হৃদয় ॥ এক বেণী
 ধরিয়া যে রহে নারীগণ । তাহাদের সেই দুঃখ করিতে মো-
 চন ॥ প্রোষিত জনেরা যবে গৃহস্থখী হয় । তপন তাপেতে
 হোয়ে তাপিত হৃদয় ॥ বিজ্ঞানার্থে স্নিগ্ধ স্থানে বসিলে তখন
 যে মেঘ করিয়া স্নিগ্ধ গভীর গর্জন ॥ প্রোষিত নিকরে অতি
 দূরা যুক্ত করে । সেই মেঘ আসিয়াছি তোমার গোচরে ॥ ৯৮ ।

মূল ।

ইত্যাখ্যাতে পবন তনয়ে মৈথিলী চোম্বুখী সা
 দ্বামুৎ কণ্ঠোচ্ছ সিত হৃদয়া বীক্ষ্য সম্ভাব্য চৈবৎ ।
 শ্রোষ্যত্যাশ্রাৎ পরমবহিতা সৌম্য সীমন্তিনীনাং
 কান্তোদন্তঃ সুহৃৎপ নতঃ সঙ্গমাৎ কিঞ্চিদূনঃ ॥ ৯৯ ॥

ওহে জলধর ! নিজ মধুর বচনে । আমার বৃত্তান্ত তুমি ব-
 লিলে তৎক্ষণে ॥ উৎকণ্ঠিতা অন্যাচিন্তা বনিতা আমার । অব্য-
 র্থনা বিধিমতে করি আপনার ॥ বিশেষ উন্মুখী তিনি হইয়া
 তখন । তুমি যা বলিবে তাহা করিবে শ্রবণ ॥ পবন-পুঞ্জের
 মুখে মৈথিলী যেমন । শ্রীরামচন্দ্রের বার্তা করেন শ্রবণ ॥ তদ্রূপ
 তোমার মুখে মম সমাচার । শ্রবণ করিবে সেই বনিতা আমার ॥
 মিত্র দ্বারানির্ভ নিজ পতির মঙ্গল । বিরহিণীগণে লভে মিল-
 নের কল ॥ ওহে মেঘ ! তব বাক্য করিয়া যতন । মম প্রাণ সম
 পত্তী করিবে শ্রবণ ॥ ৯৯ ॥

মূল ।

তা মাযুষ্মন্ মম চ বচনা দাত্বান শোচ্যপকর্তুং ক্রয়া
 একং তব সহচরো রামগির্ঘ্যাশ্রমস্থঃ । অব্যাপন্নঃ

কুশলমবলে পৃচ্ছতি স্বাং বিযুক্তাং ভূতানাং হি
করিসুকরণেষাঙ্ক মাশ্বাস্য মেতৎ ॥ ১০০ ॥

ওহে মেঘ ! আরো আমি বলি আপনার । পতি-বিরহিণী
সেই মম বনিতায় ॥ মম উপকার জন্য কহিবে এমন । রাম-
গিরি নামেতে যে আছেয়ে পর্কত ॥ তথায় আশ্রম এক আছেয়ে
স্থাপিত । তাহাতে তোমার পতি আছেন জীবত ॥ প্রাণিদের
ইন্দ্রিয় যদ্যপি ক্ষয় পায় । জীবিত থাকিলে রহে আশ্বাস
তাহার ॥ ১০০ ॥

মূল ।

অক্লেনাঙ্কং স্তুতস্তু তনুনা গাঢ় তপ্নেন তপ্তং সা-
শ্রেণাশ্রদ্ধতমবিরতোৎকণ্ঠ মুৎকণ্ঠিতেন । দীর্ঘো-
চ্ছাংসং সম খিকতরোচ্ছ্বাসিনা দূরবর্তী সংক-
ল্পেষ্টে বিশতি বিধিনা বৈরিণা রুদ্ধমার্গঃ ॥ ১০১ ॥

ইহাও বলিবে মেঘ ! মম বনিতায় । হে অবলে ! শত্রুরূপী
বিধির দ্বারায় ॥ বন্ধিৎ ও আগমনে অক্ষম হইয়া । তব দূরবর্তী
তর্ভা ভাবিয়া ভাবিয়া ॥ অত্যন্ত হোয়েছে ক্ষীণ সন্তাপিত আর ।
অবিরত বহিতেছে নেত্রে অশ্রুধার ॥ বিশেষ উৎকণ্ঠান্বিত
হোয়েছে এমন । সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস সদা করিয়া ক্ষেপণ ॥ মানস
দ্বারায় সেই মেঘ আপনার । করিছেন নিবেশন দেহেতে তো-
মার ॥ ১০১ ॥

মূল ।

শব্দাখ্যেয়ং যদপি কিল ভোয়ঃ সখীনাং পুর-
স্তাৎকর্ণে লোলঃ কথয়িতু মতুদাননম্পর্শলোভাৎ ।
লোভিকান্তঃ অবগ বিধন্যং লোচনাত্যা মদৃশ্য স্তা
মুৎকণ্ঠাবিরচিতপদং সম্মুখেনৈব সাহ ॥ ১০২ ॥

ওহে মেঘ ! আর তুমি করহ অবণ ! যেকপ কহিবে মম
পত্নীর সদন ॥ অবণ ও নয়নের গোচর রহিত । এমন তোমার
সেই ভর্তা দূরস্থিত ॥ তোমার বিরহে হোয়ে উৎকণ্ঠিত মন ।
অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়া এখন ॥ যে সকল পদাবলী রচেন
যতনে । অবণ করহ তাহা আমার আননে ॥ তব সেই
পতি কোন মনের বিষয় । তব কর্ণে বলিবেন করিয়া আশয় ॥
তব মুখপদ্ম স্পর্শ লোভের কারণ ॥ সখীগণ সমীপেতে সচঞ্চল
হন ॥ ১০২ ॥

মূল

শ্যামাস্বজং চকিতহরিণী প্রেক্ষিতে দৃষ্টিপাতান্
গণ্ডচ্ছায়ং শশিনি শিখিনাং বহভারেষু কেশান।
উৎপশ্যামি প্রতনুযু নদীবীচিষু জ্বলিতান্ হস্তৈ-
কস্তং ক্ষতিদপি ন তে চণ্ডি সাদৃশ্য মস্তি ॥ ১০৩ ॥

ওহে মেঘ ! আর আমি বলি তব স্থানে । একপ কহিবে মম
প্রিয়া বিদ্যমানে ॥ ওহে কোপযুক্তে ! তব সব অবয়ব । এক
স্থানে দরশন না হয় সম্ভব ॥ নানাস্থানে নানা অঙ্গ সম শোভা-
কর । শ্যামাস্ত্রীর অঙ্গ সম তব কলেবর ॥ চঞ্চল হরিণী নেত্র
সদৃশ নয়ন । নির্মল পূর্ণেন্দু সম গণ্ড সুশোভন ॥ কলাপির ক-
লাপ যেকপ চমৎকার । তাদৃশ তোমার শিরে শোভে কেশ
ভার ॥ ক্ষীণা নদী তরঙ্গ যেমত সুশোভন । তাদৃশ ক্রান্তি তব
হয় দরশন ॥ ১০৩ ॥

মূল ।

ধারাসিক্ত স্থলসুরাভিন জ্বলন্তুখম্যাস্য বালে দূরী-
ভূতং প্রতনু মপি মাং পঞ্চবাণঃ ক্ষিণোতি । যক্ষ্মাস্তে
মে দ্বিগুণয় কথং বাসরাণি ব্রজেষু দিকসংস্রজ
প্রবিত্তঘন ব্যস্তসূর্য্যা তপানি ॥ ১০৪ ॥

ওহে মেঘ ! আর আমি বলিহে তোমায় । একপ বলিবে
তুমি মম বনিতায় ॥ হে বালে ! নবীন বারি ধারায় যেমন ।
মৃত্তিকা হইলে সিক্ত তাহাতে তখন ॥ সুগন্ধ উখিত হয়, তরুণ
প্রকার । সুগন্ধ প্রদান করে বদন তোমার ॥ তার দূরীভূত,
আর বিরহ জালায় । কলেবর ক্ষীণ হইলেও অর তায় । অনুক্ষণ
করিতেছে শর নিক্ষেপণ । গ্রীষ্মকাল যে সময়ে করিবে গমন ॥
দিক সব নবীন নীরদে আচ্ছাদিবে । তপনের কর তাহে নিশ্চয়
চাকিবে ॥ সেই বরষায় দিন কিএপ প্রকারে । যাপন করিব
ইহা জিজ্ঞাসিবে তাঁরে ॥ ১০৪ ॥

মূল ।

স্বা মালিখ্য প্রণয়কুপিতাং ধাতুরাগৈঃ শিলায়া মা-
আনন্তে চরণপতিতং যাবদিচ্ছামি কর্ভুং । অশ্রৈ-
স্তাব অহুঃকপাচিভৈর্দৃষ্টি রালুপাতে মে ক্রুরস্তম্মি-
ন্নপি ন সহতে সংগমং নৌ কৃতান্তঃ ॥ ১০৫ ॥

ওহে মেঘ ! আর আমি বলি তব স্থানে । একপ বলিবে
মম পত্নী বিদ্যমান ॥ শিলাপটে গৈরিকাদি রাগের সহিত ।
কোপমুক্ত তনু তার করি আলিখিত । পদতলে নিক্ত তনু করিব
পতন । একপ মানস আমি করি যেইক্ষণ ॥ সে সময়ে মন্ত্র
হোতে অশ্রুপাত হয় । সহজেই দৃষ্টিশক্তি কিছু নাহি রয় ॥ অত-
এব বোধ করি তাহাতে এমন । দেহ প্রতিবিম্ব দ্বারা হয় সে
মিলন ॥ নিষ্ঠুর কৃতান্ত দেহ তাহা নাহি শয় । আত্মাদের প্রতি
তিনি এসত নিদয় ॥ ১০৫ ॥

মূল ।

মা মাকাশপ্রাণিহিতভূজং নির্দয়ান্ধোবহেতো লক্শ্য-
য়া স্তে কথমপিমন্নাঃ স্বপ্নসন্দর্শনেষু । পশ্যন্তীত্যং

ন খলু বহশো নস্থলী দেবতানাং মুক্তাস্থলান্তরু
কিশলয়েষশ্চ লেশাঃ পতন্তি ॥ ১০৬ ॥

হে মেঘ ! তাহাকে আর বলিবে এমন । স্বপনে তাঁহার রূপ
করিয়া দর্শন ॥ বিশেষ ছুঃখিত হই জাগ্রত হইয়া । গাঢ় আলি-
ঙ্গন আশা অন্তরে করিয়া ॥ শূন্যদিকে বিস্তারিত করি ভুজঘন ।
অমহ্য বিরহে মম বিদরে হৃদয় ॥ দয়ায় আদ্রিত বন দেব দেবী
গণ । আমার এ ছুঃখ তারা করিয়া দর্শন ॥ তাহাদের নয়ন
হইতে সে সময় । স্থূল মুক্তাকল সম অশ্রু শোভাময় ॥ নবীন
তরুর কিশলয়ের উপরে । হয় না কি পাত ? ছুঃখ সহেনা
অন্তরে ॥ ১০৬ ॥

মূল ।

ভিদ্ধা সদ্যঃ কিশলয় পূর্টান্ দেবদারু ক্রমাণাং মেতৎ
কীর শ্রুতি সুরভয়ো দক্ষিণেন প্রবৃত্তাঃ । আলি-
ঙ্গ্যন্তে গুণবতি ময়া তে তুষারাদ্রিবাভাঃ পূর্ক্সংদৃষ্টং
যদি কিল ভবেৎ সঙ্গ মেতি স্তবেতি ॥ ১০৭ ॥

ওহে মেঘ ! আর আমি বলিহে তোমায় । একপ কহিবে
তুমি মম বনিতায় ॥ ওহে মেঘ ! তাহে তুমি করহ শ্রবণ । যেকপ
কহিবে মম পত্নীর সদন ॥ ওহে গুণবতি ! তব চারু কলেবর ।
অতি সুশোভিত আর অতি মনোহর ॥ তব সেই দেহ আহা
অতি সুচিকণ । হিমালয় বায়ু পূর্ক্সে বরেছে দর্শন ॥ একারণ
আমি সেই তুষার পবনে । আলিঙ্গন করিতেছি পরম যতনে ॥
যে পবন দেবদারু তরু কিশলয়ে । ভেদ করি তার শ্রুতি ক্ষির
গঙ্গা লয়ে ॥ দক্ষিণ প্রদেশ হোতে মন্দ মন্দ ভাবে । গমন
করিছে নদা আপন স্বভাবে ॥ ১০৭ ॥

মূল

সংক্ষিপ্যেত ক্ষণমিব কথং দীর্ঘযামা ত্রিযামাঃ
সর্কীবস্ত্বহরপি কথং মন্দ মন্দাতপং স্যাৎ ।
ইথং চেত শট্টল নয়নে দুর্লভ প্রার্থনং মে গা-
চৌষণ্ডিঃ কৃত ম শরণং ত্বদ্বিযোগব্যথাতিঃ ॥ ১৮ ॥

ওহে মেঘ ! আর তুমি প্রিয়াকে আমার । একপ প্রকারে
গিয়া দিবে সমাচার ॥ হে চঞ্চলনেত্রে ! তব বিরহ কারণ ।
উত্তপ্ত হইয়া মম অন্তর এখন ॥ ব্যথিত হোয়েছে, যাহা হই-
বার নয় । প্রার্থনীয় হইতেছে তাহা এসময় ॥ দীর্ঘযামা ত্রি-
যামা হউন স্বপ্নাকার । প্রাতঃ ও মধ্যাহ্নকাল সায়াংকাল আর ॥
মন্দ মন্দ তাপযুক্ত হোক সর্বক্ষণ । মনেমনে করিতেছি প্রার্থনা
এমন ॥ ১০৮ ॥

মূল ।

ইত্যান্নানং বহুবিগণয়ন্নাগ্নৈবাবলম্বে তৎ ক-
ল্যাণি ত্বমপি সুতরাং মাগসঃ কাতরদ্বং । কস্মা-
ত্যন্তং সুখ নুপগতং দুঃখ মৈকান্ততো বা নীচৈর্গ-
চ্ছত্বাপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ ॥ ১০৯ ॥

আরো মম স্ত্রীকে এই কবে জলধর ! । এ প্রকার চিন্তা
আমি করিয়া বিস্তর । আপনিই করিলাম ঈর্ষ্যাযলস্বন । হে
কল্যাণি ! সুতরাং তুমি এখন ॥ ধৈর্য্য ধরহ ; নাহি কাতর
হইবে । চিরকাল সুখ দুঃখ কেহ না ভুগিবে ॥ রথচক্রসদৃশী
দেখ প্রমাণ তাহারি । নীচ স্ব উচ্চ দুই লভে যে প্রকার ॥
সেইরূপ সুখ দুঃখ দশা ভোগ হয় । ইহা জাতি খীরা তুমি হইবে
নিশ্চয় ॥ ১০৯ ॥

মূল ।

এতম্বাঝাং কুশলিন অভিজানদানাবিদিভা মা
কৌলীন্যাদসিতনয়নে ময্যাবিশ্বামিনী ভুঃ । মেহা-
নাহুঃ কিমপি বিরহব্যাপদ স্তেহ্য ভোগ্যা দৃষ্টে
বস্তুহ্যুপচিত রসাঃ প্রেমরাশীভবন্তি ॥ ১১২ ॥

ওহে মেঘ ! মম বিরহিনী বনিতার । ইহাও কহিবে হোয়ে
সদয় আমার ॥ হে অসিতনেত্রে ! গুহ্য পূর্বোক্ত বচনে ।
প্রত্যয় করিয়া, তাবিকুশলী এজনে । কুলীন স্বভাব তুমি
ধারিয়া ধারণ । অবিশ্বাস করিও না এই নিবেদন ॥ পণ্ডিতে
বলেন মেহ পদার্থ যাহাকে । তাহাও বিশেষ করি জানাই
তোমাকে ॥ বিরহ বিপদ হয় এমন উদয় । পরস্পর বাক্যা-
লাপে কম নাহি হয় ॥ (যে প্রকার আমার এ হোরেছে
মটন । শুনিতে, বলিতে, নাহি ক্ষমতা এখন ॥) সেই বিরহেতে
ভোগ রহিত হইয়া । পুনরায় সদর্শনে রসাল হইয়া ॥ প্রেমরাশি
রূপ হয় বলিছু তোমাকে । পণ্ডিতে বলেন মেহ পদার্থ তা-
হাকে ॥ ১১২ ॥

মূল ।

কচ্ছিঃ সৌম্য ব্যবসিত মিদং বস্তুকৃত্যং দ্বয়া মে
প্রত্যাদেশাম ধনুতবতো ধীরতাং তকরামি ।
নিঃশঙ্কোপি প্রদিশসি জলং বাচিত শ্চাতকেভ্যঃ

প্রভৃৎকংহি ॥ ১১৩ ॥

ওহে মেঘ ! বাহুতোহি তব বিরহময় মমি না করি
সৌম্য উদয় প্রদান ॥ তথায় বিতক মন করিছে সবার ।
বস্তু কার্য্যতে মম হোরেছে রহন ॥ গাতক বিতক মন
মন মন পিনে ॥ তোমাকেই হাকে করি ॥ হৃদয়-বহন ॥

তাহাদের বাক্যে না উত্তর করি দান। মনোমত বারি কর
সহজে প্রদান ॥ শাখুদের মিত্রজনে থাকুনীয় দান। প্রত্যুত্তর
যদি তাহা হোয়েছে বিধান ॥ ১১৩ ॥

মূল।

এতৎকৃৎ প্রিয়মুচিৎ প্রার্থনং চেতনো মে
সৌহার্দ্যবিধুর ইতি বা মধ্যস্থকোশ বুদ্ধা।
ইষ্টান্ দেশান্ বিচর জনক প্রার্থবা সন্তুভজী
মা ভূদেবং কণমপি চ তে বিদ্যাভা বিপ্র-

যোগঃ ॥ ১১৪ ॥

হে দেহ। তোমাকে যদি বিনয় বান্ধে, মিত্রতা কার্যে
কিছু বেহেজ করবে ॥ মন প্রতি তব কৃপা আছে বিলম্ব
কৃত্রিম মিত্রের কার্য করিয়া শাখন ॥ বরবার শোভা হু
করি কলবর। যথা ইচ্ছা হবে তদেব তদানন্তর ॥
মম যোনার বিদ্যাশক্তি নহ। বিজ্ঞান বিদীন হোয়ে মম
কাম কর ॥ ১১৪ ॥

মেঘদূতকার্য সমাপ্ত ॥

